শাস্তি কি শান্তি ?

(সামাজিক নাটক)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কিশোর ভারতী
৯, ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

১৩৩১

প্রাপ্তিস্থান :
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯



শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ

চরিত্র

পুরুষ

প্রসন্নকুমার	...	ধনাঢ্য ভদ্রলোক।
প্রবোধ	...	ঐ পুত্র।
বেণীমাধব	...	ঐ জ্যেষ্ঠ জামাতা।
শ্যামাদাস	...	ঐ বৈবাহিক (নির্ম্মলার পিতা)
প্রকাশ	...	বেণীমাধবের বন্ধু।
পাগল	...	? : পরোপকারী সদাগর। (হরমণির অপরিজ্ঞাত স্বামী)
সর্ব্বেশ্বর	...	প্রকাশের দুষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারী।
ঘেঁচী	...	ঐ পুত্র।
বটকৃষ্ণ	...	নিষ্কর্ম্মা নেশাখোর।
হেবো	..	পুত্র।
শুভঙ্কর	...	মূর্খ গ্রহাচার্য্য।
মিঃ বাসু	...	ধনাঢ্য চরিত্রহীন যুবা।
মিঃ মল্লিক মিঃ বড়াল	...	বিলাত ফেরত ঘেঁচীর ইয়ারদ্বয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার, ডাক্তার, ঘটক,
স্বর্ণকার, শুঁড়ী, বেসো, কোচম্যান, বরযাত্রী ও
কন্যাযাত্রীগণ, পাহারাওয়ালাগণ, ভৃত্য ও
বেহারাগণ, বৃদ্ধ ও বালকগণ ও
দোকানদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

পার্ব্বতী	...	প্রসন্নকুমারের স্ত্রী।
ভুবনমোহিনী	...	ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা।
প্রমদা	...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
নির্ম্মলা	...	ঐ বিধবা পুত্রবধূ।
হরমণি	...	ভিখারিণী।
চিত্রেশ্বরী	...	শুভঙ্করের ভগ্নী।

দাই, হরমণির পালিতাকন্যাগণ, দাসীগণ ইত্যাদি।

"শাস্তি কি শান্তি?"

১৩১৫ সাল, ২২এ কার্ত্তিক, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে
প্রথম অভিনীত হয়।

সত্ত্বাধিকারী	...	...	শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।
অধ্যক্ষ	...	...	" গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
শিক্ষক	...	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ। " হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য। (সহকারী)
সঙ্গীত শিক্ষক	.	...	" দেবকণ্ঠ বাগচি।
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	..	...	" কালীচরণ দাস।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

প্রসন্নকুমার	...	..	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। (দানি বাবু)
বেণীমাধব			" প্রিয়নাথ ঘোষ।
শ্যামাদাস	...	..	" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রকাশ	.	..	" তারকনাথ পালিত।
পাগল	...	...	" N. Banerjee Esq.
প্রবোধ	...	.	মিস [illegible]। (মালতী)
সর্ব্বেশ্বর		.	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
ঘেঁচী		..	" সত্যেন্দ্রনাথ দে।
বটকৃষ্ণ	.	.	" হরিদাস দত্ত।
হেবো	...	...	" হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
শুভঙ্কর	...	...	" অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
মিঃ বাসু ও ডাক্তার		...	" অহীন্দ্রনাথ দে।
মিঃ মল্লিক	...	...	" উপেন্দ্রনাথ বসাক।
মিঃ বড়াল ও ঘটক		...	" সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।

[illegible]ট	... ...	শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
[illegible]ইন্স্পেক্টার	...	" বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।
[illegible]সো ও স্বর্ণকার	...	" মন্মথনাথ বসু।
	... ...	" নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
[illegible]ান	... ...	" নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
[illegible]া ও ১ম বৃদ্ধ	... ...	" মধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
[illegible]হারাওয়ালা ও ২য় বৃদ্ধ	...	" ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
পাহারাওয়ালা	... ...	" পান্নালাল সরকার।
[illegible]মতী	... ...	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
নির্ম্মলা	... ...	" হেমন্তকুমারী।
ভুবনমোহিনী	... ...	" সরোজিনী।
প্রমদা	... ...	" শশীবালা।
হরমণি	... ...	" সুশীলাসুন্দরী।
চিত্তেশ্বরী	... ...	" চপলাসুন্দরী।
১মা দাসী	... ...	" শরৎকুমারী।
২য়া দাসী ও দাই	... ...	" নগেন্দ্রবালা।

উৎসর্গ

নাট্যগুরু

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র

মহাশয় শ্রীচরণে—

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলে আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধা—সকল স্থানেই যায়। মহাশয় যে উচ্চ স্থানে যেরূপ উচ্চ কার্য্যেই থা আমার শ্রদ্ধা আপনার চরণ স্পর্শ করিবে—এই আমার বিশ্বাস। সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত, কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া "ন্যাসান্যাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।

আপনাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল, কিন্তু উপহার দিবার যোগ্য নাটক লিখিতে পারি নাই, এইজন্য বিরত ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তবে আর কবে আশা পূর্ণ করিব! সেই নিমিত্ত এই নাটকখানি অযোগ্য হইলেও আপনার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম। ভাবিলাম, ক্ষুদ্র ফুলেও দেবপূজা হইয়া থাকে। ইতি—

চিরকৃতজ্ঞ,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(প্রসন্নকুমারের শয়নকক্ষের সম্মুখস্থ দরদালান)

প্রসন্নকুমার ও পার্ব্বতী।

প্রসন্ন। কান্না তো চিরদিনই রইলো, কান্না তো আর ফুরোবার নয়। আমরা চিতেয় না পুড়ে আর সুশীলকে ভুল্‌বো না ; কিন্তু পরের মেয়ের কি ভাব্‌ছ ?

পার্ব্বতী। আহা—এমন বউ কি কারো হয়! ভগবতি, তার কপালে এই লিখেছিলে!

প্রসন্ন। বউমা এই পাঁচ বছর ঘরে এসে আপনার বাপ-মাকে ভুলেছে। আমায় বাপ জানে, তোমায় মা জানে। তিন দিন বাপের বাড়ী গে থাক্‌তে পারে না। এখন বিপদ কি বুঝেছ ?

পার্ব্বতী। সে ভেবে আর এখন থেকে কি কর্‌বো ?

প্রসন্ন। এখন থেকেই ভাবনা ;—মেয়ে আমাদের ব'লে ঘরে এনেছি, সুশীল থাক্‌লে আমাদেরই, কিন্তু আমাদের হ'য়েও আমাদের জোর নাই। বউমার বাপ নিতে পাঠিয়েছে, বউমা তোমায় কি বলেছে জানি না, আমার পা দুটো জড়িয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, "বাবা, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিও না"। এদিকে ওর বাপের একেবারে জেদাজিদি।

পার্ব্বতী। আহা ! মাগী সেথায় শুন্‌তে পাই, জামাইয়ের শোকে একেবারে অন্নজল ত্যাগ করেছে, একবার ঘুরে আসুক।

প্রসন্ন। ঘুরে আসুক বল্‌ছ, এলে রাখ্‌তে পার্‌বে ?

পার্ব্বতী। সে বউমার মন।

প্রসন্ন। বউমার ষোল আনা মন। কিন্তু তুমি রাখ্‌তে পার্‌বে কি ?

পার্ব্বতী। কেন গা,—আমি কি মেয়ে মানুষ করি নি ? আর বাছার কি কোন' ঝক্‌কি আছে ? আট দিনের দিন বাছা ঘর কর্‌তে এসে আমার সঙ্গে গুড়্ গুড়্ ক'রে কাজ কর্ম্ম ক'রে ফির্‌চে। যে কাজ পড়ে, বলে,—"মা তুমি এখন জিরোও, আমরা কাজ শিখি"। এই পাঁচ বছর যেদিকে ফিরিয়েছি, সে দিকে ফিরেছে। একে রাখ্‌তে পার্‌বো না কেন ভাব্‌ছ ? আমার পেমার চেয়ে আদর ক'রে রাখ্‌বো।

প্রসন্ন। আমি কি বল্‌ছি বুঝ্‌তে পাচ্চ না। মেয়ে মানুষ করেছ, এই তে মনে কচ্চ রাখা সোজা। মেয়ে পরের বাড়ী যাবে, যত দিন থাকে, খাইয়ে দাইয়ে আদর ক'রে রাখা ; কিন্তু এ রাখা এক সর্ব্বনেশে রাখা। দেখ্‌ছ কি, সেই সর্ব্বনাশের দিন থেকে ব্রহ্মচারিণী সেজেছে ! আমাদের গৃহীর সংসারে ব্রহ্মচারিণীকে রাখা বড় কঠিন, তা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ?

(নির্ম্মলার প্রবেশ)

নির্ম্মলা। কেন বাবা, কেন কঠিন মনে কচ্চ ? আমি যে পাঁচ বচ্ছর মায়ের শিক্ষায় কুলবধূর আচার শিখেছি, স্বামী ইষ্টদেবতা বুঝেছি। তাঁর প্রত্যক্ষ এক সেবা, আর মনে মনে সেবা,—দুই সেবাই তোমাদের ঘরে এসে শিখেছি। আমার স্বামী প্রত্যক্ষ

নন,—কিন্তু আমার অন্তরে আছেন। আমি আমার ইষ্টদেবতার সেবা কি ক'রে কর্‌তে হয়, তাঁর ধ্যান ক'রে জান্‌বো।

প্রসন্ন। মা, তুমি যদিচ বালিকা, কিন্তু দেখ্‌ছি বুদ্ধিতে আমার মায়ের মত। আমার ভাবনার কথা কি, তা তো তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ; তোমায় সকল বিলাস থেকে বঞ্চিত ক'রে, কি ক'রে আমি সংসার কর্‌বো? তুমি মা মাল্‌সা পোড়াবে, আর বাড়ীতে নানাবিধ সামগ্রী আস্‌বে, নানা ভোগের জিনিস—ছেলের জন্য মেয়ের জন্য আন্‌বো, কিন্তু তোমায় দিতে পার্‌বো না; বরং তোমার কোন দ্রব্যে প্রয়াস হ'লে বঞ্চিত কর্‌বো। নচেৎ আমার কর্ত্তব্য করা হবে না। মাগো, এই ভাবনায় আমি আকুল হয়েছি।

নির্ম্মলা। কেন বাবা, কেন তুমি আকুল হয়েছ? মা, তুমি বাবাকে বোঝাও, আমার জন্য যেন উনি কিছু ভাবেন না। আমি বাড়ীর বড় বউ, আমার সংসার, তুমি কি বারো মাস পার্‌বে? আমি এখন সংসার কর্‌বো, আমি ঘরকন্না বজায় কর্‌বো, দেওরকে দেখ্‌বো, আইবুড়ো ননদকে দেখ্‌বো, তোমাদের দেখ্‌বো, এখন আমি তোমাদের বেটাবউ একত্রে। চাকর-লোকজনকে দেখ্‌বো, এই কাজ আমার ইষ্টদেবতা আমায় দিয়ে গিয়েছেন। আমায় তিনি পরখ্‌ ক'র্‌তে লুকিয়ে আছেন—দেখা দিচ্ছেন না, দেখ্‌ছেন—আমি তাঁর মনের মতন কাজ কর্‌তে পারি কি না। যেদিন আমার কাজ ফুরোবে, যে দিন আমি ক্লান্ত হবো, সেই দিন তিনি আমায় আদর ক'রে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। মা তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো—বাবাকে ভাব্‌তে বারণ করো।

প্রসন্ন। ভগবান! কি বজ্রাঘাত বুকে করেছ! এ রাজলক্ষ্মীকে রাজসিংহাসনে বসাতে দিলে না!

পার্ব্বতী। আ পোড়া কপাল—আ পোড়া কপাল!—এমন ক'রে আমার ঘর ম'জ্‌লো!

নির্ম্মলা। না বাবা—না মা—আমি তোমাদের কাঁদ্‌তে দেবো না, তোম্‌রা আমার মুখ চেয়ে স্থির হ'য়ে থাকো। আমি ঠাকুর-পোর বেটা কোলে ক'রে তোমাদের কোলে দেবো, তোমরা কেঁদো না, তোমাদের ঘর আমি বজায় কর্‌বো।

(নেপথ্যে হরমণির গীত)

"হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেষু গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্ততে॥"

প্রসন্ন। গিন্নি, তুমি এ ভিখিরীর গান শুনেছ? ওকে ডাক্‌তে পাঠাও. শোন, শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।

নির্ম্মলা। আমি ঝিকে বলি, বাড়ীর ভেতর ডেকে আনুগ।

প্রসন্ন। না, এই ঘরেই ডেকে আন্‌তে বলো।

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

পার্ব্বতী। ঘরের ভেতর ভিখিরী মাগীকে ডাক্‌বে?

প্রসন্ন। তুমি ওকে দেখো নি, ও কে আমি বুঝ্‌তে পারি নি। যেদিন ছোঁড়াকে বা'র ক'রে নিয়ে গেল, আমি বৈঠকখানায় প'ড়ে আছি, ও রাস্তায় গাচ্চে,—আমার প্রাণ শীতল হ'য়ে গেল। আমি ওকে দু'টী টাকা দিতে গেলুম. তা বল্‌লে,—"বাবা, আর এক দিন এসে গান শুনিয়ে যাবো আর নিয়ে যাবো"। আমার বোধ হলো—যেন আমার শোক-শান্তির জন্যই গাচ্ছিল।

(নির্ম্মলার পশ্চাৎ হরমণির গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(হরমণির গীত)

কেন দিবানিশি ভাসি আঁখিজলে।
মৃদু মৃদু ভাষে হৃদি পরশে,
কে বলে,—"তাপিত তনয়, আয় রে কোলে।
ব্যথা পেয়েছ, ব্যথা পেয়েছি,
যত কেঁদেছ, তত কেঁদেছি,
আমি সাথে সাথে সদা রয়েছি ;
কেন পান্থবাসে, ভ্রম নিরাশে, এসো আবাসে,—
দূরে থেকো না, পাবে যাতনা,
জ্বালা সবে না—হৃদি-কমলে"।

পার্ব্বতী। বসো বাছা, বসো।

হর। মা, আমায় বস্‌তে বল্‌ছ ? আমি কে জানো ?

প্রসন্ন। তুমি কে বাছা ?

হর। বাবু, আর তো আমার পরিচয় নাই, কি পরিচয় দেবো ? তবে আগে কি ছিলুম,—বল্‌তে পারি।

প্রসন্ন। তুমি কাদের মেয়ে ?

হর। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাড়ী নবদ্বীপ, কোল্‌কাতায় বে হ'য়েছিল। বিবাহের পর আমার স্বামী বিদেশে চাক্‌রী কর্‌তে গেলো, বাপের বাড়ী এসে রইলুম। কিছুদিন পরে আমার বাপ খবর পেলে, আমার স্বামী জাহাজডুবি হ'য়ে হাঁসপাতালে মারা গিয়েছে।

পার্ব্বতী। আহা বাছারে—এ সর্ব্বনাশ যেন শত্রুরও হয় না।

নির্ম্মলা। কি ক'রে খবর পেলে ?

হর। আমাদের পল্লীতে একঘর জমীদার আছেন, তাঁর ছেলে বেড়াতে গিয়েছিল, সেই খবর দিলে।

পার্ব্বতী। তার পর মা—তারপর ?

হর। আমি বাপের বাড়ীই রইলুম—

প্রসন্ন। শ্বশুর বাড়ী রইলে না কেন ?

হর। আমার শ্বশুরদের তো কেউ ছিল না,—আমার স্বামী তার বিমাতার ভায়ের কাছে মানুষ হ'য়েছিল।

প্রসন্ন। তোমার বাপ মা আছে ?

হর। না বাবু, আমিই তাদের কাল হয়েছিলুম। আমি বিধবা হবার পর আমার বাপ-মা বিধবার অপেক্ষা কঠোর আচারে রইলেন। আমার বাবার খাবার সময়ে একবার মার সঙ্গে দেখা হতো, আমাকেও বালিকা ব'লে মায়িক স্নেহ কর্‌তেন না, শাস্ত্রমত বিধবার আচারেই রেখেছিলেন।

পার্ব্বতী। তবে মা তুমি কাল হ'লে কিসে ?

হর। আমাদের পল্লীর সেই জমীদারের ছেলে, আমার প্রতি কুদৃষ্টি দেয়, আমার বাপের উপর তাড়না করে। মকদ্দমা-মামলায় সর্ব্বস্ব যায়, তিনি কোল্‌কাতায় পালিয়ে এলেন। নানা দুঃখে কোল্‌কাতাতেই আমার মা-বাপ মারা গেল। আমি নিরুপায় হ'য়ে এক বাড়ীতে রাঁধুনী হলুম। তখন মা—জানিনি, যে সে বাড়ী আমাদের জমীদারের ছেলের শ্বশুরবাড়ী। একদিন রাত্রে সেই জমীদারের ছেলে শ্বশুরবাড়ীতে এসে আমাকে আক্রমণ করে, ধরা প'ড়ে লোকের কাছে আমার অপবাদ দেয়। তারা আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। আমার নামে নানান্ কথা উঠ্‌লো, গর্ভপাত করেছি পর্য্যন্ত অপবাদ হলো, কোথাও আর

চাক্‌রী পেলুম না। তিনদিন অনাহারে থেকে গঙ্গার ঘাটে শুয়ে মনের খেদে ডুবে মর্‌তে যাচ্চি, এমন সময় নিরাশ্রয় দেখে দীনবন্ধু আমায় আশ্রয় দিলেন। একজন দেখ্‌তে পাগলের মতন, সে যেন আমায় জান্‌তো, সে যেন আমার মনের কথা বুঝেছিল। সে আমায় ধমক দিয়ে বল্লে,"কেন আত্মহত্যা কর্‌বি? তোর সর্ব্বস্ব গিয়েছে—গিয়েছে, এখনো তোর দেহ-মন রয়েছে, দীনবন্ধুকে দে, দীনবন্ধু তোরে দেখ্‌বে"। তার কথায় মনে হলো, যেন দীনবন্ধু আমায় আশ্বাস দিচ্চেন। তাঁর সঙ্গে গেলুম, একখানি কুঁড়ে ঘরে নিয়ে আমায় রাখ্‌লে। সেই ইস্তক সেই পাগ্‌লার কাজ করি, আর ভিক্ষে ক'রে খাই।

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। বাবু, বউঠাকুরুণের বাপ এসেছেন।

প্রসন্ন। বুঝি বউমাকে নিয়ে যাবার কথা বল্‌তে এসেছেন। এই দু'টী টাকা নাও বাছা।

[হরমণিকে টাকা দিয়া প্রস্থান।

পার্ব্বতী। বউ মা, এই টাকাটী দাও। (হরমণির প্রতি) তুমি আর একদিন এসো, গান শুন্‌বো।

নির্ম্মলা। (হরমণিকে টাকা দিয়া) একটু দাঁড়াও। (পার্ব্বতীর প্রতি) মা, আমি এর সঙ্গে কথা কইলে দোষ হবে?

পার্ব্বতী। না দোষ কি হবে। শীগ্‌গির এসো, বেলা নাই, গা-টা ধুয়ে শীতলের সামগ্রী বা'র ক'রে দেবে।

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। হ্যাগা সে পাগ্‌লা কে ? পাগ্‌লা কি তোমার স্বামী ? তোমায় নিরাশ্রয় দেখে স্বর্গ থেকে এসে তোমায় দেখা দিয়েছিলেন ?

হর। আমি মা এত কি তপস্যা করেছি, যে তিনি স্বর্গ থেকে এসে আমায় দেখা দেবেন ? কিন্তু আমার সে পাগ্‌লাকে দেখে স্বপ্নের মতন আমার স্বামীকে মনে পড়ে।

নির্ম্মলা। হ্যাগা, তুমি সেই পাগ্‌লার কি কাজ করো ?

হর। নবদ্বীপে কীর্ত্তন হয়, আমি শুনে শুনে কীর্ত্তন গাইতে শিখেছিলুম। সন্ধ্যার পর বাবা-মা ব'সে মালা ফেরাতেন আর আমার কীর্ত্তন শুনতেন। এখন আমায় কীর্ত্তন গাইতে অনেকে নিয়ে যায়। কীর্ত্তন গেয়ে যা রোজগার করি, তাইতে অনাথা কুড়িয়ে এনে প্রতিপালন করি,—এই পাগ্‌লার কাজ। আর ভিক্ষা ক'রে যা পাই, পেটের মত রেখে পাগ্‌লার কাজেই দিই।

নির্ম্মলা। সেই অনাথাগুলি কোথা ? আমায় একদিন দেখাবে ?

হর। তোমার শশুর-শাশুড়ীকে বলো, যদি ওঁরা আনতে বলেন, একদিন সঙ্গে ক'রে এনে দেখাব। আজ চল্লুম মা, আমি ভিখিরী, আমায় চেনো না,—আহা তোমার যে দশা—অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা ক'য়ো না, সে পুরুষ মানুষ হোক্, মেয়ে মানুষ হোক্। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বলে মা—

"পুরানো বসন ভাতি, অবলা জনের জাতি,
রক্ষা পায় অনেক যতনে।"

ভিখারিণীর এই কথাটী মনে রেখো,—"অবলা জনের জাতি,

রক্ষা পায় অনেক যতনে।" আমি এখন আসি, তোমাদের ঝিকে বলো, আমায় বার ক'রে দেয়।

নির্ম্মলা। চল বল্‌চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বটকৃষ্ণের বহির্ব্বাটী।

চণ্ডুপানরত বটকৃষ্ণ ও শুভঙ্কর।

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

সর্ব্বে। জলেই জল বাধে,—ওঃ প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের কি জোর বরাত! এক দফা ছেলের বে দিয়ে মার্‌লে, তারপর বিধবা হ'য়ে বউটো বাড়ী রইলো, সে সব গয়না খুলে দিয়েছে, কম নয়, যেমন ক'রে হোক দশ বার হাজার টাকার। আর আজ শুন্‌ছি—ওর জামাইটে টম্‌টম্‌ হাঁকিয়ে যাচ্ছিল, ট্রামে টক্কর লেগে প'ড়ে গিয়ে উরুতের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। বাঁচে কি না, বড়মানুষ জামাই—ব্যস্—জামাই চক্ষু বুজ্‌লে সমস্ত বিষয় ঘরে চ'লে এলো!

বট। তুমি কোথায় শুন্‌লে—তুমি কোথায় শুন্‌লে?

সর্ব্বে। আমি প্রকাশ বাবুর কাছে কাজ করি কি না, ওর জামাইয়ের বড় বন্ধু, বল্‌ছিলো বাঁচে কি না!

বট। না—বাঁচ্‌বে না! প্রসন্নর এখন তেজ বরাত, জামাইয়ের বিষয় ঘরে এলো বলে!

সর্ব্বে। আর আমার বরাত দেখ না, দু'দুটো মেয়ের বে দিলুম, একটা দোজপক্ষে একটা তেজপক্ষে, তেজপক্ষেটার কাস রোগ দেখেই দিয়েছিলুম, তা দুটোই যেন তালের খুঁটি, মর্‌বার নাম করে না, যা'হোক ম'লে বাড়ীখানা ঘরখানা বেচে নিতে পার্‌তুম। তেজপক্ষেরটা এখনও তিন সের ক'রে খাঁটি দুধ খায়।

(ঘেঁচীর প্রবেশ)

ঘেঁচী। বাবা শীগ্‌গির এসো,—তোমার ছোট জামাই খাবি খাচ্চে, খাট এয়েছে।

সর্ব্বে। সত্যি নাকি ? তুই বাড়ী থেকে গোটা দুই তালা নিয়ে আয়, ঐ বুড়ো ব্যাটার আবার দোজপক্ষের মেয়ে আছে, ঘর-দোর সব বন্ধ কর্‌তে হবে।

ঘেঁচী। সে তোমায় শেখাতে হবে না—সে তোমায় শেখাতে হবে না, তবে আর তোমার থান কাপড় প'রে সরকার সেজেছিলুম কি কর্‌তে ? আমি দাসকোম্পানীর কাছ থেকে কনট্রাক্‌টারের সরকার ব'লে তিনটে তালা নমুনা এনেছি।

শুভ। (ঝিমাইতে ঝিমাইতে) কেমন শুণে বলেছিলুম—জামাইয়ের বিষয় মার্‌বে ?

সর্ব্বে। আরে র'সো, খাবি খেয়ে না ঝেড়ে ওঠে!

[ঘেঁচী ও সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান।

বট। হীরের টুক্‌রো ছেলে!

শুভ। দেখ না—শীগ্‌গির কোথায় কি দাঁও মারে।

বট। কই আমার তো গ্রহ কাট্‌লো না? একটা মেয়ে নেই, যে বরাত ঠুকে তেজপক্ষে দেবো।

শুভ। এইবার কাট্‌বে, শনি গিয়েছেন রাহুর ঘরে, রাহু গিয়েছেন শনির ঘরে, কেতুতে মঙ্গলে লেগেছে জাপ্‌টা জাপ্‌টি, এই বাগ পেয়ে বৃহস্পতি মাথা কাড়া দিচ্চে। ঐ তোমার হেবো, হেবোতেই তোমাকে নেওয়াল ক'রে দেবে।

বট। আরে কই, দুটো তিনটে সম্বন্ধ তো ছেলে দেখ্‌তে এসেই ভেঙ্গে গেল। বে দিতে পাল্লেও কিছু পেতুম।

শুভ। ও হেবো, হেবো তোমার বড় ক্ষণজন্মা ছেলে,—

বাঁয়ে শেয়াল ডাইনে ষাঁড়।
খেজুর গাছে ঝোলায় ভাঁড়॥
তিন প্রহরে জন্মে ছেলে।
একেবারে ওঠে মট্‌কায় ঠেলে॥

ঐ বুধটে সম্বন্ধ ভাঙ্গ্‌ছে, বৃহস্পতিটে খাড়া হ'তে দাও, হয় তোমার হেবো কোন জমীদারের মেয়ে বিয়ে কর্‌বে, নয় কেউ পুষ্যিপুত্র নিলে বলে! চাই কি ওর মামার বিষয় মার্‌তে পারে।

বট। আরে যাও, চণ্ডুর ঝোঁকে কি বক্‌চ,—ওর মামাদের রাবণের গুষ্টি, একটা ক'রে মর্‌তে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাবে।

শুভ। কেউ টেঁক্‌বে না—কেউ টেঁক্‌বে না, তোমার কুমড়ো ভাগ্যি-তেই সব ঠিক কর্‌বে, তোমার চালে কেমন কুমড়ো ফলেছে। খনার বচন আছে,—

চালে যদি কুমড়ো ফলে।
মামার বংশ রাহুই গেলে ॥

(হেবোর প্রবেশ)

হেবো। বাবা—বাবা, বেণীবাবু বলেছে, এইবারে খুব বড়মানুষ হব।

শুভ। হবেই তো বাবা—হবেই তো—

হেবো। ও তোমার বিদ্যেয় নয়, তুমি খ্যাঁটি খেয়ে ছাই গুণেছ। বাবা, বেণীবাবু বলেছে, আমি ইংরিজি শিখ্‌লেই সাহেব ক'রে দেবে। চাঁদ্‌নি থেকে পোষাক কিনে দিয়েছে।

(চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

চিত্তে। (শুভঙ্করের প্রতি) ওরে শীগ্‌গির আয়—শীগ্‌গির আয়! বড় একটা স্বস্ত্যয়ন হাতে লেগেছে, ঐ প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের জামাই গাড়ী থেকে প'ড়ে মর মর হয়েছে, চল্ চল্ স্বস্ত্যয়ন ক'র্‌তে হবে।

শুভ। ওর ছেলের বেলা ওর বেয়াইয়ের বাড়ীতে স্বস্ত্যয়ন করেছিলুম, দক্ষিণেটীও হাতে করা আর ওর মেয়েটীরও হাতের খাড় খোলা! আমি যার নৈবিদ্যি গুছিয়ে আন্‌তে পার্‌লুম না। প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে আমায় চেনে।

চিত্তে। ও মিন্সে গেছে জামাই দেখ্‌তে, একবার হু'টী বাড়ীতে খেতে আসে, জামাইয়ের বাগানেই থাকে। শীগ্‌গির আয়—

[চিত্তেশ্বরী ও শুভঙ্করের প্রস্থান।

বট। হ্যাঁরে হেবো, তুই হরমণির কাছে যাস্ শুন্‌তে পাই, তার টাকা কড়ি এদিক ওদিক প'ড়ে থাকে, কিছু সরাতে পারিস্ নি ?

হেবো। তোমার ও বুদ্ধি আমি কর্‌বো না। আমি সাহেব হবো, একটা সিগারেট দিতে পার্‌তে তো দেখাতুম—কেমন সাহেবের মত সিগারেট খাই, আমি ঠিক সাহেবের মত দৌড়ুতে শিখেছি। হরমণি ওষুধ আন্‌তে পাঠিয়েছিল, আমি একদৌড়ে এনে দিলুম। হরমণি বল্লে—"তুই সাহেব হ'তে পার্‌বি"। আমি বেণীবাবুকে দেখ্‌তে চল্লুম, যদি ডাক্তার ডাক্‌তে বলে—এক দৌড়ে ডেকে আন্‌বো।

বট। আর তোর বেণী বাবু—সে যেতে বসেছে।

হেবো। না—অমন কথা ব'লো না বল্‌ছি!

[প্রস্থান।

বট। না—যেমন বরাত—তেম্‌নি ছেলে—মানুষ হ'লো না। অমন বড় মানুষের বাড়ী যাতায়াত কচ্চে, একদিন একটা সোণা-রূপোর জিনিস লুকিয়ে আন্‌তে পার্‌লে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ দরদালান।

নির্ম্মলা ও পার্ব্বতী।

নির্ম্মলা। মা, আমি শুনেছি, আমার বাবাকে বলেছিল, যে এখন ঠিক লোক পাওয়া যায় না, স্বস্ত্যয়ন শান্তি ঠিক হয় না; দুর্গা

নাম কর্‌লে আপদ কাটে। এসো মা, আমরা ঠাকুর ঘরে গিয়ে আপ্‌নারা দুর্গা নাম করি।

পার্ব্বতী। স্বস্ত্যয়ন শান্তিতে হয় না মা, তবে লোক করে কেন ?

নির্ম্মলা। কই মা—আমার বেলা তো কিছু হলো না, বাবা তো ঢের খুঁজেছিলেন, ঠিক লোক তো পাওয়া যায় না।

পার্ব্বতী। না, এ খুব ভাল লোক পেয়েছি, এ শুভঙ্কর আচার্য্যি, গ্রহ ফাঁড়া কাটাতে অমন আর নাই।

নির্ম্মলা। শুভঙ্কর আচার্য্যি—কোন্ শুভঙ্কর ? শুভঙ্করই তো আমাদের বাড়ী স্বস্ত্যয়ন করেছিল।

পার্ব্বতী। সে মা—পরমায়ু কি কেউ দিতে পারে।

(শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

চিত্তে। এই নাও, এ কি আস্‌তে চায় ! বলে আমায় শ্মশানে গিয়ে সাধন কর্‌তে হবে। এখন আর আমি কারো স্বস্ত্যয়ন শান্তি কর্‌তে পার্‌বো না। আমি ঢের বুঝিয়ে সুজিয়ে এনেছি।

শুভ। (জনান্তিকে কথা কহিবার ভাণ করিয়া) দিদি, তুই আমায় খাবি, এই স্বস্ত্যয়ন শান্তি ক'রেই আমার শরীর গ'লে যাচ্চে।

চিত্তে। না না—এ বাড়ী তোরে স্বস্ত্যেন কর্‌তেই হবে। নে—ফর্দ্দ ধর্—আমি দপ্তরখানা থেকে দোত-কলম-কাগজ এনেছি, নে ধর।

(দোয়াত, কাগজ ও কলম প্রদান)

শুভ। ধর্‌বো আর কি, শনির শান্তি কর্‌তে হবে, পণ্ডিতে অশুভ করেছে,—

যেখানে অশুভ করেছে পশু।
শনির শান্তি করবে আশু॥

বচন প'ড়ে রয়েছে। তবে রাহু-কেতুরও দুটো হোম করতে হবে, মঙ্গলেরও দুটো জবা দিতে হবে, আর শুক্রের অর্ঘ্য, আর রবির গোরোচনা। এই—

চিন্তে। আর বুধের যে কি করিস্ ?

শুভ। বুধের একখানা কাঁচা নৈবেদ্যি, আর বৃহস্পতির মুণ্ডি তোলা সন্দেশ।

চিন্তে। আর চন্দ্রের রূপোর থালা, ভুলে যাস্ সব। এখন ধর—মূল স্বস্ত্যেনের ফর্দ্দ ধর।

শুভ। শনির দোষ-শান্তির বচন পড়েই রয়েছে,—

মাষকলাইঞ্চ তৈলঞ্চ মহিষাশ্চ লোহাং
চণকশ্চ বস্ত্রং তণ্ডুলস্য গাদা।
বেদাগঞ্চ পান্না সুবর্ণস্য থালা
সদক্ষিণা দানে শনিদেব তুষ্টঃ॥

চিন্তে। নে নে বচন রাখ,—শুনচো গা গিন্নি, বল'না ও এখন সমস্ত রাত শ্লোক আওড়াবে। নে ধর—কি কি চাই।

শুভ। এই ধর না কেন—মাষকলাইঞ্চ—

চিন্তে। মাষকলাই—এই এক মন ধর— তার পর কি বল ?

শুভ। তৈলঞ্চ—

চিন্তে। নে তিন ঘড়া খাঁটি সর্ষের তেল। জানো গা গিন্নি, আমার ওর সঙ্গে থেকে থেকে সব মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে। তার পর বল ?—

শুভ। মহিষাশ্চ-

চিত্তে। ষোষ নিয়ে কি কর্‌বি ? ওর বদলে একটা বাছুরওয়ালা গাই ধর।

শুভ। লোহাং—

চিত্তে। লোহা বল্‌তে হবে না—লোহা বল্‌তে হবে না,—ও খান-চারেক বঁটী আর খান চার পাঁচসেরি কড়া হ'লেই চল্‌বে।

শুভ। চণকশ্চ—

চিত্তে। ছোলা—দু'মন ধরি ?—ও শুক্‌নোই ভাল, ভিজে ছোলা হ'লে বেশী লাগ্‌বে, সংক্ষেপে সেরে দে।

শুভ। বস্ত্রং—

চিত্তে। কাপড় পঁচিশ জোড়া—ঐতেই সেরে নিতে হবে।

শুভ। তণ্ডুলস্য গাদা—

চিত্তে। হাঁ মন কতক চাল লাগ্‌বে।

শুভ। বেদাগঞ্চ পান্না—

চিত্তে। পান্নাটী একটু বেদাগ চাই, আর সোণার দু'খানা থালা আর দক্ষিণে যা দিতে পারো—এই তো ? আমি তোর চেয়ে ফর্দ্দ কর্‌তে পারি। কলসী দুই ঘি আর ফুল দুর্ব্বো তুলসী—এই গুলো তো চাই—কেমন রে ?

শুভ। আর বেল কাষ্ঠ।

চিত্তে। নে হবে হবে। গিন্নি, টাকা ধ'রে দেবে না কিনে দেবে ?

পার্ব্বতী। ফর্দ্দ খানা রেখে যান, আমি সরকার মশাইকে দিয়ে কিনে আনাবো।

চিত্তে। গিন্নি, তুমি বুক বেঁধে ঘুমোও, কাল শান্তি হ'য়ে যাক, পরশু তোমার জামাই হেঁটে তোমার বাড়ী আস্‌বে, তখন যা বিদেয় কর্‌তে হয়, ক'রো। আমি ব'লে ক'য়ে অল্পে সল্পে সেরে দিলুম।

নে চল্—আমি হবিষ্যির টাকা নিয়ে তোরে ডাকতে গিয়েছি।

[শুভঙ্কর ও চিন্তেশ্বরীর প্রস্থান।

নির্ম্মলা। মা, এরা জোচ্চর—ও তো হাজার টাকার ফর্দ্দ কর্‌লে!

পার্ব্বতী। না মা না, গ্রহ-শান্তিতে করণকস্তি ক'রেই লোকে ফল পায় না।

নির্ম্মলা। তুমি এসো মা, আমরা দুর্গা নাম করিগে।

পার্ব্বতী। ও বাছা আমার কি মনস্থির আছে যে দুর্গা নাম কর্‌বো।

নির্ম্মলা। তুমি যেমন পারো, চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ।

ব্যাণ্ডেজ বাধা পা বালিসের উপর রাখিয়া অর্দ্ধশায়িত-অবস্থায় বেণীমাধব, শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষারত ভুবনমোহিনী ও কক্ষদ্বার-সন্নিকটে পাগল উপবিষ্ট।

বেণী। ভুবন, বাবাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছ?

ভুবন। বাবা কি যেতে চান?

বেণী। ওঁদের বড় ক্লেশ হবে। ওঁদের আমি জামাই নই, ওঁদের আমি ছেলের অধিক। আমার মুখ চেয়ে ওঁরা ছেলের শোক ভুলেছেন। যাকে তাকে "এই আমার জামাই" বলে দেখিয়ে-

ছেন, শত মুখে সুখ্যাতি করেন। আমার শোক পুত্রশোকের অধিক লাগ্‌বে।

ভুবন। তুমি কেন অমন কচ্চ ? সবাই বল্‌চে—ভাল হবে।

বেণী। ভাল হই ভাল, আমার তো অসাধ নাই। কিন্তু উরুত কেটে কেউ বাঁচে না।

ভুবন। ওই তোমার এক কথা,ডাক্তাররা ব'লে গেল, আর তুমি এমন কচ্চ! প্রকাশ বাবু বলে, এমন হাজার হাজার লোক ভাল হয়।

বেণী। সে বেশ তো, আমি যা বল্‌চি—শোনো,—আমার বাপ ছিলেন না, আমার মা বে দিয়েই কাশীবাসী হয়েছেন। তিনি শ্বশুর ম'শায়কে ব'লে গিয়েছেন—"আমার ছেলে আজ থেকে তোমার।" সেই ইস্তক তিনি আমায় ছেলের অধিক দেখেন। তোমার মা আমায় মায়ের মতন যত্ন করেন। তুমি তাদের দেখো, তাদের দেখ্‌বার আর কেউ নাই। তোমার ছোট বোন বালিকা, আর তোমার ছোট ভাইটে তো অলবড্ডে, আর বিধবা জা,—তারা ছেলেমানুষ, কিছু জানে না। আমার ভাল মন্দ হ'লে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী অন্নজল পরিত্যাগ কর্‌বেন।

ভুবন। ওগো তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো, অমন বক্‌বে তো আমি উঠে যাবো।

বেণী। আমি ঘুমুবো—খুব ঘুমুবো, তুমি রেগো না, সে ঘুম আর ভাঙ্গাতে পার্‌বে না। যতক্ষণ জেগে থাকি, শোনো—তোমার নামে আমি উইল করেছি, বলেছিত পৈত্রিক সম্পত্তি ছেড়ে এসে ব্যবসাবাণিজ্য ক'রে যৎকিঞ্চিৎ হয়েছে, তাই থেকে আমি অনেক পৈত্রিক সম্পত্তি কিন্‌তে পেরেছি, এতে আমার বৈমাত্র

ভাইপো, খুড়তুতো ভাই এদের কোন অংশ নাই। তোমার নামে আমি সব উইল ক'রে দিয়েছি, প্রকাশ তার একৃজিকিউটার।

পাগল। বাঃ!—

বেণী। তোমার বাপকে একৃজিকিউটার কর্‌বো মনে ক'রেছিলুম, কিন্তু দেখ্‌লুম, তিনি শোকাতাপা, হয়তো দেইজীরা ঝগড়া কর্‌বে, তিনি নিরীহ মানুষ, অত জঞ্জাল তাঁর ঘাড়ে দিলুম না।

পাগল। বেশ!—

ভুবন। হ্যাঁগা, কাল সকালে ব'লো না।

বেণী। কাল সময় পাবো কখন? সকালে ডাক্তাররা এসে পা কাট্‌বে; আর সময় পাই কি না জানি না। প্রকাশ আমার কে—শোনো,—প্রকাশ অমার বন্ধু নয়, ভাইয়ের অধিক, তোমাকে সে ভগ্নীর চেয়ে স্নেহ করে।

ভুবন। হ্যাঁগা, প্রকাশ বাবুর পরিচয় আমায় কি দিচ্চ? আমাদের পাড়ার, ছেলেবেলা থেকে আমাদের বাড়ী আসে, কত আদর কর্‌তো, কতদিন আমার সঙ্গে খেলা করেছে, আমি প্রকাশ বাবুকে জানি নে।

বেণী। না—জানো না, আমি দু'তিন বার বিপদে পড়ি, প্রকাশ বাড়ী বাঁধা দিয়ে আমায় সাহায্য করেছে; দু'বার কঠিন ব্যায়রাম হয়, প্রাণ উৎসর্গ ক'রে আমার সেবা করেছে। তুমি জেনো, তোমার মুখপানে যদি কেউ চায়—আমার রাগ হয়, কিন্তু প্রকাশকে তোমার কাছে একৃলা রেখে আমি কাজে বেরিয়ে যাই। সে তোমার হ'য়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। ভাল গয়না কোথাও দেখ্‌লে জোর ক'রে কিনে আনে। প্রকাশকে তুমি আপনার জেনো, কারুর কথা শুনে তাকে পর ক'রো না। প্রকাশের যদি

স্ত্রী না থাক্‌তো, আমি সমাজ মান্‌তুম না, আমি প্রকাশকে অনুরোধ কর্‌তুম, তোমায় বিবাহ করে। যাক্ সে কথা— আমি তোমায় প্রকাশকে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

পাগল। মরি মরি!—

বেণী। কে ও?

ভুবন। সেই পাগ্‌লা, ও যাক্ না—ব'সে থেকে আর কি কর্‌বে?

বেণী। না না ও থাক্, আমি হৃদয়হীন কোল্‌কাতার রাস্তায় পড়েছিলুম, এ আমায় না তুলে আন্‌লে সেইখানেই ম'রে পড়ে থাক্‌তুম। ভাই, এদিকে এসো,—তুমি আমার কে ছিলে জানি না, তোমার কৃপায় আমি ভুবনকে দেখ্‌তে পেয়েছি।

পাগল। আর বন্ধুর হাতে হাতে স'পে দিতেও পার্‌বে।

বেণী। তুমি হৃদয়বান—পাগল নও, তোমার কথার ভাব আমি বুঝেছি, কিন্তু তুমি জানো না, আমার সে বন্ধু নয়।

ভুবন। ওর সঙ্গে কি বক্‌ছ?

বেণী। ওকে তুমি চেনো না, কি যত্নে আমায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে জান না, ওর ঋণ আমার জন্মান্তরেও শোধ হবে না। ও যদি কখনো আসে, পাগল ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রো না।

[পাগলের প্রস্থান।

(প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

ম'শায়, আবার কেন এত রাত্রে এসেছেন? আমি বেশ আছি, আপনি বাড়ী যান, নইলে আমার ঘুম হবে না।

প্রসন্ন। কই বাবা, এখন'তো ঘুমুতে পাচ্ছ না?

বেণী। এই ওষুধ খেয়ে এইবার ঘুমুবো,—আপনি আসুন।

প্রসন্ন। হ্যাঁ এই যাই বাবা! একবার দেখে যাচ্ছি।

বেণী। তা বেশ ক'রেছেন, কাল আর আপনি আস্‌বেন না, operation হবে, আপনি দেখ্‌তে পার্‌বেন না।

প্রসন্ন। না না—তা আস্‌বো না—তা আস্‌বো না।

বেণী। তা এখন আপনি যান,—আপনি থাক্‌লে আমি ঘুমুতে পার্‌বো না।

প্রসন্ন। চল্লুম—চল্লুম। তুমি এখন একটু ভাল আছ তো?

বেণী। আজ্ঞে হাঁ, আমি বেশ আছি। আপনি আসুন, বাড়ীতে খবর দেন গে—আমি আছি ভাল, তাঁরা আবার ভাব্‌ছেন।

প্রসন্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি আসি—আমি আসি।

[প্রস্থান।

বেণী। দেখ্‌ছ—পাগলের মত হয়েছেন, ওঁদের দেখ্‌বার আর কেউ রইলো না!

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। কি, এখনো বক্ বক্ কচ্ছ? না—আমায় আর বাড়ী যেতে দিলে না। আর ভুবন, তুমিও তো বেশ!

ভুবন। আমি কি কর্‌বো বলো? আমি বল্‌ছি ওষুধটে খেয়ে শোও, তা কিছুতেই শুন্‌বে না।

প্রকাশ। নাও তুমি উঠে যাও, আমি বস্‌ছি। তুমিও শোওগে। কিছু তোমার ভাব্‌না নাই। নাও বেণী, ওষুধ খাও।

বেণী। কেন ঘুমের জন্য ব্যস্ত হচ্চ? পা কাটিয়ে অঘোরে ঘুমুবো, আর ঘুমুতে কাউকে বল্‌তে হবে না।

প্রকাশ। তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, সৃষ্টির লোক্‌কে কাঁদান কেমন তোমার অভ্যেস! যা হবার তা হবে, তুমি এখন স্থির হও।

বেণী। আমার আর একটী কথা, ভুবনকে তুমি দেখ্‌বে ?

প্রকাশ। গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌বো না কি বল ? ভুবন আমার তোমার দেখ্‌তা নয়। যখন তোমার বে হয় নাই, তখন থেকে আমি ভুবনকে জানি, তা তো জানো ? আমি তিনটে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়ে দিয়ে, তোমার সঙ্গে জোর ক'রে বে দিয়েছিলুম। এ তো তোমায় কতবার বলেছি।

বেণী। আমার মতন ক'রে দেখো,—ও কখনো কোন দুঃখ জানে না, একেবারে মাথায় বজ্রাঘাত হবে—একেবারে অনাথা হবে। তুমি দেখো, বল—দেখ্‌বে ?

প্রকাশ। হাঁ দেখ্‌বো। এই ওষুধটা খাও।

বেণী। আমি তোমায় প্রকাশকে সঁপে দিয়েছি, প্রকাশকেও তোমায় সঁপে দিচ্চি। প্রকাশকে ভায়ের মতন দেখ্‌বে। ওর সম্পদ তোমার সম্পদ, ওর বিপদ তোমার বিপদ, ওর স্ত্রী তোমার ভগ্নী, ওর ছেলে তোমার ছেলে। আমি চোখ বুজ্‌লে প্রকাশ ছাড়া তোমার কেউ নাই। তোমার বাপ-মা তোমায় স্নেহ করেন, কিন্তু তোমার অন্তরের ব্যথা বুঝ্‌বেন না, প্রকাশ বুঝ্‌বে ; ওর কাছে কোন কথা গোপন করো না। ও বড় যত্ন জানে—তোমায় বড় যত্ন কর্‌বে। ভাই প্রকাশ, তোমায় আমার কিছু বল্‌বার নাই, তুমি আমার মন বোঝো, তুমি যদি না থাক্‌তে, আমার মৃত্যু আরো ক্লেশকর হ'তো! তোমার মুখ দেখে, আমার মনে শান্তি হচ্চে,—আমার ভুবনকে দেখ্‌বার লোক রইল'।

প্রকাশ। ভাই, তুমি বড় বিপদ কর্‌লে, ওষুধটে খাও।

বেণী। দাও। (ঔষধ সেবন করিয়া) ভুবন, তুমি আমার এক পাশে বসো,—প্রকাশ এক পাশে বসো। তোমরা কথা কও, ভুবনকে ভরসা দাও, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমুই।

ভুবন। এই যে আমরা ব'সে আছি। আবার চাইচো কেন? চোখ বোজো। এই যে আমি তোমার গায়ে হাত দিয়ে র'য়েছি।

(পাগলের পুনঃ প্রবেশ)

পাগল। আহা—আমার অমন বন্ধু নাই।

ভুবন। তুমি আবার কেন এয়েছ?

প্রকাশ। না না আসুক, ও বড় সেবা করে। (পাগলের প্রতি) কেন ভাই, আমি তোমার বন্ধু। তুমি বেণীকে রাস্তা থেকে এনেছ, আমাকে কিনে রেখেছ।

পাগল। আমার বন্ধু হ'য়ে কি কর্‌বে? আমার যুবতী মাগও নাই, টাকাও নাই। এইবার পাগ্‌লাকে ভাল লাগ্‌বে না। আমি চল্লুম, কিন্তু পাগ্‌লার কথাটা একটু ঠাউরে দেখো।

[পাগলের প্রস্থান।

ভুবন। ও পাগল—ওর কথায় কি ভাব্‌ছ?

প্রকাশ। ভাবি নি, বাঁচাতে পারি তবেই,—বড় বেশী দায়িত্ব বটে।

ভুবন। (ইঙ্গিত করিয়া) চুপ!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ দরদালান ।

পার্ব্বতী ।

(চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

চিত্তেশ্বরী । ওগো গিন্নি, দক্ষিণে নিয়ে এসে বসো, শান্তিজল নেবে । তোমার ছোট মেয়েকে, ছেলেকে আর বউকে ডাকো, ক'জনে ব'সে শান্তিজল নাও ।

পার্ব্বতী । বউমাকে ডাক্‌ছি—ঠাকুরঘরে আছে, ছোট মেয়ে তো বাড়ীতে নেই, এই শোকতাপের সংসার দেখে, সেটা ভায়ের শোকে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিল, তাই তার মামারা নিয়ে গিয়েছে । ছেলে কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে ।

চিত্তে । তবে তোমরা এসো, তোমার ছেলেমেয়ের হ'য়ে তুমিই শান্তিজল নেবে এখন । তোমার কাজ চৌচাপটে হ'য়ে গিয়েছে । হোমের আগুনের শিখে সোণার বর্ণ হ'য়ে এক-তালা অবধি উঠেছিল, আমি ভাব্‌লুম—কড়ি ধরে । শুভো ব'সে নাগাল পায় নাই, দাঁড়িয়ে উঠে আহুতি দিয়েছে । এমন শান্তি আর কারো বাড়ীতে হয় নাই ।

পার্ব্বতী । হ্যাঁ মা, কাল রাত থেকে যে সবাই বড় ভয় পেয়েছে শুন্‌চি । কর্ত্তা আজ ভোর না হ'তে হ'তে চ'লে গিয়েছে, তিনটে বাজ্‌তে চল্লো, এখনো ফির্‌লো না, আমার বুক কাঁপ্‌ছে মা !

চিত্তে। কিছু ভয় নাই—কিছু ভয় নাই, খবর আন্‌তে পাঠাও, এতক্ষ ণ তোমার জামাই উঠে বসেছে। ওই শান্তিজল দিতে ডেকেছি, সে আস্‌ছে। কাল আবার এসে পূর্ণ ঘড়ায় শান্তি কর্‌বে। যাও গিন্নি, দক্ষিণে নিয়ে এসো।

পার্ব্বতী। মা, আমার প্রাণের ভেতর কেমন হু হু ক'রে উঠ্‌ছে, মনে হ'চ্চে যেন আমার মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌বে। শুভ হ'লে এমন হচ্চে কেন মা!

চিত্তে। ও ভয়েই জয়—ভয়েই জয়! তুমি দক্ষিণে আনো। বামুণ উপোসী আছে, গিয়ে হবিষ্যি কর্‌বে, সন্ধ্যে হ'লে আর হবে না।

পার্ব্বতী। হ্যাঁ মা, শুভ হবে তো?

চিত্তে। শুভ হবে না! ওর এমন শান্তি নয়। ওর নাম শুভঙ্কর, যেখানে শান্তি কর্‌বে, সেইখানে শুভ হবে।

(শুভঙ্করের প্রবেশ)

শুভ। আমি কাল এসে দক্ষিণে নেবো আর শান্তিজল দিয়ে যাব। আজ এখন চল্লুম—তোমার জামাই-বাড়ী শান্তিজল দিতে।

পার্ব্বতী। দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও, আমি দক্ষিণে এনে প্রণাম করি।

[পার্ব্বতীর প্রস্থান।

শুভ। আরে নে স'রে আয়, গতিক বড় খারাপ! চাকর বাকরেরা কি কাণাকাণি কচ্চে।

চিত্তে। দাঁড়ানা—এই আন্‌লে।

শুভ। না—না, ঐ শোন্‌,—বাইরে কি গোল হচ্চে শোন্‌,—পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়! যা পেয়েছি সেই ভাল, আমি হরে ভারীকে আট আনা পয়সা কব্‌লে এনেছিলুম, সব সরিয়েছি।

চিন্তে। আর ঘিয়ের কলসী দুটো ?

শুভ। আর রাখ্ তোর ঘিয়ের কলসী।

নেপথ্যে প্রসন্ন। গিন্নি—গিন্নি –

শুভ। ঐ দ্যাখ্ মজালে ! আজ বুঝি মার খেয়ে বিদেয় হ'তে হয়।

(পার্ব্বতীর পুনঃ প্রবেশ)

পার্ব্বতী। এই বাবা দক্ষিণে নাও। [দক্ষিণা দিয়া প্রণাম করণ।

(প্রসন্নকুমার ও ভুবনমোহিনীর প্রবেশ)

প্রসন্ন। গিন্নি, শাস্তি কচ্চ ? এই নাও—সব শাস্তি ক'রে তোমার ভুবনকে এনেছি।

পার্ব্বতী। ওমা আমার কি হ'লো গো ! (মূর্চ্ছা)

(নির্ম্মলার বেগে প্রবেশ)

ভুবনমোহিনী ও নির্ম্মলা। মা—মা—

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি, মাথাটা কোলে নাও, আমি জল আনি।

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

ভুবন। (পার্ব্বতীকে কোলে টানিয়া) মা—মা—

প্রসন্ন। ডেকো না ভুবন—ডেকো না—মরে যদি—ম'রে বাঁচুক !

(জল লইয়া নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ)

বউ মা, কেন মুখে জল দিচ্ছ ? ম'রে জুড়ুক ! এ বড় জ্বালা মা—বড় জ্বালা ! আধ পোড়া হ'য়ে আছে, ম'রে শীতল হোক ! (শুভঙ্করের প্রতি) কে তোম্‌রা—শাস্তি ক'র্‌তে এসেছ না কি ? শাস্তি হয়েছে তো ! আর কেন বাবা—আর হেতায় কেন ?

শুভ। অঁ্যা—অঁ্যা—

প্রসন্ন। ভয় নাই—ভয় নাই—তোমাদের অপরাধ নাই।

[শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরীর প্রস্থান।

পার্ব্বতী। (মূর্চ্ছান্তে) মা—মা—ওমা—কি হ'লো গো!—ভুবন—ভুবন মা আমার—কি হ'লো! আমার সোণার ভুবনের কি হ'লো গো! ও মা আমার বাবাকে কোথায় রেখে এলি! ওগো কি রাক্ষসী জন্মেছি গো! সৃষ্টি খাবো না কি গো? কি হলো গো—কি হলো!

প্রসন্ন। খুব কাঁদো—যত পারো কাঁদো। চেষ্টা করো—কাঁদ্‌তে পারো দেখ! দেখ' দেখ' কেঁদে যদি একটু শীতল হও! আমার চ'খে কান্না নাই—শরীরে জল নাই—আগুনে শুকিয়ে গেছে!—কেবল আগুন—কেবল আগুন—ধূ ধূ জ্বল্‌ছে—কিন্তু পুড়িয়ে ছাই করে না!

পার্ব্বতী। ওগো আমার বেণীকে কোথায় ভাসিয়ে দিলে গো! আমার বড় সাধের জামাই যে গো! আমি যে সুশীলের শোকে পড়েছিলুম, বেণী আমার মুখে জল দিয়েছে গো! ওগো কি হ'লো গো—কি হ'লো!

ভুবন। মা মা—আমাকে দেখ'! (ক্রন্দন)

প্রসন্ন। না না চক্ষু বুজে থাকো। তুমি আমার মতন কঠিন নও, চোখ ঠিক্‌রে পড়বে! আর চেয়ো না, পৃথিবী দেখো না। যা হবার হোক, কাণে কিছু শুনো না—কিছু দেখো না—কিছু শুনো না,—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা!

পার্ব্বতী। ওগো তুমি যে বল্‌লে—বেণীর চিকিৎসা করাচ্চ! কি

চিকিৎসা করালে—আমার বেণীকে এনে দাও! কি চিকিৎসা করালে—কি চিকিৎসা করালে!

প্রসন্ন। সে কথা শুন্‌বে ? শুন্‌বে—শুন্‌বে ? শোনো তবে,—ডাক্তার ডাকিয়ে বাছার পা কাটালুম, রক্ত ছুটে বুঝি গঙ্গার তীরে গেল!—সেই রক্তে বেণীকে ভাসিয়ে দিলুম! চক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছি, মূর্চ্ছা যাই নাই,—মৃত্যু হয় নাই! মরণ নাই, পাষাণ—পাষাণ—বুক আমার পাষাণ! এই দেখ—এই দেখ—

[বক্ষে করাঘাত করণ।

নির্ম্মলা। বাবা, বাবা—কি করো—কি করো ?

প্রসন্ন। কেন মা ভয় পাচ্ছো ? এই দেখ না পাষাণ—পাষাণ! নইলে তোমার এই দশা, ভুবনের এই দশা,—আমি তো রয়েছি! (পার্ব্বতীর প্রতি) কি দেখ্‌ছ—কি দেখ্‌ছ ? আমার কি ইচ্ছে হচ্চে জানো ?—তোমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলি! এ যন্ত্রণা তোমায় না সইতে হয়!

নির্ম্মলা। মা মা তুমি উঠ—বাবাকে ঠাণ্ডা করো, তোমার শোক ফেলে দাও মা! সর্ব্বনাশ হ'চ্চে দেখ্‌ছ না মা! বাবা, তোমায় কিন্তু বক্‌বো, তুমি অমন করো না।

প্রসন্ন। মা আমার—মা আমার—বড় যন্ত্রণা! ওহো হো! বাপ আমার, তোমায় কেটে মেরে ফেল্‌লুম! আহা হা!—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ।

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী।

প্রকাশ। গরীব গুর্ব্বোদের যেমন দিতেন থুতেন, সমিতি-আশ্রমের যা চাঁদা দিতেন, তা ঠিক আছে। তোমার শ্বাশুড়ী কাশীতে আছেন, তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, অতিথ-সেবা করেন, তার বন্দোবস্ত উইলে আছে। তবে এইটুকু কাঁচা ক'রে গেছে, আমার বারণ শুন্‌লে না, বেণীর বৈমাত্র ভাইপো আর দেইজীরা বেণী যেমন মাসোহারা দিচ্ছিলেন সেই রকম পাবে—একথা মুখে রেখে গেলেই হতো; উইলের ভেতর রেখেই ওদের বিষয়ের উপর একটা দাবী রেখে গেল। শুন্‌তে পাই, এই সূত্র ধ'রে তারা একান্নভুক্ত ব'লে নালিস কর্‌বার উদ্যোগ কচ্চে; তা করুগ—আমি ভাবি নে। কিন্তু ভাব্‌চি—

ভুবন। আর কি ভাব্‌ছ?

প্রকাশ। কি ভাব্‌ছি? বেণী তো তোমার ভার আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

ভুবন। আর কে আমায় দেখ্‌বে? বাবা তো পুত্রশোকে, জামাইয়ের শোকে একেবারে পাগলের মতন হ'য়েছেন।

প্রকাশ। কি ভাব্‌ছি—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। মকদ্দমা-মামলা নিয়ে, বিষয়

বন্দোবস্ত নিয়ে তোমার সঙ্গে হামেসা দেখা কর্‌তে হবে। তুমি যুবতী, আমারও বয়েস ঢ'লে পড়ে নি। আমি নিন্দুক লোককে বড় ভয় করি।

ভুবন। তুমি সে ভয় করো না, যে যা বলে বলুক্।

প্রকাশ। আমি আমার জন্য ভাবি নে। তোমার নামে যদি কলঙ্ক রটে, আমার বজ্রের মত বাজ্‌বে।

ভুবন। প্রকাশ বাবু ঠিক বলো, আমার ভার কি তোমার বেশী বোধ হচ্চে ? তোমার আসা-যাওয়া তো নূতন নয় ? তোমার স্ত্রীর সঙ্গে—তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে গিয়ে থিয়েটার দেখে এসেছি। সে কাজে যেতো, তোমাতে আমাতে সমস্ত দিন দু'জনে ব'সে কথাবার্ত্তা করেছি।—তুমি হারমোনিয়াম বাজিয়েছ, আমি গান করেছি, আজ কেন তুমি আমায় কলঙ্কের ভয় দেখাচ্চ ?

প্রকাশ। তোমার ভার নেওয়া আমার অমত, কি বলো ভুবন ? আমার অন্তরে তোমার কোথায় স্থান, তা তুমি জানো না! তবে পাছে তোমার নিন্দা হয়—এই ভয় করি।

ভুবন। তুমি সে ভয় ক'রো না।

প্রকাশ। তুমি অভয় দিলে আর আমার ভয় কি।

ভুবন। তুমি অমন গম্ভীর হ'য়ে কথাবার্ত্তা কইচ কেন ?

প্রকাশ। যাক্, সে কথা তো চুকে গেলো,—আজ আর তো মাথা ধরে নি ?

ভুবন। একটু টিপ্‌-টিপিনি সুরু হয়েছে।

প্রকাশ। এই বেলা অডিকলন দাও না ? কই শিশিটে কোথায় ? (তাক হইতে শিশি লইয়া) নাও, ভাল ক'রে মাথায় দাও। আজ মালীয়ে ফুল দিয়ে যায় নাই ?

ভুবন। না,—আমি বারণ ক'রে দিয়েছি।

প্রকাশ। কেন? ফুলের তোড়ায় দোষ কি? ফুল প্রকৃতির নির্ম্মল আদর্শ।

ভুবন। ফুলটুল ঘরে রাখ্‌লে লোকে নিন্দে করবে।

প্রকাশ। কেন—কি নিন্দে? তুমি কি মনে করেছ—তুমি এক বস্ত্রে হবিষ্যি ক'রে ভূমিশয্যায় দিন কাটাবে—সেই আমি দেখ্‌বো? না, তা আমি দেখ্‌তে পারবো না। যতক্ষণ তুমি আছ, আমি জানবো—সেই বেণী আছে। আমি সেই বেণীর ঘর যেমন ছিলো, তেম্‌নি দেখ্‌তে চাই। নইলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না। তোমায় কুৎসিতা কুরূপা দেখ্‌লে আমি বেণীর শোক ভুলতে পারবো না।

ভুবন। না—না—ছিঃ ছিঃ—আমার কি এখন ও সব সাজে!

প্রকাশ। সাজে না?—আমি বন্ধু ব'লে এ কথা বল্‌ছ, তোমার মার কাছে এ কথা বল্‌তে পারবে? পবিত্রতা—মনে। অনেক কুচরিত্রার বাহ্যিক বিধবার আচার থাকে, সে তাদের কলুষিত মনের আবরণ মাত্র। তুমি ফুলের ন্যায় নির্ম্মল, তোমার সে আবরণের আবশ্যক নাই। তোমায় ফুলের মতন চিরদিন দেখ্‌বো, এই আমার সাধ, এ সাধে আমায় বঞ্চিত করো না। মনে ক'রে দেখ,—তুমি যখন বালিকা, তখন আমি তোমায় কুৎসিত সাজে দেখ্‌তে পারতুম না, আমি নিজে তোমায় সাজিয়ে দিয়েছি। তোমার একদিন বেশ-ভূষার ত্রুটি দেখ্‌লে বেণীকে ধম্‌কেছি—তোমাকে ধম্‌কেছি। তোমায় কুরূপা দেখ্‌লে আমার মনের প্রতিমা কুরূপা হবে।

ভুবন। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমার ছোট ভগ্নীর কাল বে—শুনেছ কি?

প্রকাশ। হ্যাঁ, নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছে। তোমার বাপ ভালই করেছেন। তবু নূতন জামাই নিয়ে কতকটা ভুলে থাক্‌বেন। বড়ই শোক পেয়েছেন। আমায় সেথায় থাক্‌তে হবে, দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে।

ভুবন। আমি সেখানে গিয়ে কেমন ক'রে কালামুখ দেখাবো, তাই ভাব্‌ছি।

প্রকাশ। একবার যেতে তো হবে। তুমি দিবারাত্র ভেবো না, নিশ্বাস ফেলো না। ঐ সব ক'রেই তোমার মাথা ধরে, আমি চল্লুম। কাল তোমার বাপের বাড়ীতেই হয় তো দেখা হবে। তুমি এখন কি কর্‌বে ?

ভুবন। আমি একজনকে বলেছি, তার গান শুন্‌বো।

প্রকাশ। কার—হরমণির ? তা শুনো,—সে সব সেকেলে গান। আমি মনে কচ্চি—তোমায় একটা গ্রামোফোন এনে দেবো। অতি চমৎকার গ্রামোফোনের উন্নতি হয়েছে। নূতন যে সব গানের রেকর্ড আমদানি হয়েছে, সে সব বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভুবন। আর গ্রামোফোন কি হবে ?

প্রকাশ। কি হবে—একলা ব'সে ব'সে ভাব্‌বে ? তা হবে না। আমার পরিবার বলেছে, সে এর ভেতর একদিন এসে তোমায় থিয়েটারে টেনে নিয়ে যাবে। আসি।

[প্রস্থান।

ভুবন। ঘরটী মনের মতন ক'রে সাজিয়েছিলুম। আর কার জন্য! না, যেমন সাজানো ছিলো—তেম্‌নি রেখে দেবো। আমি ফুলের তোড়া আন্‌তে ব'লে দেবো।

(হরমণির প্রবেশ)

হর। মা, এই ঘরটী বুঝি সাজিয়ে-গুজিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে দেবে? এক একবার স্নান ক'রে এসে স্বামীর ছবি প্রণাম ক'রে যাবে? তা বেশ—বেশ! স্বামি-পূজার জন্যে বুঝি সুগন্ধ এনেছিলে? কিন্তু বড় ঝাঁজ।

ভুবন। হ্যাঁ হ্যাঁ—

হর। এ ঘরটী যেন তোমার ঠাকুর ঘর হ'লো, এখানে তো কারুকে আস্‌তে দেবে না। তুমি তো তোমার আলাদা ঘর করেছ—যখন এখানে আস্‌বে—তখন তুমি সধবা, নইলে তুমি অদৃষ্ট দোষে বিধবা হয়েছ—বিধবার মতই তো থাক্‌বে? সেই ভাল—সেই ভাল।

ভুবন। কই—তোমার মেয়েগুলি আসে নি?

হর। তারা গাড়ীতে আস্‌ছে, অনেকগুলি সোমত্ত হয়েছে, তাদের তো আর হাঁটিয়ে আন্‌তে পারি নি। তাদের বে দিতে পারি নাই। বিধবাকে যেমন সাবধানে রাখ্‌তে হয়, যুবতী কুমারীকেও তেম্‌নি সাবধানে রাখ্‌তে হয়। তুমি তো সব জানো মা, বিলাস তো বিধবার নয়, অবিবাহিতা যুবতীরও নয়। তবে যেখানে গাইতে নিয়ে যাই, সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যাই,—যেমন তুমি মা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে তোমার স্বামীর ঘরে এসেছ। বড় সাবধানে রাখি। যার পুরুষের আশ্রয় নেই, তারে সদাই সতর্ক থাকৃতে হয়, সদাই কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়, শত্রুর মত বিলাস ত্যাগ কর্‌তে হয়। পোড়া বিলাসই দুষমন্ ডেকে আনে মা, তাই মা সদাই সতর্ক থাকি—মেয়েগুলিকে কাজকর্ম্মে জোড়া রাখি। রোগীর শুশ্রূষা, অতিথ সেবা—এই সব শেখাই। আহা, যার স্বামীর আশ্রয় নাই, বিলাসবর্জ্জিত হ'য়ে অনাথসেবাই তার আশ্রয়।

ভুবন। কই গো—এখনো যে তোমার মেয়েগুলি আস্‌ছে না ?

হর। এই যে আস্‌ছে।

(হরমণির পালিতা কন্যাগণের প্রবেশ ও ভুবনকে নমস্কার করণ)

ভুবন। ব'সো—ব'সো, একটু জিরোও।

১মা কন্যা। জিরোবো কেন মা ? আমরা তো গাড়ীতে এসেছি। আজ্ঞা করুন—গাই। (হরমণির প্রতি) কি গান গাব মা ?

হর। কাল যে'টা শিখেছ—গাও।

(কন্যাগণের গীত)

কুসুমে আমার নাহি অধিকার,
কেন বা কুসুম তুলিব আর,
যতনে কুসুম করিয়ে চয়ন—
সোহাগে সাজিব—সোহাগে কার।
তাম্বুল-রাগ অধরে, রঞ্জিব কার আদরে,
কি কাজ মুকুরে—মিলিবে না তার
নয়নে নয়ন লালসার।
কি কাজ মোহন বেশে,
উরু-চুম্বিত চারুকেশে,
নাহি তো কান্ত, কেন সীমন্ত
যতনে সরল করি মিছার।
কেন সৌরভ মাখি অঙ্গে,
গেছে গৌরব তার সঙ্গে,
দুগ্ধ কেন শয্যা—সজ্জা—
সে বিনা সকলি হেরি অসার।

ভুবন। আজ তোমরা এস মা। আমায় বাপের বাড়ী যেতে হবে। আমার ছোট বোনটীর বিয়ে।

হর। শুন্‌ছি না কি মা, তোমাদের বউএর ভায়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন ?

ভুবন। হ্যাঁ—তারা মানুষ ভাল। আর বাবা মনে করেছেন, বে দিয়ে বউকে আর মেয়েকে সেখানে রেখে দিনকতক মাকে নিয়ে বেড়িয়ে শোকটা একটু নিবৃত্তি কর্‌বেন। আর ভাইটী আমার কাছেই থাকুক আর মামার বাড়ীতেই থাকুক, যেখানে হয় থাক্‌বে।

হর। মা, তোমার কাছে কি! তোমার তো শ্বশুর-শাশুড়ী দেখি নাই, তোমায় তো একজনের কাছে থাক্‌তে হবে। তোমার এই সোমত্ত বয়েস, এই রূপ, তোমার তো একা থাকা ভাল দেখায় না। এক্‌লা থেকো না মা, কাঙ্গালের এই কথাটী নিয়ো। জেনো মা, পোড়া কলির দৃষ্টি বিধবার উপরই বেশী। দেবতার মতন সেজে কলির চেলারা বিধবার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে চার্‌দিকে ফেরে। এই মানুষই দেবতা আর এই মানুষই মা কলির চেলা। কাঙ্গালের কথা মনে রেখো মা। তবে মা, আজ আমরা আসি।

ভুবন। এসো বাছা এসো—এই টাকা নাও।

হর। আর একদিন ভাল ক'রে গেয়ে নিয়ে যাবো।

ভুবন। না না, তোমার অতিথ-সেবার জন্য নাও।

হর। দাও মা, মাথায় ক'রে নিয়ে যাই।

[নমস্কার করিয়া হরমণি ও কন্যাগণের প্রস্থান।

ভুবন। বিধবার কি লাঞ্ছনা! ভিখারী মাগীও দু'কথা ব'লে যায়, কান পেতে শুন্‌তে হয়। বিধবা যেন চোর, সদাই ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হবে। এ শাস্ত্র তো কই মাগ্‌ ম'লে নাই? প্রকাশ বাবু ঠিক বলে,—যাদের বিধবাকে চিতের আগুনে পুড়িয়ে মার্‌বার নিয়ম, তাদের শাস্ত্রে আর কি হবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নকুমারের বহির্ব্বাটীস্থ পূজার দালান।

(প্রসন্নকুমার, শ্যামাদাস, বটকৃষ্ণ, ঘটক, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ)

১ম বরযাত্রী। বড় চমৎকার সেজেছে—যেমন বর—তেমনি ক'নে!

প্রসন্ন। ভাই আশীর্ব্বাদ করো, বেঁচে থাক্। যে বরাত!—

শ্যামাদাস। সত্য ভাই, কি অদৃষ্টই আমরা করেছিলুম, গিন্নী এক হাতে চোখ মুছেছে, এক হাতে বর সাজিয়েছে! আজ বড়ই আনন্দ হ'তো, কিন্তু আনন্দ কি নিরানন্দ, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি নে!

প্রসন্ন। ভাই তোমার উপর সব ভার, আমি ফুলশয্যার পরদিনই গিন্নীকে নিয়ে বেরিয়ে যাব। আমি বাড়ীতে আর টিক্‌তে পাচ্ছি নে। তোমার উপর সকল ভার। এখন তোমার মেয়ে, তোমার বউ—তুমি দেখো।

শ্যামাদাস। বেয়াই, দেখ্‌তে শুন্‌তে কি আর ইচ্ছা করে! এমন জান্‌লে কি আর সংসার-ধর্ম্ম কর্‌তুম!

প্রসন্ন। যা বল্লে বেয়াই, বড় ঝক্‌মারি হয়েছে—বড় ঝক্‌মারি হয়েছে! যমের যন্ত্রণার চেয়ে আর যন্ত্রণা নাই।

ঘটক। আজকের দিনে ও সব কথা রাখুন। পাত হচ্ছে, দু'বেইয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ান। কই নাপিত কোথা গেল? বরকে আনুক, পঙ্‌ক্তিতে ব'সে খাবে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বাবু! গিন্নীমা শিগ্‌গির ডাক্‌ছেন। জামাইবাবু হাত-পা ধু'তে গিয়ে আর উঠ্‌তে পাচ্চেন না। হাতে মাটি কর্‌তে পারেন নাই —সেখানেই শুয়ে পড়েছেন—হাতে পায়ে খাল ধর্‌ছে।

প্রসন্ন ও শ্যামাদাস। অ্যাঁ অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ !

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

১ম বরযাত্রী। তাই তো হে—কি বিভ্রাট ! ওহে স'রে পড়ি এসো।

২য় বরযাত্রী। একখান গাড়ী যোগাড় হবে তো ?

[বরযাত্রীগণের প্রস্থান।

ঘটক। দেখ'—ওলাউঠো হ'বার আর সময় পেলে না ! আমার বিদেয়ের দফা গয়া।

বট। আঃ—খাওয়া দাওয়াটা দেখ্‌ছি ভেস্তে গেল !

(প্রকাশ ও ডাক্তারের প্রবেশ)

প্রকাশ। ডাক্তার, তোমায় আজ আর আমি বাড়ী যেতে দেবো না।

ডাক্তার। আমি কি কর্‌বো বল ? True Asiatic Cholera, এক ভেদে যখন নাড়ী ছেড়ে গেছে, তখন চিকিৎসায় কি কর্‌বে ! আমি তো এ রকম Case একটাও ভাল হ'তে দেখি নাই।

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্রবোধ। প্রকাশবাবু—প্রকাশবাবু, ডাক্তারবাবুকে শীগ্‌গির নিয়ে আসুন, জামাই বাবু কি রকম ক'চ্চেন।

ডাক্তার। তবেই হ'য়েছে।

প্রকাশ। চল, চল—

ডাক্তার। আর চ'লে কি কর্‌বো।

[ডাক্তারের অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান।

প্রকাশ। (জনান্তিকে প্রবোধের প্রতি) প্রবোধ, তোমার বড়দিদিকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ো ; ব'লো—প্রকাশ বাবু রোগীর কাছে

থাকৃতে বারণ করেছে। তার বড় অসুখ যাচ্চে জানো। আমি বারণ করেছি ব'লো—সেখানে থাকৃতে দিয়ো না।

[প্রকাশ ও প্রবোধের প্রস্থান।

বট। আর থাওন দাওন কবৃবে না। পাতা হচ্ছিল !

ঘটক। আরে নাও নাও, আমার বিদেয়টা মাটি হলো।

বট। আঃ—মরবার আর সময় পেলে না ! আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ! নেসা হয়েছে, ভেবেছিলুম—খানিকটা ক্ষীর খাবো।

নেপথ্যে ডাক্তার। আর কি ওষুধ লিখ্‌বো, gasp কচ্চে, দু'মিনিটের ভেতর মারা যাবে।

ঘটক। ক্ষীর খেয়ো এখন—ঐ শোনো,—লক্ষীছাড়া বাড়ী !

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সর্ব্বেশ্বরের বহির্ব্বাটীস্থ ঘেঁচীর কক্ষ।

সর্ব্বেশ্বর ও ঘেঁচী।

ঘেঁচী। বাবা, তুমি খুব কুলীন বামুন আছ, যদি চার ফেল্‌তে পারো দেখো।

সর্ব্বে। আর চার ফেল্‌বো কোথা ? জামাইটের খাট এলো, তবু ম'রেও ম'লো না।

ঘেঁচী। ওদিকে কিছু হবে না, ওদিকে কিছু হবে না। ও, কেশে কেশে এখনও বিশ বছর বাঁচ্‌বে। তুমি দেখ'—প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের

ছোট মেয়েটা বের রাত্রেই রাঁড় হ'য়েছে, তুমি তদ্‌বির করো, যদি ওর মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বে দেয়।

সর্ব্বে। হাঁ হাঁ শুন্‌চি শুন্‌চি, প্রকাশ বাবুকেও নাকি বলেছে।

ঘেঁচী। তুমি শুন্‌বে আর কি, আমি তোমায় ঠিক খবর দিচ্চি। মনের খেদে বলেছে,যদি সাত বার বিধবা হয়, সাত বার বে দেবো।

সর্ব্বে। বটে—বটে—ঘটক পাঠাব না কি ?

ঘেঁচী। না—না, যা ফন্দী বল্‌ছি শোনো ;—প্রকাশ বাবুর কাজ করো, তোমার প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তো আলাপ আছে, গিয়ে খুব দুঃখ ক'রো। বল্‌বে—"আহা এমন মেয়েটীও বিধবা হ'লো। আমার যদি মেয়ে হ'তো, আমি কিছু মান্‌তুম না, ফের বিয়ে দিতুম। যদি ভাল বর পাও, কারুর কথা শুনো না, ফের মেয়ের বে দাও।" আরও বল্‌বে—"আমার ছেলেটা যে ভাল লেখা-পড়া জানে না, তা হ'লে জোর ক'রে তোমার মেয়ের সঙ্গে বে দিতুম। দেখ্‌তুম কে কি বলে!" বুঝেছ ? এই কথাগুলি পাখী-পড়ার মতন শিখে যাও।

সর্ব্বে। কেন—তুই তো খুব ইংরিজি শিখেছিস্‌ ?

ঘেঁচী। ঐ এদিক ওদিক সিগারেট মুখে দিয়ে দুটো বোল ঝাড়ি, তাই বুঝি মনে ক'রেছ—ছেলে লায়েক। ছেলের বিদ্যে জাহির ক'রো না, মূর্খ ছেলে ব'লো ; তা'হলে সে আপনা হ'তে ব'ল্‌বে—বিলেত পাঠাব, বিলেতে লেখাপড়া শেখাবো।

সর্ব্বে। দাঁও লাগ্‌লে হয়—দাঁও লাগ্‌লে হয়।

ঘেঁচী। তুমি লাগাতে পার্‌লে ঠিক লাগ্‌বে। সে এক রকম পাগলের মত হয়েছে শুনেছি। মিথ্যে কথা ক'য়ো না। ঐ রোগটী চাপ্‌তে হবে। সে বড় খাটি লোক—খুব দরদ জানাবে।

পারবে তো ? না,—আমি নিজেই যাচ্চি। তোমার নাম ক'রেই বল্‌বো—"বাবা জান্‌তে পাঠালেন—আপনি কেমন আছেন ?" আমি ঠিক জমি চ'সে আস্‌বো, তারপর তুমি না ভড়্‌কাও।

সর্ব্বে। আচ্ছা—আচ্ছা—তাই তুই যা, তাই তুই যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নকুমারের ভোজন-কক্ষ।

প্রসন্নকুমার, নির্ম্মলা ও পার্ব্বতী।

প্রসন্ন। এত কে খাবে ?

নির্ম্মলা। বাবা যা পার খাও, ক'দিন তো ভাত মুখে কর্‌তে পাচ্ছ না। মাছ ছেড়ে দিয়েছ, মাছ খাওয়া অভ্যেস, পেটের অসুখ না হ'লে হয়।

প্রসন্ন। তোমরা মাছ খাবার আর যো রাখ্‌লে কৈ বাছা ? এই যে রাক্ষসের মত খাচ্চি—এই ঢের। প্রমদা কি খায় ? রাত্রে সেও নাকি তোমার মতন লুচি টুচি খেতে চায় না ?

নির্ম্মলা। আমি বলি তুই ছেলে মানুষ, খা ; তা লুচি পাতে দিলে উঠে যায়, ফলটল খেয়েই থাকে।

প্রসন্ন। সে কোথায় ?

পার্ব্বতী। সে শুয়েছে।

প্রসন্ন। এত সকাল সকাল শুয়েছে কেন, অসুখ বিসুখ হয়নি ত ?

পার্ব্বতী। না।

প্রসন্ন। প্রমদা—প্রমদা—

পার্ব্বতী। আস্‌চে।

(প্রমদার ধীরে ধীরে প্রবেশ)

প্রসন্ন। আয়, এইখানে বোস,—আমি হাতে ক'রে লুচি দিচ্চি খা। (দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রমদার বসিয়া পড়ন) কি অমন কচ্চিস্ কেন? তোর যে একেবারে মুখ-চোখ চুপ্‌সে গেছে। কিছু খাস্‌নি নাকি? ও—আজ একাদশী!—(উঠিয়া পড়ন)

পার্ব্বতী। উঠো না—উঠো না!

প্রসন্ন। না, দুধের মেয়ে—এক ফোঁটা জল খেতে দাও নি। নেতিয়ে পড়েছে, চল্‌তে পাচ্চে না, ব'সে প'ড়লো, আর আমি খাব বৈ কি!

নির্ম্মলা। বাবা, অদৃষ্টের লেখা তুমি কেমন ক'রে মুছ্‌বে?

প্রসন্ন। এ কি যন্ত্রণা! আগে চিতেয় চেপে ধ'রে যে পুড়িয়ে মারতো, সে যে ছিলো ভাল! দিন দিন একি যন্ত্রণা! সন্তানের দিন দিন এ কষ্ট কি ক'রে দেখ্‌বো! এই কি হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম! এই কি লোকাচার, এই কি হিন্দুর কোমলতা! এ অধর্ম্ম, এ নারী-হত্যা, এ বালিকা-হত্যা!

নির্ম্মলা। বাবা, কি কর্‌বে, এর তো উপায় নেই।

প্রমদা। বাবা তুমি খেতে ব'সো।

প্রসন্ন। দেখ দেখ—জিব শুকিয়ে গিয়েছে, কথা কইতে পাচ্চে না; একটু জলও ত মুখে দেবেনা! ধন্য দেশাচার!

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

প্রমদা। মা, তুমি বাবাকে খাওয়ালে না?

নির্ম্মলা। উনি খাবেন এখন;—চল্‌ তোর মুখে-চ'খে একটু জল দিয়ে বাতাস করিগে, শুবি আয়। [উভয়ের প্রস্থান।

পার্ব্বতী। মধুসূদন! এমন ক'রেই কি লোকের কপাল পোড়ে!

(প্রসন্নকুমারের পুনঃ প্রবেশ)

প্রসন্ন। তুমি ত স্থির আছ দেখ্ছি! কি ক'রে স্থির আছ, আমায় ব'লে দাও,—আমি স্থির হ'তে পাচ্চিনে।

পার্ব্বতী। কি উপায় আছে,—কি কর্‌বো?

প্রসন্ন। কি কর্‌বে কি! ছুটে পালাও, কাপড় ফেলে দাও, ঘরে আগুন জালিয়ে দাও, মেয়েটাকে বঁটী দিয়ে কাটো, বউটাকে বঁটী দিয়ে কাটো।

(নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ)

পার্ব্বতী। তুমি স্থির হও। আমার যন্ত্রণা বুঝে স্থির হও, আমি তোমার ভয়ে স্থির আছি, আমার প্রাণ জলছে, তা কি তুমি বুঝ্ছ না! তুমি অমন ক'র্‌লে আমি কোথায় দাঁড়াব? কি কর্‌বে, বিধাতার সঙ্গে তো বাদ চলে না!

প্রসন্ন। কেন চলে না? আমি বাদ কর্‌বো,—আমি আবার মেয়ের বে দেবো। দেখ্‌বো যম ক'টা নেয়। আমি যমের সঙ্গে বিবাদ কর্‌বো—বিধাতার সঙ্গে বিবাদ কর্‌বো।

নির্ম্মলা। বাবা!

প্রসন্ন। কি বল্‌তে চাও—কি উপদেশ দেবে? বিধাতার নির্ব্বন্ধ জেনে মনকে বোঝাবো? এতদিন বুঝিয়েছি, আর বোঝাতে পারি না। তুমি যদি পুত্রশোক পেতে, বালিকা পুত্রবধূকে হবিষ্যি কর্‌তে দেখ্‌তে, যদি বড় মেয়ের সাজান ঘর শ্মশান দেখ্‌তে, বের রাত্রে যদি বালিকার মাথায় বজ্রাঘাত দেখ্‌তে,—তুমি স্থির থাক্‌তে পার্‌তে না। তবে তোমার শাশুড়ি! বোধ

হয় লোহা দিয়ে কে ওকে ফিরে গড়েছে, নইলে বুকে পাথর বেঁধে কি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে!

পার্ব্বতী। ঘর-সংসার কি ভাসিয়ে দেবে! এখনও ত ছেলেটী রয়েছে, যারা যাবার গেছে,—যারা রয়েছে, তাদের তো তোমায় দেখ্‌তে হবে?

প্রসন্ন। বেশ কথা, এসো দেখি এসো। আর ধর্ম্মের মুখ চেয়ো না, লোকনিন্দা ভেবো না, আবার মেয়ের বে দিই এসো।

নির্ম্মলা। বাবা, তোমার নির্ম্মল হৃদয়ে কেন এ কালো মেঘ উদয় হয়েছে? বিধবার কি সংসারে কাজ নাই? ব্রহ্মচারিণীর কি প্রয়োজন নাই? এ কর্ম্মক্ষেত্রে বিধবার মত কার মহৎ কার্য্য করবার সুযোগ হয়? কে স্বার্থশূন্য হ'য়ে পরের ছেলে মানুষ করতে পারে? বিধবা অপেক্ষা কে ব্রতধর্ম্মপরায়ণা? কে নির্লিপ্ত সংসারী? কার স্বার্থশূন্য সেবা সংসারে আদর্শ? কেন পাপকথা তোমার পবিত্র জিহ্বায় উচ্চারণ কচ্চ'?

প্রসন্ন। কেন, কি পাপ? বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত—নীতিসঙ্গত। তবে নিষ্ঠুর লোকাচার?—যা হবার হবে। লোকনিন্দা গ্রাহ্য করবো না?

নির্ম্মলা। বাবা, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হ'তে পারে, নীতিসঙ্গত হ'তে পারে, কিন্তু বিধবাবিবাহ অন্যের বোঝ্‌বার নয়, বিধবাই বুঝুক। যদি শাস্ত্রসঙ্গত হয়, নীতিসঙ্গত হয়, সে বিধবা আপ্‌নি বুঝে, ইচ্ছা হয়, বিবাহ করুক,—অন্যে তার দরদী হ'য়ে বিবাহ দিলে পাপগ্রস্ত হবে। বাবা, আমার বাপ-মা যদি দরদী হ'য়ে আমার আবার বিবাহ দিতেন, তা হ'লে কি আমি সুখী হতুম?

প্রসন্ন। তুমি যোগিনী—তুমি ব্রহ্মচারিণী, তোমায় দেখে সংসার চলে না।

নির্ম্মলা। বাবা, তোমায় মিনতি কচ্চি,—বিধবাবিবাহ প্রচলিত হ'লে ব্রহ্মচারিণী থাক্‌বে না, হিন্দুসমাজের এ গঠন থাক্‌বে না, আর এক গঠন হবে, হিন্দু-সংসারের অন্য অবস্থা হবে। বাবা, যে দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত, সে দেশেও যে বিধবা, চির-বৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত সতী ব'লে গণ্য। বাবা, বিধবা-বিবাহ শুন্‌লে আমার হৃৎকম্প হয়! মনে হয় বুঝি হিন্দুসমাজে সতীত্ব লোপ হবে। বাবা, আপনার কন্যাকে মমতাবশে হিন্দুরমণীর উচ্চ সতীত্ব-গৌরব হ'তে বঞ্চিত ক'রো না।

প্রসন্ন। তুমি তোমার শ্বাশুড়ীর মত নিষ্ঠুর! চক্ষের উপর দুধের মেয়ের অবস্থা দেখ্‌লে! যদি টাক্‌রা লেগে মরে, তোমাদের ধর্ম্ম, এক ফোঁটা জল দিতে নিষেধ, এই তোমার শ্বাশুড়ীর মাতৃস্নেহ! বেশ, তোমাদের ধর্ম্ম তোম্‌রা নিয়ে থাকো, এ জ্যান্তে মরা আমি রোজ রোজ দেখ্‌তে পার্‌বো না! যে দিকে হয়, চ'লে যাই।

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। মা, সঙ্গে যাও। খেতে বসেছিলেন, আর তো খাওয়াতে পার্‌বে না। শোয়াওগে। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ।

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী।

ভুবন। প্রকাশ বাবু, তুমি আজ তিন দিন এসো নাই কেন?

প্রকাশ। বড় কাজের ঝঞ্চাট পড়েছে।

ভুবন। আমিও তো তোমার কাজের ভেতর। তুমি এক একবার এসো,

তাই কতক ভুলে থাকি, তোমার কতক্ষণে আস্‌বার সময় হবে, আমি ঘড়ি দেখি। তুমি তিন দিন আসো নাই, আমার কি ক'রে কেটেছে, তা আমিই জানি। আজ যদি তুমি না আস্‌তে, এ সাজান ঘর দেখ্‌তে পেতে না; আমি ফুলদান, ছবি, আসবাব, সব ঘর থেকে বা'র ক'রে দিতুম। তুমি আসো ব'লে সাজিয়ে রেখেছি, তুমি মানা করো ব'লে সরাই নি। তুমি যদি না এসো, তাহ'লে এ সব আর কেন?

প্রকাশ। আমার অপরাধ হয়েছে, আমি বড় বিপদে পড়েই আসি নাই।

ভুবন। কেন—কি বিপদ?

প্রকাশ। আমার হুণ্ডি ফিরে এসেছে, লাখ টাকা জোগাড় না কর্‌তে পার্‌লে কারবার থাক্‌বে না।

ভুবন। কেন--কেন—এর জন্যে বিপদ কিসের? তুমি আপনার বাড়ী বাঁধা দিয়ে আমার স্বামীর উপকার করেছ, তুমি আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে তোমার কারবার বাঁচাও।

প্রকাশ। কি বল্‌ছ?

ভুবন। কি বল্‌ছি কি? আমার বিষয় থাক্‌তে তুমি বিপদগ্রস্ত হবে, সে কখনই হ'তে পারে না।

প্রকাশ। বেশী থাক্‌তো—সে আলাদা কথা, আমি তোমার বিষয় থেকে কি ক'রে দেনা শোধ কর্‌বো?

ভুবন। প্রকাশ বাবু, তুমি কি মনে করো, তোমার বিপদ আমার বিপদ নয়? আমি কার মুখ চেয়ে আছি? আমার যদি সর্ব্বস্ব যায়, তুমি যদি বেঁচে থাকো, আমার কি ক্ষতি হবে? বোধ হয় তুমি মনে কচ্ছিলে, আমি মিছে কথা বলি যে, তোমার পথ চেয়ে থাকি। না, আমার মিছে কথা নয়। তুমি যতক্ষণ আমার কাছে থাকো,

আমার মনে হয়—আমি বিধবা নয়, মনে হয়—তোমায় আমার কাছে রেখে, সে কাজে বেরিয়ে গেছে। আমি যেমন আমোদ কর্‌তুম, তেম্‌নি আমোদ করি। আমার মনে অসুখ থাক্‌লেও তোমার সাম্‌নে প্রকাশ করি না, পাছে তুমি অসুখী হও। আমার ছোট বোন যখন বিধবা হয়, পাছে ওলাউঠো রোগীর কাছে থেকে আমার অসুখ হয়, সে বিপদের সময় তুমি আমায় মনে করেছ। আমার ভাইকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছ যে, আমি যেন সেথা থেকে স'রে থাকি।

প্রকাশ। একি বেশী করেছি ভুবন ?

ভুবন। তবে আমি যদি তোমায় লাখ টাকা দিই, সেইটেই কি বেশী কর্‌বো ?

প্রকাশ। ভুবন,—

ভুবন। নাও—আর ভুবন নয়! তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে নয়—আমি কেমন আছি ?

প্রকাশ। ভুবন, তুমি আমার কে—আমি আজ বুঝ্‌তে পার্‌লুম। আমি আজ বুঝ্‌তে পার্‌লুম, কেন আমি কাজ-কর্ম্মে অলস, কেন আমার বাড়ী ভাল লাগে না, কেন তোমায় রাত্রে স্বপ্নে দেখি! যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, কেন মনে হয়—আমি অন্য পৃথিবীতে আছি, কেন মনে হয়, তোমার কাছেই থাকা স্বর্গ—আর অপর স্বর্গ নাই!

ভুবন। ইস্ ইস্, প্রকাশ বাবু খুব বক্তা।

প্রকাশ। না ভুবন, বাধা দিয়ো না, আমার হৃদয়-আবেগ আগে প্রকাশ ক'র্‌তে দাও। আমার আবেগ ক্ষুদ্র বুকে ধরে না। আমার আক্ষেপ হয়, কেন দিবারাত্র তোমার কাছে থাকৃতে পারি না,

কেন দিনরাত তোমায় যত্ন ক'র্‌তে পারি না। বিধাতার বিড়-ম্বনায় কেন আমরা প্রভেদ! যদি আমি স্ত্রীলোক হতেম বা তুমি পুরুষ হ'তে, তা হ'লে তো এক মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ হ'তো না। বিধাতার বিড়ম্বনা! আর অধিক কি বল্‌বো!

ভুবন। আমার কি মনে হয়—তা তুমি ব'ল্‌তে পারো?

প্রকাশ। কি বল্‌বো, তুমি সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

ভুবন। তোমার কি বোধ হয়—আমার মনে হয় না, যে তুমি আমার কাছে সর্ব্বদা থাকো? তুমি যে আক্ষেপ কর্‌লে, আমার সে আক্ষেপ হয় না—এই কি তোমার ধারণা?

প্রকাশ। না—না, তোমার অকপট ভালবাসা—এর প্রতিদান নাই। আমি অতি ক্ষুদ্র, আমা হ'তে এর প্রতিদান হয় না।

ভুবন। নাও—ও কথা রাখো; আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাক্‌লে তুমি বেজার হও, আজ আমিও বেজার হয়েছি, তুমি অমন অপরিষ্কার হ'য়ে এসেছ যে? নাও, এই ফুলটী নাও। (ফুলদান হইতে একটী ফুল লইয়া প্রকাশকে প্রদান ও ফুলটী প্রকাশের বক্ষে ধারণ)

প্রকাশ। আমার অপরাধ হ'য়েছে, মাপ করো।

ভুবন। থাক্, থাক্, ও কথা রাখো—অন্য কথা কও।

প্রকাশ। কি কথা কব? যদি দিবারাত্র তোমার কথা কইতে পেতুম, তা হ'লে আমার তৃপ্তি হ'তো।

ভুবন। আচ্ছা, আমার কথাই কও। আচ্ছা—আজ আমায় কেমন দেখ্‌ছ' বলো?

প্রকাশ। কথায় কি বোঝাবো। যদি আমার চোখ তোমায় দিতে পার্‌তুম—তাহ'লে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌তে। আমার ইচ্ছা হয়

কি জানো ? তোমার পায় তলায় ব'সে আমি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি। [তদ্রূপ করণ।

ভুবন। (চেয়ার সরাইয়া লইয়া) ও কি ছেলে-মানুষি করো—

প্রকাশ। কে আসৃছে। (ত্রস্তভাবে উত্থান)

(প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

প্রসন্ন। ভুবন তোমার মত কি ? কেও—প্রকাশ !

প্রকাশ। আজ্ঞে হাঁ। অসুখ করেছে শুন্‌লুম, তাই দেখ্‌তে এসেছি কেমন আছে। রোজ বিকেলে মাথা ধরে বল্‌ছেন—তাই ডাক্তার একটা ওষুধ দিয়েছিল, তাই দিতে এসেছি। আমি চল্লুম, আফিস থেকে এসেছি, এখনো বাড়ী যাই নাই—

[প্রকাশের প্রস্থান।

প্রসন্ন। তোমার অসুখ হয়েছে, আমায় ব'লে পাঠাও নি কেন ? কে ডাক্তার এসেছিল ?

ভুবন। সামান্য অসুখ, বিকেলে একটু মাথা ধরে, উনি কোন্ ডাক্তারকে এনেছিলেন।

প্রসন্ন। নাম জানো না ! মাথায় অডিকলন দিতে বলেছে ! প্রকাশ অডিকলন এনে দিয়েছে !

ভুবন। কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে ?

প্রসন্ন। বল্‌ছিলুম চল, তুমি আমাদের বাটীতে থাক্‌বে। এখানে থাকা ভাল নয়, অন্ততঃ লোকের চক্ষে ভাল নয়।

ভুবন। আচ্ছা প্রকাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি।

প্রসন্ন। আমি তোমায় নিয়ে যাবো, প্রকাশ কি বল্‌বে ?

ভুবন। তিনি বলেন, অনেক ঝঞ্ঝাট, দেইজীরা সব নালিসপত্র কচ্চে আর সেই-ই গিয়েছে, যেমন সংসার পাতা, তেমনি তো রয়েছে। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে গাছিয়ে তো যেতে হবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা, আমি বউমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি, দু'জনে গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে চলো। আর সংসার যেমন পাতা আছে থাক্ না, তুমি একা থাকো—তাতে আমার নিন্দা হয়।

ভুবন। আমি একা থাকলে যদি দোষ হয়, প্রবোধ আমার কাছে থাকুক না?

প্রসন্ন। না না—সে ছেলেমানুষ থেকে কি হবে?

ভুবন। বাবা, আমার সেখানে থাকা অসুবিধে। তোমার বউ মাল্সা পোড়াবে, এক কাপড়ে থাক্‌বে, আমার অত সয় না। তার মতন না থাকৃতে পার্‌লে লোকে কথা তুল্‌বে।

প্রসন্ন। তোমার গর্ভধারিণী অনুরোধ করেছিল, বউ মা অনুরোধ করে-ছিলো, তুমি অনুরোধ রক্ষা কর নি, আজ আমার কথা উপেক্ষা কর্‌লে। যা ভাল বোঝ কর, তুমি স্বাধীন, আমার তো জোর নাই! (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আমি তোমায় কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছিলুম জানো? প্রমদার আবার বে দেবো কি না?—আমি উত্তর পেয়েছি, চল্লুম।

[প্রস্থান।

ভুবন। প্রকাশ বাবুকে দেখে বুঝি ওঁর মনে কি হয়েছে, তাই রাগ ক'রে গেলেন। আমার ওঁদের হোথা পাঁচজনের সঙ্গে চল্‌বে না। আর প্রকাশবাবু যেন বাবাকে দেখে থতিয়ে গেল। আসুক, আমি বল্‌বো—ও কি স্বভাব! যখন মনে দোষ নাই—একত্রে বস্‌তেই দোষ। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

৯

পথ।

অগ্রে প্রসন্নকুমার তৎপশ্চাৎ চিত্তেশ্বরী, বটকৃষ্ণ, শুভঙ্কর,

সর্ব্বেশ্বর ও হেবোর প্রবেশ।

চিত্তেশ্বরী। বাবু, পুরুত না পাও, আমার ভাই তোমার পুরুত হবে। এই বটকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরের পুরুত হবে আর আমি জনকতক মেয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এয়ো হব।

হেবো। আর আমি নিত্ বর।

সর্ব্বে। আমি কি প্রস্তুত থাক্‌বো?

প্রসন্ন। আমি এখন ঠিক বল্‌তে পারি নে, আমি খবর পাঠাবো।

চিত্তে। গিন্নীর মত করো বাবা, দুধের মেয়ে একাদশী ক'রে যে মাবা যাবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা—আচ্ছা, তোম্‌রা যাও।

চিত্তে। (জনান্তিকে) দেখ বটকৃষ্ণ, যদি নাপিত না পাওয়া যায়, হেবোকে নাপিত কর্‌তে হবে।

হেবো। অ্যাঁ জুচ্চুরী! তবে আমি নিত্ বরও হব না।

[প্রস্থান।

সর্ব্বে। আর কথায় কাজ নাই, চল চল—ঐ পাগ্‌লা ব্যাটা আস্‌ছে, না ভাংচি দেয়।

[প্রসন্নকুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(পাগলের প্রবেশ)

প্রসন্ন। কি হে পাগল ?

পাগল। মেয়ে জবাই করা মাংস কখন খাই নি, যদি কোথাও পাই, তারই চেষ্টা দেখ্‌ছি।

প্রসন্ন। আমি খেয়ে যদি থাকে, তোমায় দেবো।

(শ্যামাদাসের প্রবেশ)

শ্যামা। বেয়াই, আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম।

প্রসন্ন। দাঁড়াও বেয়াই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। (পাগলের প্রতি) আচ্ছা তোমায় তো সকলের দুঃখে দুঃখিত দেখি। রাস্তায় মানুষ প'ড়ে থাকে, তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা করো, অনাথ অনাথিনীকে আশ্রয় দাও, কিন্তু বালিকা পতিহারা—তাদের শোচনীয় অবস্থা কেন ভাব না ? তাদের দুঃখে দুঃখিত নও কেন ?

পাগল। পাগ্‌লামো শুনবে তো শোনো,—যে যে দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, আমি সেই সেই দেশে গিয়েছিলুম। দেখেছি, অনেককে কুমারী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত কর্‌তে হয়। এ দেশে কন্যাভার এক মহাভার। অবলার দুঃখমোচন করা যে কোন্ মহাপুরুষের সাধ্য, তা আমি জানি না। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হ'লে হিন্দুসমাজের দাম্পত্যবন্ধন অন্যরূপ হবে, সতীত্বের উচ্চ মর্য্যাদা কতক পরিমাণে লাঘব হবে। অর্থলোভে সমাজভয়বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্যতীত বিধবাবিবাহ কর্‌তে কেউ সম্মত হবে কি না—সন্দেহ স্থল। এরূপ অবস্থায় বিধবাবিবাহের পরিণাম অশুভ হওয়াই সম্ভব। বারে আমি! এই যে পণ্ডিতের মত বক্তা হয়েছি!

প্রসন্ন। যাও—তুমি পাগল, তোমার কথা কে শোনে।

শ্যামা। বেয়াই, তোমায় বল্‌তে যাচ্ছিলুম, ব্যস্ত হ'য়ে কোন কাজ করা উচিত নয়। তোমারও অর্থ আছে, আমারও অর্থ আছে, আমাদের মত অবস্থার লোকও অন্যান্য আছে। সমস্ত পণ্ডিত একত্র ক'রে, সমাজ একত্র ক'রে,—একটা বিরাট সভা হোক; যদি সকলে স্থির করেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হোক।

প্রসন্ন। পণ্ডিতেরা তো বিদ্যাসাগরের সময় থেকে মত দিয়ে আস্‌ছে যে, শাস্ত্রমত বিধবার বিবাহ হ'তেই পারে না।

শ্যামা। কিন্তু যদি সমাজের প্রয়োজন হয়, শাস্ত্রেই বিধি আছে— দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা ক'রে নিয়ম পরিবর্ত্তন করবে; সমাজের সম্মতি ব্যতীত দেশাচার বিরুদ্ধ কার্য্য করা স্বেচ্ছাচারিতা হয়।

প্রসন্ন। সমাজ কই ? সমাজ কুৎসা জানে—অবস্থা দেখে না।

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

শ্যামা। এক রকম প্রস্তুতই হ'য়েছে বোধ হ'লো।

[শ্যামাদাসের প্রস্থান।

(হরমণির প্রবেশ)

হর। পাগল, তুমি অমন ক'রে বেড়াও কেন ?

পাগল। পাগল—পাগলই, পাগল আবার কবে মদনমোহন হয়।

হর। তুমি পাগল কেন হ'লে ?

পাগল। হব না, আমার মাগ বিধবা হ'য়েছে।

হর। মাগ বিধবা হ'য়েছে কি ?

পাগল। ও অমন হয়, সে তোমায় একদিন বল্‌বো।

হর। না—তুমি বলো।

পাগল। রাস্তায় পেড়াপীড়ি কর্‌ছ কেন? লোকে যে তোমায়ও পাগল বল্‌বে। বল্‌বে—বুড়ো মাগী রাস্তায় পাগলকে টানাটানি ক'চ্চে।

হর। (স্বগত) কে এ!

পাগল। ইস্‌—তুমি যে বড় ভাবিকা! তোমার নাম হরমণি না হ'য়ে রাধারাণী হ'লে ভাল হ'ত।

হর। কেন?

পাগল। তোমাকে রাজা ক'রে তোমার মতন কোন ভাবুক তোমার কোটালি ক'র্‌তো।

হর। বল্‌লে না—তুমি কে?

পাগল। ও পাগ্‌লামোর ঝোঁকে একদিন বেরিয়ে যাবে।

হর। যাবে তো?

পাগ। যাবে বই কি।

[পাগলের প্রস্থান।

হর। (স্বগত) একে দেখে আমার মনে নানা ভাবের উদয় হয় কেন? কে—এ? এ কি কোন ছদ্মবেশী দেবতা!

(হরমণিব গীত)

ধরি ধরি যেন মনে হয় হেন,
ধরিতে তাহারে নারি।
দেখা দিয়ে যায়, অমনি লুকায়,
আঁখি ভ'রে আসে বারি॥
বাসনা কত মানসে ভাসে,
দিবানিশি ফিরি তাহারই আশে,
অবশে হৃদি-আবেশে—
পদে বিকাইতে চাহি তারি॥

তারি পানে প্রাণ টানে,
ধ্যানে-জ্ঞানে—তারে আপন বলিয়ে জানে,
ফিরিতে সে নারে, আপন পাসরে,
কেঁদে বলে আমারি ॥

[হরমণির প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ বসিবার ঘর।

প্রসন্নকুমার ও পার্ব্বতী।

প্রসন্ন। এসো, তুমি আমায় স্থির হ'তে বলো না ?

পার্ব্বতী। আর উপায় কি আছে।

প্রসন্ন। ভাল, তুমি স্থির হ'য়ে শোনো,— আমি তোমার বড় মেয়ের বাড়ী গিয়েছিলুম, তার মত জান্‌তে গিয়েছিলুম।

পার্ব্বতী। সে কি বল্লে ?

প্রসন্ন। ব্যস্ত হয়ো না ; শোনো—সমস্ত স্থির হ'য়ে শোনো। আমি গাড়ী থেকে নেমে দেখি—একখানা টম্‌টম্ রয়েছে। খেয়াল কর্‌লুম না, ভাব্‌লুম—কে কোথায় এসেছে। বাড়ী ঢুকে দেখি, যেন চাকরবাকরেরা কেমন হ'লো। ভাব্‌লুম, আমায় দেখে জড়সড় হয়েছে। বোধ হলো—পুরোণ খানসামার ইচ্ছে আমায় বৈঠক-খানায় বসিয়ে ভুবনকে খবর দেয়। সে সব এখন বুঝ্‌ছি—তখন বুঝি নাই।

পার্ব্বতী। কি—কি—ভুবনের কিছু হয়েছে না কি ?

প্রসন্ন। শোনো—আমায় স্থির হ'তে বলো, তুমি স্থির হ'য়ে শোনো। প্রতি কথা শোনো,—তার পর ভুবনের ঘরে গেলুম, দেখ্‌লুম কি জানো ?—বড় বড় ফুলদানে বড় বড় ফুলের তোড়া রয়েছে, যেমন সাজান ঘর - তেম্‌নি সাজান রয়েছে, যেন তোমার জামাই কোথায় বেড়াতে গিয়েছে। তোমার ভুবনের, তোমার জামাই থাক্‌তে যেমন সাজগোজ, তেম্‌নি সাজগোজ—বরং বেশী। হাতে গয়না নাই, কিন্তু হাতের শোভা কম নয়, বিবিয়ানা শোভা ; মাথায় অডিকলন দিয়েছে—চুল একগাছিও এপাশ ওপাশ নাই। শেমিজ পরা, ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি পরা—এ আর এক রকমের শোভা ! বুঝেছ কি—কি রকম ?

পার্ব্বতী। অ্যাঁ !

প্রসন্ন। বুঝ্‌তে পারো নি, না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে না। এই বেশ-ভূষা, মাথায় সিন্দুর নাই, বোধ হয় সিঁথের শোভা নষ্ট করে ব'লে নাই। তোমার জামাই নাই, কিন্তু তোমার মেয়েকে এক্‌লা দেখ্‌লুম না। একটী সুন্দর যুবা, যে গোলাপফুল ফুলদানে আছে, সেই গোলাপেরই একটী ছোট ফুল তার বুকে। দু'জনে এম্‌নি ক'রে রয়েছে, যে পেছন থেকে তোমার আমার ভুল হবে, বুঝি জামাই মরে নাই। এ কে জানো ?

পার্ব্বতী। প্রকাশ।

প্রসন্ন। হ্যাঁ প্রকাশ ; আমায় দেখে থতমত খেলে। আমায় দেখে মিথ্যা কথা বল্লে, বল্লে তোমার মেয়ের ব্যামো হয়েছে—ওষুধ দিতে এসেছে। সমস্ত মিথ্যা, চোরের মত চ'লে গেল। কিছু বল্‌ছ না যে ?

পার্ব্বতী। ও তো বেণী থাক্‌তে যাওয়া-আসা কর্‌তো শুন্‌তে পাই, আর বেণীর বিষয়-আসয় ঐ তো দেখ্‌ছে-শুন্‌ছে, তাতেও তো যাওয়া-আসা কর্‌তে হয়।

প্রসন্ন। হুঁ।—অমন ক'রে ঘর সাজিয়ে বসে না, অমন ক'রে মুখোমুখি ক'রে থাকে না, অমন ক'রে মিথ্যা কথা বলে না, অমন ক'রে পালিয়ে যায় না। তুমি দেখে এসো, দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে। তুমি ঘর দেখ্‌লে বুঝ্‌বে, মেয়ের সাজ দেখ্‌লে বুঝ্‌বে, মেয়ের কথা শুনে আরও বুঝ্‌বে।

পার্ব্বতী। বুঝে কি কর্‌বো। যা বল্‌চ—যদি সত্যি হয়—

প্রসন্ন। ভাল বোঝ নি। এখনো ভাব্‌ছ—আমার ভ্রম হয়েছে, তাই বল্‌ছ, যদি সত্যি হয়। শোনো—আমি বাড়ীতে আন্‌তে চাইলুম, আমার মুখের উপর বল্লে, প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করি। আমার কাছে থাকবে কি না, প্রকাশকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে। হেথায় বউমার সঙ্গে থাকা তার সুবিধা হবে না, তবে তার ভাই সেখানে থাকে, আপত্তি নাই, সে প্রকাশকে ডেকে আন্‌তে পার্‌বে, সে ছেলে মানুষ, তারে দু'জনে ভুলিয়ে রাখ্‌বে। তারে আদর কর্‌বে, সে কাছে থাক্‌লে কতক লোকের মুখ বন্ধ হবে। এই তো অবস্থা, এখন কি বল ?

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। মা, বউদিদি জিজ্ঞাসা কচ্ছে, বাবা খান নি, বাবার খাবার গরম ক'রে আন্‌বে ?

প্রসন্ন। (প্রমদার হাত ধরিয়া) দেখো, মেয়ের মুখ পানে চেয়ে দেখো, যেন ফুলের কলির মত দিন দিন প্রস্ফুটিত হ'তে চল্লো, এর বৈধব্য-যন্ত্রণা ! দেখো, ভাল ক'রে চেয়ে দেখো।

পার্ব্বতী। আমায় আর কেন দেখাচ্চ, আমি দিন-রাত দেখ্‌চি।

প্রসন্ন। যা, খাবার গরম ক'র্‌তে ব'ল্‌গে—আমি যাচ্চি।

[প্রমদার প্রস্থান।

ঐ যে পদ্মের মত নির্ম্মল মুখখানি দেখ্‌লে, ঐ যে সরলতার আবাসভূমি দেখ্‌লে, যে নির্ম্মলমুখ তোমার ভুবনের দেখেছিলে—যদি এখনো না বোঝো- ঐ নির্ম্মল মুখ কপটতাপূর্ণ দেখ্‌বে, কলঙ্কের চিহ্ন ঐ মুখে দেখতে হবে, স্পর্শ কর্‌লে ঘৃণা হবে,- বলো এখনো বলো- তোমার কি মত ?

পার্ব্বতী। কি বল্‌বো ! মা হ'য়ে কেমন ক'রে পরপুরুষকে দিতে বল্‌বো। তুমি যন্ত্রণায় বলচ—বড় যন্ত্রণা, তুমি ভাল ক'রে বুঝে দেখ,—যা শাস্ত্রসঙ্গত নয়, যা লোকাচারবিরুদ্ধ, এমন কাজ কেন ক'র্‌তে চাচ্চ ? শুনেছি, এতে দ্বিচারিণী হয়। আমরা আপনার পেটের মেয়েকে কেমন ক'রে দ্বিচারিণী কর্‌বো ?

প্রসন্ন। শাস্ত্রবিরুদ্ধ, দেশাচারবিরুদ্ধ- -এই ভাব্‌ছ ? ভয় পাচ্ছ, কন্যাকে দ্বিচারিণী বলবে ? হোক্ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, হোক্ দেশাচারবিরুদ্ধ, বিবাহ দিলে তবু একটা নিয়মাধীন থাক্‌বে, ভ্রূণহত্যা হবে না, কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হবে না, একেবারে লোক-ধর্ম্মে ঘৃণিত হবে না। বলো—সম্মতি দাও।

পার্ব্বতী। এমন অন্যায় কার্য্যে কি ক'রে সম্মতি দেবো ? মেয়ের অদৃষ্টে যা আছে হবে,—আমরা কেন মহাপাপ কর্‌বো, মেয়েকে কেন মহাপাপে লিপ্ত কর্‌বো ?

প্রসন্ন। এখনো বল্‌ছ মহাপাপ ! ভ্রূণহত্যা—মহাপাপ নয়, স্বেচ্ছা-চারিণী হওয়া মহাপাপ নয়, নীতিবিরোধী কাজ মহাপাপ নয়, উপায় থাক্‌তে উপায় না করা মহাপাপ নয়, চক্ষের উপর

অনাচার দেখ্‌বে, চক্ষের উপর মেয়ে ভ্রষ্টা হবে দেখ্‌বে, চক্ষের উপর উপপতির আনাগোনা দেখ্‌বে ? বোঝো, এখনো বোঝো।

পার্ব্বতী। কেন, বিধবাতে কি সতী নাই ? ইন্দ্রিয় কি এতই দুর্দ্দম, যে নিষ্ঠাচার—ধর্ম্মাচরণে দমিত হয় না ?

প্রসন্ন। তোমার বউমার আদর্শ দেখাচ্চ ? শিবপূজার যোগ্যা নির্ম্মল ধুতুরা, বিলাস-সজ্জিত সংসার-উপবনে সর্ব্বদা ফোটে না। স্বপ্নে দেবীদর্শন জাগ্রত অবস্থার উদাহরণ নয়। আর ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম কি না তোমার সন্দেহ আছে ? পুত্রশোকাতুরা নারী, বৎসর ফেরে না, আবার পুত্র প্রসব করে। ইন্দ্রিয়তাড়নায় উপপতির দাসী হয়, শোনিত-সম্বন্ধ বিচার থাকে না।

(প্রমদার পুনঃপ্রবেশ)

প্রমদা। বাবা !

প্রসন্ন। যাচ্চি যাও।

[প্রমদার প্রস্থান।

এখনো মেয়ের মুখ চাও, নিষ্কলঙ্ক মেয়েকে কলঙ্ক-সাগরে ফেলো না, ব্যভিচার হ'তে রক্ষা করো। সম্মত হও। তুমি কঠোর জননী, তুমি সর্পিনীর ন্যায় নিজ সন্তান নষ্ট কর্‌তে পারো, তুমি সন্তানের দুঃখে কাতর নও, তুমি প্রস্তরনির্ম্মিত, তোমার মমতা নাই। এখনো বল্‌ছি, নিষ্ঠুর হ'য়ে কঠোর যন্ত্রণা দেখ' না। বিবাহ দিতে সম্মত হও, দাও—সম্মতি দাও, কন্যাকে কঠোর যন্ত্রণা হ'তে ত্রাণ করো। (সম্মুখস্থ টেবিল হইতে ছুরিকা গ্রহণ করিয়া) নচেৎ পতিহত্যা দেখ—স্বয়ং বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করো, তা হ'লে বুঝ্‌বে—কি যন্ত্রণা ! (বক্ষে ছুরিকাঘাত করিবার উদ্যম)

পার্ব্বতী। ও কি—ও কি! কি করো—কি করো! আমি সম্মত—আমি সম্মত! তুমি স্থির হও।

প্রসন্ন। সম্মত—সম্মত? আমার পা ছুঁয়ে বলো—সম্মত?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ —তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ঘেঁচী সাহেবের বাটীর কক্ষ।

ঘেঁচী ও প্রমদা।

প্রমদা। হ্যাঁ গা, আবার সব চাকর-বাকরকে মাইনের জন্য আমার কাছে ঠেকিয়ে দিয়েছ কেন?

ঘেঁচী। ওরা তো পাচ মাসের মাইনে পায় নেই শুন্‌লে, আর নীচেয় দেখে এসো, সারি সারি পাওনাদার বিল হাতে ক'রে ব'সে আছে। টাকা চাই—বুঝ্‌লে?

প্রমদা। আমি মেয়েমানুষ, টাকা কোথায় পাব? বাবা বাড়ীখানা আমার নামে দিয়েছিলেন, তা তো উড়িয়েছ; গয়নাগাঁটি যা ছিল, সবই তো বেচেছ।

ঘেঁচী। না—বেচ্‌বো না, তুমি আমার sweet heart, তোমায় গয়না কিনে দেবো! যাও, তোমার বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো।

প্রমদা। তিনি কতবার টাকা দেবেন? বিলেতে তো দু'তিনবার টাকা পাঠালেন, সেখানে কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কি ক'রে জেলে যাও, বাবা টাকা পাঠিয়ে জেল বাঁচালেন; জাহাজ ভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, আর এখানে এসেও তিনবার টাকা নিয়েছ। বাবা আর টাকা দেবেন না।

ঘেঁচী। দেবেন না কি, টাকা নিয়ে এসো। বাপের কাছ থেকে পারো, মায়ের কাছ থেকে পারো, বোনের কাছ থেকে পারো, তোমাদের বউয়ের কাছ থেকে পারো, যেমন ক'রে পারো,--টাকা আনো, নইলে চল্‌বে কি করে? খরচ পাতিতো দেখ্‌ছ? এখন তো আর বাঙ্গালী নেই যে চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁইশাক খেয়ে চল্‌বে আর একটা পিরাণ গায়ে দিয়ে বেরোবো।

প্রমদা। আমি কোন্‌ মুখ নিয়ে তাদের কাছে টাকা চাইতে যাব?

ঘেঁচী। এই মুখে, আর না পারো, সোজা উপায় তো বলচি, মিঃ বাসু এখনি তোমায় নিয়ে যেতে আস্‌বে, তার বাগানে আজ পার্টি—'বল' হবে, তুমি তার সঙ্গে নাচ্‌বে চলো, টাকা এসে যাবে।

প্রমদা। আমি বাগানে নাচ্‌তে যাবো? তুমি কি একেবারে মনুষ্যত্বহীন? আপনার স্ত্রীকে এই কথা বল্‌ছ? আপনার স্ত্রীকে বাগানে নাচ্‌তে নিয়ে যাবে?

ঘেঁচী। কেন দোষ কি? দেখেছ তো সব gentlemen স্ত্রী নিয়ে আসে, তাদের সঙ্গে নাচ্‌লে কি হয়?

প্রমদা। ওদের সঙ্গে বেহায়াগিরি কর্‌তে বল? ওরা তো সব বেশ্যা!

ঘেঁচী। তা'হলে তুমিও বেশ্যা। তোমার যেমন দোজপক্ষে বে, ওদেরও তেমনি। তবে তফাৎ এই—ওরা সভ্য, তুমি জানোয়ার। তোমায় ছুঁতে ঘেন্না করে।

প্রমদা। আমি তোমার ভয়ে তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করেছি, মদ ঢেলে দিয়েছি, তুমি কি না আমার ঘরে মাতাল ছেড়ে দিয়ে স'রে যাও, আজ কি না নাচ্‌তে যেতে বল্‌চ? স্বামী হ'য়ে এই সব কথা মুখে আনো?

ঘেঁচী। তোমার স্বামী! তাই বের দিন পরপুরুষ ব'লে শিউরে

উঠেছিলে—মূর্চ্ছা গিয়েছিলে। স্বামী কে ? টাকা পেয়েছিলুম, তোমায় নিয়েছিলুম। টাকা চাই—জোগাড় করো। বাপের কাছ থেকে পারো আর বাগানে গিয়ে মিঃ বাসুর কাছ থেকেই আদায় করো, একটা ঠিক করো। (ঘড়ি দেখিয়া) এখনি তারা আস্‌বে, বাপের কাছে না যাও বাগানে যেতে হবে, আমি টেনে তোমায় গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাবো। গাড়ীর শব্দ হ'চ্চে—ঐ বুঝি তারা এলো, কি কর্‌বে বল ?

নেপথ্যে বড়াল। সাব উপর হ্যায় ?

নেপথ্যে বেহারা। হ্যায় খোদাবন্দ।

প্রমদা। আমি যাচ্চি—যাচ্চি—বাপের বাড়ী যাচ্চি।

ঘেঁচী। আচ্ছা যাও, টাকা আন্‌তে পারো ফিরে এসো , আর বাগান যেতে চাও—বহুৎ আচ্ছা, নইলে তোমার যেথায় ইচ্ছে—চ'লে যাও।

প্রমদা। আচ্ছা—আমি যাচ্চি—যাচ্চি।

[প্রমদা ও তৎপশ্চাৎ ঘেঁচীর প্রস্থান।

(মিঃ বাসু, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়ালের প্রবেশ)

বড়াল। মিঃ বাসু, আপনি যদি বিলেত যেতেন, তা হ'লে দেখ্‌তেন—কি আমোদের জায়গা।

বাসু। মা যে রাজী হচ্চে না, টাকা দিতে চাচ্চে না, বল্‌ছে এইখানে আমোদ কর।

(ঘেচীর পুনঃ প্রবেশ)

ঘেঁচী। Hallo Mr. Basu, how do you do ?

বাসু। তোমার মাগ কোথা ?

ঘেঁচী। সে তার বাপের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছে, directly বাগানে যাবে।

বাসু। (মল্লিকের প্রতি) আমি তোমায় বলেছি, ঘেঁচীর সব দম্‌বাজী। আর আমি এক পয়সাও বা'র কর্‌বো না। চলো চলো—বাগানে চলো—সেখানে সব ব'সে আছে।

মল্লিক। আমার wife আপ্‌নার partner হবে। আর বলেন Mrs. বডালও আপনার সঙ্গে নাচ্‌তে পারে।

বাসু। না—না—আমি যার জন্যে party দিলুম, তাই-ই হলো না।। মাগ কোথায় সরিয়ে দিয়ে বলছে, বাপের বাড়ী গিয়েছে।

ঘেঁচী। Oh no—Oh no—

[মিঃ বাসুর পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বেণীমাধবের বাগানের পুষ্করিণীর ঘাট।

ভুবনমোহিনী।

ভুবন। না—না—আমার বাপের বাড়ী থাকাই উচিত। না—সেথায় টেঁক্‌তে পার্‌বো না। কাশী যাই, আমার শাশুরীর কাছে গিয়ে থাকি। প্রকাশ কি আমার মনের ভাব বুঝেছে, সে কি তাই আসে না? সে ভালই! সে এলে, তার সঙ্গে হাসি-কৌতুক কর্‌লে, যেমন একত্রে বসি—তেমন একত্রে বস্‌লে,—আমি আর মন বেঁধে

রাখ্‌তে পারবো না। সে বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝেই আসে না। না, আমি তারে না দেখে থাক্‌তে পারবো না। এই যে প্রকাশ—

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ বাবু, তুমি এসো না কেন? এসো যদি তো ছ'দণ্ড বসো না। তোমার কি হয়েছে? কেউ বুঝি তোমায় আস্‌তে মানা করে?

প্রকাশ। হাঁ মানা করে, আমার মন মানা করে।

ভুবন। কেন—কেন—আমি কি কিছু বলেছি? তুমি কি অভিমান করেছ? তুমি কি লোকাপবাদ ভয় ক'রে এসো না?

প্রকাশ। ভুবন, তুমি জানো কি আমি কে?

ভুবন। আমার স্বামীর বন্ধু, আমার আশ্রয়।

প্রকাশ। না, জানো না, আমি তোমার শত্রু, আমার এই দেহে তোমার শত্রু প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে রয়েছে। তুমি নির্ম্মল-আত্মা, তাই আমার পাপ-ইচ্ছা তুমি বুঝ্‌তে পারো নাই। আমি নিজেই বুঝ্‌তে পারি নাই। যেদিন হঠাৎ তোমার বাপ এসেছিল, সেইদিন আভাস পেয়েছিলুম। তোমার পায়ের কাছে ব'সে, তোমার মুখের পানে চেয়ে আমার চক্ষু দিয়ে দুষমন প্রবেশ করেছে, তাই তোমার বাপের কাছে মিথ্যাকথা বলেছিলুম। তুমি যখন সেই মিথ্যা কথার জন্য তিরস্কার করলে, আমি তোমায় বোঝাতে পারি নি কেন মিথ্যা কথা কয়েছি,—আমিই সম্পূর্ণ বুঝি নাই, কিন্তু ক্রমে আমার সেই পাপ-ছবি আমার সম্মুখে উদয় হয়েছে। তুমি আমায় তিরস্কার করো, তিরস্কার ক'রে বিদায় দাও। আর আমার মুখ দর্শন করবে না প্রতিজ্ঞা করো।

ভুবন। তুমি না আসো না আস্‌বে, আমি তোমায় বিদায় দিতে পার্‌বো না। তুমি কি বল্‌ছ—আমি বুঝেছি ; আমি জানি নি—আমি কোথায় দাঁড়িয়েছি, আমি জানি নি—আমি কি করি, আমি জানি নি—তুমি না এলে আমার কি হবে—আমি কি ক'রে থাক্‌বো ! তোমায় না দেখ্‌লে আমি চার্‌দিক শূন্য দেখি ! আমি বুঝেছি, বুঝেও আমার উপায় নাই।

প্রকাশ। এখনও উপায় আছে, এখনও আমরা পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করি এসো। তোমায় না দেখ্‌লে আমিও দশ দিক শূন্য দেখি, কিন্তু তোমায় দেখ্‌লে দাবানল জ্বলে উঠে, আত্মহারা হই—সংযমহারা হই ! আমার কি দুর্দ্দম লালসা—তুমি জানো না, আমি অস্থির—দিবারাত্র আমার পাপ চিন্তা। তুমি আমায় ঘৃণা ক'রে বিদায় দাও।

ভুবন। তোমায় আবার বল্‌চি, তুমি আমার কাছে বিদায় চেও না। আমি সর্ব্বনাশ বুঝেছি, তবু আমার ভয় নাই, তবু আমি বল্‌তে পার্‌বো না—তুমি এসো না। এখনো মনে হ'চ্চে—যা হবার হবে, তুমি এসো।

প্রকাশ। না—আমি আর আস্‌বো না। কিন্তু আমি জড়িয়ে পড়েছি, তোমার সঙ্গে না দেখা ক'রেও উপায় নাই। তোমার বিষয় বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে আমার দেনা শুধেছি। উপস্থিত পরিশোধের উপায় দেখ্‌ছি না। আমার কাজকর্ম্ম বিশৃঙ্খল হ'য়েছে ; আমি আস্‌বো না মনে করি, থাকতে পারি নে। বাড়ী থেকে বেরুই, আবার ফিরে যাই। আমি কত রাত্রি তোমার বাগানের দোর দিয়ে ফিরে গেছি।

ভুবন। তুমি এ কথা কাকে বল্‌ছ—কাকে শোনাচ্চ ? আমি রাত্রে

ছাদে উঠে তোমার বাড়ীর দিকে চাই, তুমি আস্‌বে না জানি, তবু মনে করি—যদি এসো। না—না—তুমি ঠিক বলেছ— আমাদের আর একত্রে থাকা নয়। এত যন্ত্রণা—আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বাবু, সর্ব্বেশ্বর বাবু এসেছেন। তিনি বল্‌ছেন—বড় দরকার।

প্রকাশ। আমি চল্লুম।

ভুবন। না এই খানেই বসো, এইখানেই তারে ডাকাও। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুকে ডেকে আন।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

তুমি যা বল্‌ছ—ঠিক, আর আমাদের দেখা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু অপেক্ষা করো, তুমি কথা কও—আমি আস্‌ছি। না— আর অপেক্ষা কেন ? তোমার সঙ্গে আর দেখা করা উচিত নয়— সর্ব্বনাশ হবে।

[ভুবনমোহিনীর প্রস্থান।

প্রকাশ। আর হেথায় আস্‌বো না, আর দেখ্‌তে পাবো না, ওঃ—; কি দুর্দ্দম হৃদয়-দ্বন্দ্ব !

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

সর্ব্বে। বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে ! আপনি বেণীবাবুর বিষয়-আসয় বাঁধা দিয়েছেন—প্রকাশ হয়েছে। বেণীবাবুর জ্ঞাতিরা কাল আপনার নামে নালিস কর্‌বে। তাদের খোরাকি প'ড়ে গিয়েছে—আপনি একৃজিকিউটার হ'য়ে বিষয় নষ্ট কচ্চেন, তারা ভুবনমোহিনীর উত্ত-

রাধিকারী—এই অভিযোগ ক'রেছে। উকীল বল্লেন—চাই কি ফৌজদারী হ'তে পারে। বেণীবাবুর শ্বশুরও শুন্‌ছি—তাঁদের পক্ষ হ'য়েছেন। মহাজনদের 'ডিউ' প'ড়ে গিয়েছে, সে না হয় ইন্‌সল্‌ভেণ্ট নিয়ে সাম্‌লাবেন, কিন্তু দেইজীদের মাম্‌লা, উকীল বলেছে, ভুবনমোহিনী বিরূপ হ'লে সর্ব্বনাশ। ভুবনমোহিনীর দেনায় বিষয় বাঁধা পড়েছে না দেখালে, আপনার নিস্তার নাই।

প্রকাশ। আচ্ছা—যাও।

সর্ব্বে। ম'শায়, যাও বল্‌ছেন কি?—সর্ব্বনাশ হবে। ভুবনমোহিনীকে হাত ক'রতে না পার্‌লে ফৌজদারী সোপরদ্দ হবেন। বেণীবাবুর শ্বশুরেরও আপনার উপর ভারি রাগ। তিনি আপনাকে সন্দেহ করেন, তিনি আপনাকে মজাতে পার্‌লে ছাড়্‌বেন না।

প্রকাশ। যাও—যাও।

সর্ব্বে। যে আজ্ঞে চল্লেম, আমি- -চাকর, আর কি বল্‌বো? আপনি উপায় থাক্‌তে না উপায় করেন, অপবাদ যা হবার হ'য়েছে, শেষটা মজ্‌বেন।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। ধর্ম্মপথ অতি কঠিন পথ—কণ্টকময় পথ! এ পথে পদে পদে নরক-যন্ত্রণা! সত্য, উপায় তো রয়েছে। ভুবন আমায় ভালবাসে, সাফাই দেবে। না—দেবে না! আমি পর, আমা হ'তে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে, আমায় বিদায় দিলে, এসো না বল্লে। মনের ঝোঁক দু'দিনে চ'লে যাবে, ভালবাসা থাক্‌বে না। তবে কেন যন্ত্রণা পাই, কেন আসামী হ'য়ে দাঁড়াই, কেন স্ত্রীপুত্রকে পথে বসাই, কেন লোকের চক্ষে ঘৃণিত হই! কিসের পাপ—কিসের চিন্তা? কেন, ভালবাসায় পাপ কি—এ তো হ'য়ে থাকে, আমরা

স্ত্রী-পুরুষের মত থাক্‌বো, আমি ইনসল্‌ভেণ্ট নিয়ে আবার কর্ম্ম-কাজ কর্‌বো। ভুবনকে কিছু জানতে দেবো না, সে যেমন আমার মাথার মণি আছে, তেম্‌নি থাক্‌বে। অকপট প্রণয়ে দোষ কি ?

(ভুবনমোহিনীর পুনঃ প্রবেশ)

ভুবন। এখনো ব'সে কেন ?—কি ভাব্‌ছ ?

প্রকাশ। ভাব্‌ছি—আমরা কি চিরদিন জল্‌বার জন্য সৃষ্ট হয়েছি ? অকপট ভালবাসা কি কিছুই নয় ! সমাজবন্ধন কি সর্ব্বস্ব ! তুমি আমায় ভালবাসো, আমি তোমায় ভালবাসি, কেন চিরদিন পর হ'য়ে থাক্‌বো ? আমি দেখ্‌ছি, জগতে তুমিই আমার আপনার আছ, আর কেউ নাই, তবে কেন তোমায় চিরদিনের জন্য পর কর্‌বো ! অকপট প্রণয় যদি দোষের হ'তো, তবে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় গৌরবের কেন ? তাতে তো লোক অপবাদ ছিল, কলঙ্ক ছিল। প্রেমই—গৌরবের। বিবাহবন্ধন—ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র সমাজ বন্ধন।

ভুবন। কি ব'ল্‌ছ ? আমায় কেন উন্মত্ত কচ্ছ ? আমার শিরায় শিরায় অগ্নিময় রক্তস্রোত ধাবিত। সর্ব্বনাশ হয়-নরক হয়—যা হয়—আমি এই মুহূর্ত্তে ঝম্প দিতে প্রস্তুত ! তুমি আমায় মানা করো, তুমি ব্যাকুল চিত্তে আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ, আমার আনন্দ হচ্ছে। আমায় মানা করো, তোমার পায়ে ধ'রে বল্‌চি—মানা করো !

প্রকাশ। চলো—চলো, এখানে কে দেখ্‌বে।

ভুবন। না তুমি যাও, বিদায় হও, তোমার কাছে থাক্‌বো না, তুমি আর এসো না।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। ভুবন—ভুবন—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্র[illegible]ন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুর-সংলগ্ন বিশ্রাম কক্ষ।

প্রসন্নকুমার ও ঘেঁচী।

প্রসন্ন। বেরোও আমার বাড়ী থেকে।

ঘেঁচী। কুচ্ পরোয়া নেই, আমি তোমার কাছে আসিনি, আমি আমার স্ত্রীকে নিতে এসেছি। আমার স্ত্রীকে আটক ক'রে রেখেছ কেন?

প্রসন্ন। দূর হ।

ঘেঁচী। আচ্ছা, আমি কাল পুলিসে নালিস কর্‌বো।

প্রসন্ন। আমি তোর নামে খোরাকির নালিস কর্‌বো।

ঘেঁচী। হাঃ হাঃ!- আমার টুপীটে শীল ক'রে খোরাকি আদায় ক'রো! সোজায় মিটিয়ে ফেলো না, কিছু টাকা দাও, চ'লে যাচ্চি। নইলে বাবা কেন পুলিসে কেলেঙ্কার কর্‌বে? বেশী নয়—টাকা শো পাঁচেক হ'লে, এখন এক রকম চালাতে পার্‌বো। দুটো ছোট আদালতের ডিগ্রী আছে, না meet ক'র্‌তে পার্‌লে দাঁড়াতে পার্‌বো না।

প্রসন্ন। যা জেলে যা। আমি অনেক দিয়েছি—আর এক পয়সাও দেবো না।

ঘেঁচী। জামাই জেলে যাবে—সে কি ভাল দেখাবে?

প্রসন্ন। আমার কাছে তুমি আর এক পয়সা পাবে না,—বিলেত থেকে তো খুব লেখাপড়া শিখে এলে, তোমায় সেথা টাকা পাঠিয়ে জেল

থেকে খালাস করেছি, passage money দিয়ে ফিরিয়ে এনেছি। ফিরে এসেও তিনবার টাকা নিয়েছ, বাড়ীখানা দিয়েছিলুম—বেচে মেরে দিয়েছ।

ঘেঁচী। কত টাকা দিয়েছেন? সব শুদ্ধ জোর পনের হাজার টাকা হোক্। তোমার বড় জামাই প্রকাশ যা পেয়েছে, তার এক পাই নয়, তোমার বড় মেয়ের সব বিষয় মেরেছে।

প্রসন্ন। কি বল্‌লি Rascal!

ঘেঁচী। সত্য কথা বল্‌ছি, আমি যদি তোমার জামাই হই, প্রকাশ বাবু তোমার বড় জামাই নয়? ঐ বটকৃষ্ণ আর শুভঙ্কর একটা মুড়ি এনে মালা বদল ক'রে দিয়েছে - তাই বুঝি ধরা পড়েছি? আমিও তোমার যেমন জামাই, প্রকাশ বাবুও তোমার তেম্‌নি জামাই। তবে মাঝে এই যে দেওয়া Hypocrisyটা নাই।

প্রসন্ন। বেরো—দুর হ! বেয়ারা—বেয়ারা!

ঘেঁচী। আচ্ছা বাবা! তোমার মেয়ে বেচে টাকা আদায় কর্‌বো, কাল পুলিসের শমন পাবে।

(বেহারার প্রবেশ)

প্রসন্ন। গলাধাক্কা দে বা'র ক'রে দে!

[ঘেঁচী ও পশ্চাৎ বেহারার প্রস্থান।

(পার্ব্বতী ও নির্ম্মলার প্রবেশ)

পার্ব্বতী। কি গো—কি গো—

প্রসন্ন। প্রমদা এয়েছে না কি?

পার্ব্বতী। হ্যাঁ, একটু আগে এয়েছে, খায় নাই—খেতে বসিয়েছি।

প্রসন্ন। বিষ খেতে দাও, আপদ চুকে যাক্!

নির্ম্মলা। বাবা, রাগের কথা নয়।

প্রসন্ন। রাগের কথা নয়! প্রমদাকে হেতায় পাঠিয়ে দিয়ে আমায় শাসাতে এসেছিল, টাকা দাও—নইলে পুলিসে নালিস কর্‌বো। এখন কি মেয়ের হাত ধ'রে পুলিসে গিয়ে দাঁড়াবো? লজ্জায় কারো সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পারি না;—পুলিসে দাঁড়ালে বাড়ীতে এসে মুখে চুনকালি দেবে। এ বিপদ কি মানুষের হয়!

নির্ম্মলা। বাবা, ও ভেবে আর কি কর্‌বে? জামাইয়ের উপর রাগ ক'রে মেয়েকে কোথায় ভাসিয়ে দেবে? ঠাকুরঝি হেতায় থাকুক, সে যা করে কর্‌বে।

প্রসন্ন। কি যন্ত্রণা— কি যন্ত্রণা!

নির্ম্মলা। যন্ত্রণা ব'লে আর কি হবে—আমাদের হ'য়ে কর্ম্মভোগ কে কর্‌বে! ও যা' হবার হবে, পুলিসে কাটানছিটেন হ'য়ে যায়, সেঁ ভাল। ঠাকুরঝি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে এখানে থাকুক।

প্রসন্ন। আমার কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে? আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে? পাড়ায় নাম উঠেছে—ক্রিশ্চান প্রসন্ন। ঘটক সাবধান ক'রে গেছে, মেয়ে বাড়ীতে থাক্‌লে ছেলের সঙ্গে কেউ বে দেবে না।

পার্ব্বতী। না হয় ছেলে আইবুড়ো থাক্‌বে। এখানে জায়গা দেবে না, শ্বশুরবাড়ীতে জায়গা পাবে না, স্বামী যন্ত্রণা দেবে—তবে সত্যি সত্যি কি মেয়ের গলায় পা তুলে দেবো?

প্রসন্ন। বউ মা, শুভক্ষণে মেয়ের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে আবার বে দিয়েছিলুম। ওঃ—এত অপমান—এত অপমান!

নির্ম্মলা। বাবা, এ তো রাগের সময় নয়।

প্রসন্ন। কে রাগ কচ্চে—কার উপর রাগ কর্‌বো ? কারো কথা শুনি নি, কারো কথা মানি নি, জাত যাবার ভয় করি নি, একঘরে হ'বার ভয় করি নি। ভেবেছিলুম—আবার মেয়ের ঘর বর হবে, তা বেশ ঘর ক'রে দিয়েছি—বেশ বর ক'রে দিয়েছি। এখন আর যাবে কোথায় ? আমার দায় আর কে ঘাড়ে কর্‌বে ? লোকে ঘৃণা করে করুক, মুখ দেখাতে না পারি না পার্‌বো, এই খানেই থাক। যত্ন ক'রে বিষ কিনে এনে গুলেছি, এখন গিল্‌তে হবে। না ম'লে তো জুড়োবো না !

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

নির্ম্মলা। মা, বাবা রাগ ক'রে গেলেন। ঠাকুরঝি বোধ হচ্ছে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে।

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

পার্ব্বতী। কর্ত্তাকে তুষ্‌বো কি, আমারই ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্চে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ দরদালান।

নির্ম্মলা ও প্রমদা।

প্রমদা। জানি নে বউদিদি, আমার এমন ক'রে কতদিন যাবে। জানি নি—কি ক'রে দিন কাটে ! এক একবার মনে হয়, আমি কি এই জন্যে জন্মেছিলুম ! দিন দিন যেন ঘোর দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন রয়েছি ! ঘুমে থেকে উঠে দেখি, আমার পাশে যেন একটা কি

ভয়ঙ্কর জন্তু প'ড়ে আছে, তার নিঃশ্বেসের ঘড়্ ঘড়্ শব্দে হৃদ্‌কম্প হয়, দুর্গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ! মনে হয়—এই কি আমার স্বামী! একে শ্রদ্ধা কর্‌বো কেমন ক'রে, ভক্তি কর্‌বো—সেবা কর্‌বো কেমন ক'রে! কিছু পরে রক্তচক্ষে আমার পানে চায়, কি বিকট দৃষ্টি—আতঙ্ক হয়!

নির্ম্মলা। তুই কিছু বল্‌তে পারিস্ নি?

প্রমদা। কাকে বল্‌বো—কে শুন্‌বে? কথার মধ্যে কথা, "যা—বাপের কাছে যা, টাকা নিয়ে আয়, আর গয়না থাকে দে। যেথায় পাস্ —টাকা আন।" যদি বলি, "টাকা কোথায় পাবো?" তার উত্তর তোমার কাছে বল্‌তে আমার ঘৃণা হচ্চে,—তুমি শুন্‌লে প্রত্যয় কর্‌বে না যে স্বামী, স্ত্রীকে এ কথা বল্‌তে পারে!

নির্ম্মলা। ছিঃ ছিঃ—বাবা কি সর্ব্বনাশই করেছেন।

প্রমদা। তারপর পাওনাদারের কিচি কিচি, লোকজন মাইনের জন্যে কুকথা বলে, আমায় দেখিয়ে দেয়, বলে ওর ঠেঙে আদায় কর। দিন এক রকমে কাটে, সন্ধ্যা হ'লে পিশাচের নৃত্য। যারা সব সঙ্গী, তারা গাউন পরিয়ে কাদের নিয়ে আসে, কে জানে। তারা কুলবধূ কি কে—তাদের আচারে বোঝা যায় না, কার কে স্বামী বোঝা যায় না। সেইখানে আমায় যেতে বলে, তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে বলে, না গেলে গাল দেয়—মারে! কতদিন উপোস যায়, একবার জিজ্ঞাসা করে না—আমার খাওয়া হয়েছে কি—না। মদ খেতে বলে, অন্য পুরুষের কাছে ব'স্‌তে বলে। আমি কুণ্ঠিত হ'লে বলে, অসভ্য—জঙ্গ্‌লা—সভ্যতা জানে না। বউদিদি, আমার অদৃষ্টে এত ছিল!

নির্ম্মলা। ছিঃ ছিঃ কি কুলাঙ্গার, এ কি মানুষ! আহা দিদি তুই বড় দুঃখিনী!

প্রমদা। তারপর শোনো, তারা চলে গেল, ঝগড়া সুরু হলো, গাল মন্দ তিরস্কার। হয় তো তাদের সঙ্গে চ'লে গেল। একা রইলুম—চাকর বাকরেরা তার কুৎসা কচ্চে—আমার কুৎসা কচ্চে, একা ঘরে ব'সে শুনি। যখন বাড়ী ফিরে এলো, হয় তো বেয়ারা কোচমানে ধরে আনচে, মুদ্দরের মত বিছানায় এসে পড়্‌লো। এই আমার জীবন, এই সুখের জন্য বিবাহ হয়েছে। এই আমার স্বামী—এই আমার সংসার! তবু তো দিদি মরুতে পারি নে—মরুতে তো ভয় হয়!

নির্ম্মলা। বালাই মরুবি কেন? তুই হেথা থাক্, আর সেথা যাস্ নি।

প্রমদা। দিদি, কেমন ক'রে থাক্‌বো? শুন্‌লে তো আমি থাক্‌লে প্রবোধের বে ভেঙ্গে যাবে; বাবা লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারুবেন না বল্লেন।

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি তুই দুঃখ করিস্ নে, বাবা জামাইয়ের উপর রাগ ক'রে বলেছেন।

(১ম দাসীর প্রবেশ)

১ম দাসী। হ্যাঁগা বউ ঠাক্‌রুণ, দিদি বিবি যে খেয়ে গেলেন, ওঁর বাসন মাজ্‌বে কে? আমি ছোঁবো না,চাকরীর জন্যে জাত হারাবে কে?

নির্ম্মলা। নে নে, আমি বাসন মাজ্‌বো এখন।

(২য় দাসীর প্রবেশ)

২য় দাসী। আমাদের সব মাইনে চুকিয়ে বিদেয় ক'রে দাও। বিবি দিদি থাক্‌লে আমরা এখানে থাক্‌বো না।

নির্ম্মলা। এখন যা না—তা তখন যাস্।

দাসী। তা বাছা—তোমরা লোকজন দেখো।

[দাসীদ্বয়ের প্রস্থান।

প্রমদা। বউ দিদি, আমি হেথায় থাক্‌বো কেমন ক'রে? প্রবোধের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে, লোকে একঘরে করেছিল, তোমার বাপ কত ক'রে লোক্‌কে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বাবাকে সমাজে চলন করেছেন। যদি আমার স্বামীর হিন্দুয়ানী আচার ব্যবহার থাক্‌তো, তা'হলে বাবাকে সমাজভ্রষ্ট হ'তে হতো না। আমাদেব ক্রিশ্চান ব'লে জানে,আমি হেতা থাক্‌লে আবার বাবাকে সমাজে ঠেল্‌বে। আর দাসীরা তো আমার সাম্‌নেই জবাব দিয়ে গেল।

নির্ম্মলা। কেন—কি হয়েছে? দাসী চাকর আর পাওয়া যাবে না, তুই কাঁদিস্ নি, কোথায় যাচ্চিস্?

প্রমদা। সগ্‌ড়িখানা মাজিগে।

নির্ম্মলা। (হাত ধরিয়া) না—না, মাথা খাবি, আমি সগ্‌ড়ি নেব এখন।

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্বতী। ও মা, ভাতে হাতে ক'রে উঠে এসেছিস্? নে—আমি খাবার আন্‌চি, খাবি আয়।

প্রমদা। হ্যাঁ মা, আমি যদি এ বাড়ীতে দাসীর মতন হ'য়ে থাকি, যদি দাসীদের একটা ঘরে শুই, আলাদা খাই, আলাদা থাকি, তা'হলেও কি জাত যাবে? হাঁ মা, তবে আমি কোথায় দাঁড়াবো? আমার কি হ'লো মা!

পার্ব্বতী। নে তুই কাঁদিস নে, তুই হেথায় থাক্‌বি নি তো কোথায় যাবি? নে—খাবি আয়।

প্রমদা। না মা—আর আমি খেতে পারবো না।

নির্ম্মলা। থাক্—থাক্—ও বাজারে খাবারগুলো খেয়ে কাজ নাই,—আমি খাবার তৈরি কচ্চি।

(হরমণির প্রবেশ)

পার্ব্বতী। এসো মা!

নির্ম্মলা। (প্রমদার প্রতি) ঠাকুরঝি তোরা কথাবার্ত্তা ক, আমি আস্‌ছি। মা এসো। (গমনকালীন পার্ব্বতীর প্রতি জনান্তিকে) বাবার কথা আড়াল থেকে শুনেছে।

[পার্ব্বতী ও নির্ম্মলার প্রস্থান।

হর। হ্যাঁ মা, তুমি কি তোমার বোনের বাড়ী গিয়েছিলে ?

প্রমদা। হ্যাঁ অনেক দিন দেখি নাই, একবার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।

হর। তোমায় সেথা রাখ্‌তে চাইলে না ? হাস্‌ছ যে ? বুঝি ধুলো পায়ে বিদেয় দিয়েছে ? খেতে টেতে বলেছিল ?

প্রমদা। আমি বাড়ীতে এসে খেয়েছি।

হর। হ্যাঁ বুঝেছি, এখন আর তাঁর কারো ঝক্কি সইবে না। তা বেশ হয়েছে, তোমায় সেথা রাখ্‌লে আমি থাক্‌তে বারণ কর্‌তুম। এখন কি তুমি এখানেই থাক্‌বে ?

প্রমদা। না, আমি একদিন এয়েছি, এইতেই চাকর দাসী শুদ্ধ থাক্‌তে চাচ্চে না। আমি থাক্‌লে ভায়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে— আমার স্বামী এসে উপদ্রব করেছিল, বাবা রাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

হর। তবে কোথায় থাক্‌বে ?

প্রমদা। আমার স্বামীর কাছে যাবো।

হর। সে যে তোমায় যন্ত্রণা দেয় শুনেছি ?

প্রমদা। আর কোথায় যাব মা!

হর। আমার ছোট মুখে বড় কথা হবে,—কিন্তু মা তুমি বড় দুঃখী, তোমার স্বামী তো নয় মা, স্বামী ব'লে কার কাছে থাক্‌বে? সে তো তোমায় স্ত্রী ব'লে নেয় নি।

প্রমদা। তুমি তবে সব শুনেছ?

হর। না মা, আমার শোন্‌বার দরকার নেই, যারা সমাজ মানে না, তারা টাকার জন্যে বিধবাবিবাহ করে। তোমার শ্বশুরকে জানি, তোমার স্বামীকে জানি, তোমার স্বামীর ইয়ারদের জানি, কি সব ভূতের কীর্ত্তি হয়, তাও আমি জানি। নির্ম্মলা কুলস্ত্রীর এদের হাতে পড়ে যে কি যমযন্ত্রণা, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি। এদের লোকভয় নাই, ধর্ম্মভয় নাই, তাই মা তোমায় বল্‌তে এসেছি, যদি মা কোথাও স্থান না পাও, তুমি আমার কাছে এসো।

প্রমদা। কেন মা—তোমায় মজাবো কেন? আমার স্বামী উপদ্রব কর্‌বে, আমার বাবার নামে নালিস কর্‌তে চায়।

হর। পারে—আমার নামে কর্‌বে, তাতে আমার ভয় নাই, এমন অনেকে ক'রেছে। অনেকে বুঝে গিয়েছে, আমি অনাথা, আমি অনাথাকে আশ্রয় দিতে ভয় পাই নে। তুমি কিছু মনে ক'রো না মা।

প্রমদা। আমি তোমার কাছে থাক্‌লে, লোকে কি বল্‌বে?

হর। লোকের সঙ্গে আর তোমার আমার সুবাদ কি? লোকের সঙ্গে সুবাদ—তারা অনাথাকে পীড়ন কর্‌বে, ঘৃণা কর্‌বে, শাস্তি দিতে চাইবে—লোকের সঙ্গে এই সুবাদ! তবে আর লোকের কথায় কি এসে যায়! তুমি তো বোঝো মা, জাত যাবার ভয়ে তোমার

বাপ তোমায় জায়গা দিতে কুণ্ঠিত ? তোমার মা জোর ক'রে কিছু বল্‌তে পারেন না। তুমি মা লোকের কথা ভেবো না। তুমি আমার সঙ্গে চল।

প্রমদা। মা, আমার মরণই ভাল।

হর। কেন মা মর্‌বে ? আমিও ভেবেছিলুম মর্‌বো, তার পর বুঝ্‌লুম— মরে কি হবে, মর্‌বো কেন ? যত দিন বাঁচ্‌বো, আমাদের মত অনাথার সেবা কর্‌বো।

(হরমণির বালিকাগণের প্রবেশ)

হর। এস। আমি তোমায় গান শোনাবার জন্যে এদের ডেকেছি। গাও মা, তোম্‌রা অনাথনাথের গানটী গাও তো।

বালিকাগণের গীত।

ভবে কাজ র'য়েছে, কাজ ফেলে গেলে,
তাঁর কাছে যাব কি বলে,
সুধান যদি গুণনিধি, 'কাজ কারে দিয়ে এলে' ?
বোঝাতে অনাথের ব্যথা, ক'রেছেন কৃপায় অনাথা,
না বুঝ্‌লে ব্যথা হয় না মমতা ;
নেব কোলে আপন ব'লে, শ্রীনাথের অনাথ পেলে।
প্রভুর সেবা—অনাথা সেবায়,
সে সেবায় হেলায়—হব অপরাধী পায়,
কায়মনে রই সেবায় রত, ঘৃণালজ্জাভয় ঠেলে।

হর। তোম্‌রা বাড়ী যাও, আমি যাচ্ছি।

[বালিকাগণের প্রস্থান

(প্রমদার প্রতি) কি ভাব্‌ছ মা ?

প্রমদা। আচ্ছা মা, আমি বউকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো।

হর। তাই ক'রো, সে সতীলক্ষ্মী, কখনো তোমাকে মন্দ পরামর্শ দেবে না। আমি চল্লুম মা, রোগীদের রাত্রের খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

প্রমদা। না, আমি আমার স্বামীর কাছেই যাবো। আমি মজ্‌তে বসেছি—আমিই মজি, আমি কেন এ কাঙ্গালকে মজাবো। বাবা এখানে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন, কিন্তু আমার স্বামীর উপদ্রবে দিন দিন জ্বালাতন হবেন, হয় তো সত্যি পুলিসে নালিস কর্‌বে। আর বাবার মুখ হেঁট কর্‌বো না। প্রবোধের বে হবে না, সমাজে ঠেলা থাক্‌তে হবে। কেন—আমার জন্যে সকলের কষ্ট কেন? আমার অদৃষ্টে যা আছে—তাই হবে। আমি কাকেও না ব'লে চুপি চুপি ঝিদের কিছু ব'লে, পাল্কী আনিয়ে খিড়্‌কিদোর দে চ'লে যাই।

নেপথ্যে নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি—

প্রমদা। যাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ।

প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী।

ভুবন। গাউন পরা একেবারে বিবি সেজে এসে উপস্থিত। বল্লেন, কাপড় পর্‌তে দেয় না, তাই এই সং সেজে এসেছি।

প্রকাশ। কি মনে ক'রে এসেছিলেন ?

ভুবন। মতলব ভাঙ্গেন নাই, দেখা করার অছিলেয় এসেছেন, ইচ্ছেটা আমি হেথায় রাখি। আমি ধূলো পায়েই বিদেয় করেছি, বল্লুম, 'তুমি যাও ভাই, বাবা আবার রাগ কর্‌বেন, আমার কাছে কাকেও আস্‌তে দেন না'।

প্রকাশ। অম্‌নি খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় দিলে বুঝি ?

ভুবন। বোধ হয় খেয়েই এসেছিল, তোমার আস্‌বার সময় দেখে আমি আর খাবার কথা তুল্লুম না।

প্রকাশ। কেন রাখ্‌লে না ? বোনাই আস্‌বে, আমোদ-আহ্লাদ চল্‌বে, আমি পুরোণ হ'তে চল্লুম, নূতন মানুষ পাবে।

ভুবন। বেইমান তো এক রকম নয়। এখন বাবুকে সাতবার ডাক্‌তে পাঠাতে হয়, আবার কত ভিরকুটী হচ্চে।

প্রকাশ। ভিরকুটী আর কি, বোনাই আসা যাওয়া কর্‌বে, এতো ভাল কথাই বল্‌ছি। শ্যাম্পেন চল্‌বে, নাচ চল্‌বে, বিবি হবে ; আমরা বাঙ্গালী মানুষ অতদূর তো পার্‌বো না।

ভুবন। আহা ঠসক দেখ !

(পাগলের প্রবেশ)

পাগল। হুকুম!

ভুবন। ও আবার কি ক'র্‌তে এয়েছে?

প্রকাশ। আমিই ডেকেছি, মজা দেখ না। (পাগলের প্রতি) তুমি এখন কি হ'য়েছ, শুনিয়ে দাও।

পাগল। গণৎকার হ'য়েছি।

প্রকাশ। কি ক'রে গণৎকার হ'লে?

পাগল। তোমায় তো ব'লেছি, একদিন রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে প'ড়েছি, উঠে দেখি যে ম'রে গণৎকার হ'য়েছি।

প্রকাশ। ঘুম থেকে উঠেই বুঝি ম'রে জন্মালে?

পাগল। হ্যাঁ—এই দেখ না, তুমি সাধু ছিলে, এই একে দেখে ভয়ে সাধুটা গেল মরে, এখন ঘুম থেকে উঠে ফিট্‌বাবু হ'য়েছ।

প্রকাশ। এর হাত দেখ্‌তে পারো?

পাগল। হাত দেখ্‌তে আর হবে না, চিনি মেখে বিষ খেয়েছে, আগে টের পায় নি, ক্রমে বিষ ধ'র্‌বে।

ভুবন। তুমি বল পাগল, দেখ্‌ছ না বদ্‌মোইসি, আমায় ঠেস্ ক'রে কথা কচ্চে।

প্রকাশ। আরে না না—শোনো না। তুমি প্রথম কি জন্মেছিলে?

পাগল। তোমার মতন ঘরজামাই।

ভুবন। কথার ছিরি শুনেছ? আমি গা ধুইগে!

[প্রস্থান।

প্রকাশ। তারপর ম'রে?

পাগল। ম'রেই দেখি, মাগ বিধবা হ'য়েছে, কাজেই সদাগর হ'য়ে গেলুম।

প্রকাশ। তারপর বুঝি গণৎকার হ'য়েছ ?

পাগল। না, মাঝে পাগল হই, পরশু ম'রে গণৎকার হ'য়েছি।

প্রকাশ। ঘুমিয়ে ম'লে বুঝি ?

পাগল। না, জেগে জেগেই মলুম।

প্রকাশ। এবার আবার কতদিনে মরবে ?

পাগল। তার ঠিক নাই। ঠাওরাচ্চি, মাস দুই তিনে মরবো।

প্রকাশ। ম'রে কি হবে ?

পাগল। পুলিস-ইন্‌স্পেক্‌টার।

প্রকাশ। পুলিস ইন্‌স্পেক্‌টার হবে কেন ?

পাগল। তবে আর গণৎকার হ'য়েছি কি ক'র্‌তে? গণৎকার হ'য়ে দেখ্‌ছি, কে কোথায় সদাশিব-চায়েনরূপের রোকরী গদীতে বাটা বাদ দিয়ে জাল হাণ্ডনোটের টাকা নিচ্চে; এ সব গুণে নিচ্চি। তার পর পুলিস-ইনস্পেক্‌টার হ'য়ে তারে বাঁধবো।

প্রকাশ কাকে বাঁধ্‌বে ?

পাগল। এই ধরো না কেন, তোমায় বাঁধ্‌তে পারি।

প্রকাশ। তুমি পুলিস-ইন্‌স্পেক্‌টর হবে ?

পাগল। গোয়েন্দাও হ'তে পারি,—না ম'লে কি ক'রে বল্‌বো। এই দেখ না কেন, তুমি কি ঠাওর পেয়েছিলে যে সাধু ম'রে জোচ্চোর লুচ্চ হয় ?

প্রকাশ। তুমি কে ? সদাশিব-চায়েনরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, ভারতবর্ষের সকল স্থানে তাদের কুঠী আছে, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট এমন কি ছোটলাট, বড়লাট প্রভৃতি তাদের খাতির করে, তুমি সামান্য ব্যক্তি, তাদের গদীর খবর কেমন ক'রে জান্‌লে ?

পাগল। কেন গণৎকার হ'য়ে ?

প্রকাশ। না, তুমি ঠিক বলো, তুমি টাকা কোথা পাও ? অনেক সৎকার্য্য করো দেখ্‌তে পাই। হবমণি তোমার কে ? আচ্ছা গুণে বল দেখি—আমার কি হবে ?

পাগল। তুমি রাস্তার তেমাথায় এসে পড়েছ, যে দিকে এসেছ, সে দিকে আর ফের্‌বার যো নাই, তবে এখন তোমার এক পথ সোজা আর এক পথ আঁকাবাঁকা। সোজা পথে গেলে এ বাড়ীর দিকে পেছু ফির্‌তে হয়, বরাবর সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে উঠ্‌তে হয়।

প্রকাশ। আর তুমি যদি ম'রে ইন্‌স্পেকটার হ'য়ে বাঁধো ?

পাগল। ম'রে না ইনস্পেক্‌টার হ'লে তো বাঁধ্‌বো না, চাই কি তোমার বন্ধু হ'তে পারি।

প্রকাশ। গদীতে গিয়ে কি ক'র্‌বো ?

পাগল। আঁতের ময়লা ধুয়ে জাল হ্যাণ্ডনোটের কথা ব'ল্‌তে হবে। নাকে কানে খৎ দিলে চাই কি তারা দাবদখল কাটিয়ে দিতে পারে। এই বেণীবাবুর বিবয় যার যার কাছে বাঁধা রেখেছ, আমি গুণে দেখেছি, সদাশিব-চায়েনরূপ সব মর্টগেজ কিনে নিয়েছে। বেণীবাবুর দেইজীবে যে ফৌজদারী মোকদ্দমা কচ্চে, তা থেকেও বেঁচে যেতে পারো। তবে কি জানো—আবার মর্‌তে হবে। যেমন সাধু ম'রে লোচ্চা-জোচ্চর হ'য়েছ, তেম্‌নি লোচ্চা-জোচ্চর ম'রে আর এক জন্ম নিতে হবে।

প্রকাশ। আর বাঁকা পথে ?

পাগল। এইবার পাগ্‌লের সঙ্গে পাগ্‌লামো ক'চ্ছ ? মাকড়সা সূতো বুনে আরো জাল বাড়ায়—জাল কমে না। বাঁকাপথ থেকে ফিরে সোজাপথে চল্লে একটু সোজা হয়,তবে সোজা বোঝা—সোজা নয়। বোঝো না কেন, সেই যে বেণীর কাছে ব'সেছিলে, পাগল পাগ-

লাম কর্‌লে, সোজা পথ দেখ্‌তে পেলে—কিন্তু সে পথে যেতে পার্‌লে না। তা তুমি একলা নও, সোজাপথ দেখ্‌তে জগৎ শুদ্ধই পায়, কিন্তু সোজা পথের পথিক হাজারে একটা হয় কি না সন্দেহ।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। আর কিছু নয় -বেটা প্রসন্নবাবুর কাছে যায় —সব শুনেছে। কিন্তু আমি সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে জাল হ্যাণ্ডনোট dis-count ক'রেছি, কি ক'রে জান্‌লে। সর্ব্বেশ্বর কি বলেছে ? না, সে তো সর্ব্বেশ্বরও জানে না। এ বেটা কে ? এ বেটা কি গোয়েন্দা। চার্‌দিকে জড়িয়ে প'ড়েছি, সবদিক সাম্‌লাই কি ক'রে ? [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ঘেঁচীসাহেবের বাটীর ফটক।

(ঘেঁচীর বাটী হইতে বাহির হওন ও প্রমদার প্রবেশ)

ঘেঁচী। কি, টাকা এনেছ ?

প্রমদা। না, বাবা আর টাকা দেবেন না।

ঘেঁচী। দূর হও, হাজার টাকা হাতে লাগ্‌তো, বাগানে গেলে না। ভাব্‌লুম আচ্ছা সতীগিরি ফলাতে চাচ্ছ, বাপের কাছ থেকেই টাকা আনো—আপত্তি নাই। টাকাকে টাকা হাতছাড়া হ'লো, party তে নিমন্ত্রণ হবে না, সব দিক মাটী। বেরোও !

প্রমদা। কোথায় যাব ?

ঘেঁচী। যেখানে খুসী— যাও—বেরোও !

প্রমদা। আমি রাস্তায় বেরোবো কোথায় ?

ঘেঁচী। সে তুমি জানো, যাও চ'লে যাও—তোমার বাপের বাড়ী যাও। আমায় যেমন ইাকিয়ে দিয়েছে, আমি কাল তার নামে নালিস করবো, সমন পেলে টাকা দেয় কি না দেখ্‌বো, তুমি হেথায় থাক্‌লে নালিস হবে না। যাও যাও— অনেক মাথা খাটিয়ে মতলব বা'র ক'রতে হয়, মতলব ফাঁসিও না। যাও—যাও, দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

প্রমদা। আমায় বার ক'রে দিও না—আমায় বার ক'রে দিও না; আজকের রাত্তিরের মত থাক্‌তে দাও, কাল সকালে চ'লে যাবো।

ঘেঁচী। বেরোও !

[গলাধাক্কা প্রদান, প্রমদার বাহিরে পতন ও ঘেঁচীর ফটক বন্ধ করণ।

প্রমদা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো—দোর খুলে দাও গো ! ওগো বড্ড মেঘ ক'রেছে, ঝড় আস্‌ছে, আমি কোথায় যাবো ? আমার বাপের বাড়ী জায়গা নাই, বোনের বাড়ী জায়গা নাই, আমি রাত্তির থেকে, কাল সকালবেলা যেখানে হয় চ'লে যাব। দাও গো দাও—দোর খুলে দাও।

ঘেঁচী। কোথাও জায়গা না পাস্, যা গঙ্গায় ডুবে ম'র্‌গে।

প্রমদা। ওগো, আমি নীচের এক কোণে প'ড়ে থাক্‌বো,দোর খুলে দাও।

ঘেঁচী। (চাবুক হস্তে ফটক খুলিয়া) বেরোও—বেরোও ! (প্রহার)

প্রমদা। মেরো না—মেরো না—ম'রে যাব—ম'রে যাব, পড়ে গিয়ে বড্ড লেগেছে। মেরো না—মেরো না—আমি একা মেয়েমানুষ, রাত্তে কোথায় যাব ?

ঘেঁচী। চ'লে যাও—চ'লে যাও, বাপের বাড়ী চ'লে যাও, নইলে সব মতলব মাটী কর্‌বে। (প্রহার)

প্রমদা। ওগো ম'রে যাব -ম'রে যাব। ও বাবা গো—ও বাবা গো—

ঘেঁচী। যাও— (প্রহার)

প্রমদা। ও মাগো—ও মাগো -

[দৌড়িয়া পলায়ন।

ঘেঁচী। গঙ্গার দিকে ছুটে গেল না ? ডুবে মরে তো শ্বশুর বেটার নামে মস্ত Charge দেওয়া যায়। বেয়ারা!

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা। হুজুর!

ঘেঁচী। হামি club মে যাতা, বিবি আওযে ঘুস্‌নে মাৎ দেও।

[প্রস্থান।

(কোচম্যানের প্রবেশ)

বেহারা। দেখ' ভাই, এ শালা সাব, আপ্‌না জরুকি চাবুক দেকি নিকাল দিয়া।

কোচ। আওরাৎকি মারা! শালাকা গর্দ্দানা নেই পাক্‌ড়ো কেঁও! তেরা ক মাহিনাকা তলপ বাকী ?

বেহারা। ওহি পাঁচ মাহিনা।

কোচ। চল্ তলপ নেই মিলেগা, কাম ছোড়কে চলা যাই,—নালিস কর্‌কে তলব লে গা।

বেহারা। পিছে শালা ফ্যাসাদ করে ?

কোচ। ক্যা ফ্যাসাদ! সয়তানকো পাশ নেই রহা না। লেও কাপড়া-ওপড়া লেকে চলো। খানসামাভি কাম ছোড় দে গা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

আর্দ্রবসনা প্রমদা।

প্রমদা। তুমি বের রাত্রিতে ফেলে চ'লে গিয়েছ, আমি অনাথা, আমায় দয়া করো। তুমি দেখা দিয়ে কেন আবার নির্দ্দয় হ'য়ে চ'লে গেলে? আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও; আমি কোন্ দিকে যাবো—পথ জানি না! আমি তোমার কথায় যাচ্ছি। কোথায় গঙ্গা জানিনি, তুমি না নিয়ে গেলে কে পথ ব'লে দেবে? দেখা দিয়ে ব'লে দাও কোথায় গঙ্গা! মা গঙ্গা তুমি কোথায়? আমি কতক্ষণে পৌছব? কতক্ষণে আমি তোমার কোলে স্থান পেয়ে পবিত্র হবো! আমি পবিত্র হ'লে, আমার স্বামী স্বর্গ থেকে এসে ব'লেছেন, আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আমায় তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কোথায় গঙ্গা—কতক্ষণে পৌছব! আর যে চ'লতে পারি নে, আবার কোন মাতাল রাস্তায় ধ'র্‌বে। তা হ'লে ম'রে যাবো, আর পালাতে পার্‌বো না—এই আড়ালে একটু বসি।

(পথিপার্শ্বস্থ দোকানের অন্তরালে উপবেশন এবং দরজা খুলিয়া স্বর্ণকারের বাহির হওন)

স্বর্ণকার। কেরে—এত রাত্রে দোকান ঘরের পাশে? চোর বেটী—সেদিন অম্‌নি এসেছিলি! হারামজাদী, হাতুড়িপেটা কর্‌বো।

প্রমদা। আমি চোর নই বাবা! আমি গঙ্গায় যাচ্ছিলুম!

স্বর্ণকার। বেটী, পূর্ব্বমুখো গঙ্গায় যাচ্ছিলে? পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা!

(পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম পাহা। কেয়া হল্লা রে?

স্বর্ণকার। পাহারাওয়ালা সাহেব, এই বেটী সেদিন দোকানে সেঁদিয়েছিল, আমি পাহারাওয়ালা ডাক্‌তে ছুটে পালালো।

২য় পাহা। তু– কোন্ হ্যায় রে?

প্রমদা। আমি বাবা ভালমানুষের মেয়ে, আমাদের বাড়ী ওদিকে, আমি গঙ্গাতীরে যাচ্ছিলুম।

১ম পাহা। ইধার গঙ্গাজী যাতিথি?

প্রমদা। সত্যি বল্‌ছি, আমি গঙ্গায় ডুবে ম'র্‌তে যাচ্ছিলুম, আমার আর কোথাও স্থান নাই।

১ম পাহা। আরে জেহালমে বহুৎ জায়গা হ্যায়, চল্ শশুরী! (প্রহার)

প্রমদা। ও মাগো—মলুম গো!

২য় পাহা। আরে থানামে যাকে মরো।

(মিঃ বাসু, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়াল প্রভৃতির প্রবেশ)

বড়াল। দেখ দেখ মজা দেখ,—হেঁটে আস্‌তে চাচ্ছিলে না বাবা!

প্রমদা। দোহাই বাবা—আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে চলো। আমি ডুবে ম'র্‌বো—দেখ্‌বে! এখানে মেরে ফেলো না, আমার গতি হবে না! আমার স্বামী গঙ্গায় পবিত্র হ'তে ব'লেছেন, আমি সত্যি মর্‌বো! গঙ্গায় না ম'লে আমায় তিনি নেবেন না!

১ম পাহা। চল্—তোম্‌কো কুয়ামে গাড়ে গা!

বাস্থ। আরে বাঃ বাঃ---ঘেঁটীর মাগ—ঘেঁটীর মাগ! বিবিসাহেব—এখানে কেন? পাহারাওয়ালা, এ চোর নয়, ছেড়ে দাও।

১ম পাহা। আপ লোক্‌কো আদ্‌মি? নেহি পছাঁনা! কস্তুর মাপ কিজিয়ে।

[পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রস্থান।

স্বর্ণকার। ও বাবা, গোরা ক্ষেপে বেরিয়েছে। (দ্বারবন্ধ করণ)

বাস্থ। এস বিবিসাহেব এই কাছেই বাগান, আমোদ করিগে।

প্রমদা। আমায় ছুঁয়ো না—আমায় ছুঁয়ো না।

বড়াল। কেন বাবা! রাত্রে বেরিয়ে পড়েছ, আর সতীগিরি নাড়্‌ছ কেন? চল না, মিঃ বাস্থ পাঁচশো টাকা দেবে। (হস্তধারণ)

প্রমদা। ছেড়ে দাও---তোমার পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও—

বাস্থ। আর কেন চাঁদ রাস্তায় হাত পাগ্‌ড়া পাগ্‌ড়ি!

প্রমদা। পাহারাওলা---পাহারাওলা, আমি চোর, আমায় থানায় নিয়ে যাও।

বাস্থ। প্রাণ চুরী ক'রেছ।

প্রমদা। পাহারাওলা—পাহারাওলা!

মল্লিক। চলো পাঁজা-কোলা ক'রে নিয়ে যাই।

বড়াল। না, কিছু ক'র্‌তে হবে না—কিছু ক'র্‌তে হবে না। তুমি এমন কেন কচ্ছ? ঘেঁটী রাজী আছে। ভাব্‌ছ কেন-- চল না—তোমার উপর খুব খুসী হবে।

প্রমদা। দোহাই তোমাদের—দোহাই তোমাদের! আমি ডুবে ম'র্‌বো—ডুবে ম'র্‌বো!

বাস্থ। প্রেমে ডুবিয়ে রাখ্‌বো! চলো, তুলে নিয়ে চলো—তুলে নিয়ে চলো।

[সকলের বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার চেষ্টা।

(বেহারা ও কোচম্যানের প্রবেশ)

বেহারা। আরে কোচোয়ানজি —বিবি !

কোচ। আরে ফিন্ শালালোক বদিয়াদি কর্‌তা। (প্রহার)

বড়াল। এই বেয়ারা—এই কোচম্যান—

বেহারা। ফিন শালা বেয়ারা বোলাইত !

কোচ। মারো শালা লোক্‌কো—মারো শালা লোক্‌কো।

[প্রমদা ব্যতীত সকলের মারামারি করিতে করিতে প্রস্থান।

প্রমদা। আর তো চ'ল্‌তে পাচ্ছিনে, মা গঙ্গা, কোথায় তুমি ! (মূর্চ্ছা)

(হেবো ও হরমণির প্রবেশ)

হেবো। হরমণি -হরমণি-—এই যে !

হর। বেয়ারা, কোচোয়ান ঠিক ব'লেছে, এ দিকেই এসেছে। মা - মা—(কোলে লইয়া) ইস্ ভারি জ্বর—গা পুড়ে যাচ্চে !

হেবো। নেকা বেটী ! রাস্তায় ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এয়েছে কি না ! বেটী হরমণির বাড়ী যেতে পাল্লে না ! আমি যদি চাবুক্ মার্‌চে দেখ্‌তে পেতুম, তা হ'লে ঘেঁটীকে এক থাব্‌ড়ায় ঘুরিয়ে দিতুম !

প্রমদা। আর মেরো না--মেরো না ! আমি ম'রে যাব।

হর। ভয় নাই মা—ভয় নাই, আমি হরমণি, চিন্‌তে পাচ্ছো না ?

প্রমদা। মা হরমণি ! তুমি আমায় গঙ্গায় নিয়ে চলো, আমি ডুবে মর্‌বো।

হর। কেন মা ডুবে মর্‌বে ? আমি তোমায় বাড়ী নিয়ে যাচ্চি।

প্রমদা। না মা,—বাড়ী নিয়ে যেয়ো না—গঙ্গায় নিয়ে চলো। আমি বাঁচ্‌বো না মা ! আমি গঙ্গায় ম'লে আমার পাপ দেহ শুদ্ধ হবে, আমার স্বামী আমায় ব'লেছে—আমায় নিয়ে যাবে। আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বে।

হেবো। কে তোকে নিয়ে যাবে? আম্‌রা তোকে নিয়ে যেতে এসেছি।

হরমণি। হেবো, বাবা একখানা পাল্কী দেখ্‌।

হেবো। এত রাত্রে পাল্‌কী কোথায় পাবো? বলিস্‌ তো আমি ওকে কোলে ক'রে নিয়ে যাই। ও বক্‌ছে, তুই কি শুন্‌ছিস্‌? আমার মা অমনি মর্‌বার সময় মিছে ব'কেছিল।

প্রমদা। না বাবা—মিছে নয়! সে আমায় ব'লে গিয়েছে, গঙ্গায় ম'রে শুদ্ধ হবো, তবে সে আমায় স্পর্শ ক'র্‌বে।

হর। হেবো, দেখ্‌ বাবা দেখ্‌, একখানা পাল্কী দেখ্‌।

হেবো। আমি দেখ্‌ছি, এত রাত্রে পাল্কী পাবো না। যদি পাল্কী না পাই এসে কিন্তু আমি কোলে ক'রে নিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

প্রমদা। মা, সে এসেছিল, আজ আবার ব'লে গেল! আমি রাস্তায় ছুট্‌ছি, সে বললে, যা গঙ্গায় ডুবে মর্‌. তার পর আমি যেখানে আছি, তোকে নিয়ে যাবো। তখন ঝম্‌ ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়্‌ছে, কড কড ক'রে বাজ ডাক্‌ছে, চেঁচিয়ে বল্লে—আমি শুন্‌তে পেলুম। বল্লে, চল্‌ চল্‌ মর্‌বি চল্‌, নইলে তোরে নেব না।

হর। পাল্কী আসুক্‌, আমি তোমায় গঙ্গায় নিয়ে যাবো মা! আহা! বাছা নিরাশ্রয় হ'য়ে আপনার স্বামীকে স্মরণ ক'রেছে, তাই খেয়াল দেখ্‌ছে।

প্রমদা। দেখ' দেখ' ওই এসেছে, ওই টোপর মাথায় দিয়ে এসেছে, ওই আমায় ডাকৃচে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না—দেখ্‌তে পাচ্ছ না!

হর। এ যে পূর্ণবিকার! না নিয়ে যেতে পার্‌লে যে এখনি মারা যাবে।

হেবো ফিরলে যে দু'জনে নিয়ে যাবার চেষ্টা পেতুম। আহা কি নিষ্ঠুর রে—চাবুক মেরেছে, গায়ে রক্ত জমে র'য়েছে।

প্রমদা। মা, মা, ওই দেখ এসেছে—ওই দেখ এসেছে, দেখ' দেখ'—ওই ডাকছে !

[বেগে প্রস্থান।

হর। এখনি কোথায় প'ড়ে মারা যাবে।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রকাশের বহির্ব্বাটীস্থ কক্ষ।

প্রকাশ ও সর্ব্বেশ্বর।

সর্ব্বে। তা ম'শায়, আমার অপরাধ কি?

প্রকাশ। না না তোমার অপরাধ নাই, আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ! নইলে তোমার মত ব্যক্তি আমার পরামর্শদাতা হবে কেমন ক'রে? আমারই দুর্ব্বুদ্ধি, —নইলে বন্ধুর স্ত্রীকে মজাবো কেন, বন্ধু-বান্ধব খোয়াব কেন, যে ছেলের মতন ভালবাস্‌তো—তাকে শত্রু কর্‌বো কেন। প্রসন্ন বাবুকে একবার বল্লেই হ'তো যে আমি প্যাঁচে প'ড়ে ভুবনের সম্পত্তি বাঁধা দিয়েছি, তিনি নিশ্চয় আমায় সাহায্য কর্‌তেন। ব্যবসায়ে অবিশ্বাসী হ'তুম না, বন্ধুর স্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট হ'তো না. এখন উপায় কি? দশ হাজার টাকার জন্যে তো ফোর্‌জারি চার্জ্জে চোদ্দ বৎসর যেতে হয়। সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে জাল হ্যাণ্ডনোট ডিস্‌কাউণ্ট ক'রেছি।

সর্ব্বে। আমিই তো আপনার সঙ্গে গিয়ে সে টাকা আনি, জাল-জালিয়াতের কথা তো কিছু বলেন নাই।

প্রকাশ। তুমি জান না? রমণীমোহন বাবুতো কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে মরেন, জাল না ক'র্‌লে তাঁর হ্যাণ্ডনোট কোথায় পাব? হুণ্ডির

চাপাচাপির সময় তুমিই তো পরামর্শ দিয়েছিলে, যে একখানা হ্যাণ্ডনোট ফ্যাণ্ডনোট জাল ক'রে এখন তো 'ডিউ' সামলান, তারপব দেখা যাবে। দশ হাজার টাকার জন্যে হাতে দড়ি প'ড়্‌তে চল্লো।

(ঘেঁচীব প্রবেশ)

ঘেচী। কি পবামর্শ হচ্ছে ? সেকেলে পরামর্শ চ'ল্‌বে না, ও তামাদি হ'য়ে গিয়েছে। বিলিতি পবামর্শ নাও, দশ হাজাব টাকা তো আজ রাত্রেই দিইয়ে দিচ্ছি।

প্রকাশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি চারা গাছে ফলেছ, কি পরামর্শ শুনি ?

ঘেচী। সে পাঁচ সাত রকম দিচ্ছি, তুমি ভুবনের কাছ থেকে একখানা চিঠি বাব করো দেখি, সে তাব ভাজকে লিখ্‌ছে,—"আমি মবণাপন্ন, একবার শেষ দেখা দেখে যাও।" মিঃ বাসু আজই তোমাকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছে।

(মিঃ বাসু ও চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

কেমন চিতি পিসী, তুমি চিঠি পেলে তো নির্ম্মলাকে এনে মিঃ বাসুকে দিতে পারবে ?

চিত্তে। তোমার পিসী কি না পারে বাছা ? তুমি চিঠি দাও না, আমি এখনি দম্‌সম দিয়ে এনে দিচ্ছি।

বাসু। পিসী, যদি পারো, আমি এখনই তোমায় নগদ দু'হাজার টাকা দিই। গঙ্গার ঘাটে দেখে অবধি আমার প্রাণ জ'লে যাচ্ছে। আমি বিবি চাই না, কিছু চাই না। আমি তাকে না পেলে ইয়াবকি আর দেবো না, বাড়ীতে গিয়ে ব'স্‌বো। প্রকাশ বাবু, আমি দশ

হাজার টাকা এখনই এনে দিচ্ছি, তুমি ভুবনের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসো। আমি চল্লুম, টাকা আন্‌চি।

[প্রস্থান।

ঘেঁচী। চিতি পিসী, চিঠি আনাচ্ছি. পারবে তো ? বোঝো, নইলে রেস্তো হাতছাড়া হ'য়ে যায়।

চিত্তে। এ কাজ আর পারবো না, নইলে গলায় দড়ি দিই না।

ঘেঁচী। (প্রকাশের প্রতি) যান যান চিঠি নিয়ে আসুন, দশ হাজার টাকা তো মোফ্‌ত পাচ্ছেন।

সর্ব্বে। অম্‌নি আপনি একখানা ভুবনের কাছ থেকে সাফাইনামা লিখে নেন, তা'হলে তো আর বেণীবাবুর দেইজীদের আপনার উপর মাম্‌লা চল্‌বে না। বিষয় খুইয়েছে ব'লে নালিসপত্র যা ক'রতে হয়, ভুবনের নামে করবে। আপনি এক্‌জিকিউটার হ'য়ে বিষয় বাঁধা দিয়েছেন, সে দায় তো কেটে যায়।

প্রকাশ। তুমি ওই কথাই একশো বার বল্‌ছ। সে বলে--'আমায় বে করো' চার মাস গর্ভশুদ্ধ বে করি কি ক'রে ?

চিত্তে। সাফাইনামা চাও, আমার পরামর্শ নাও। আমি একরকম ভুবনকে ব'লে এসেছি যে পেটের কাঁটা খসিয়ে ফেলো। তুমি চিঠি আনো, আমি ঠিক রাজী ক'র্‌বো। এক মাগী দাইকেও ঠিক ক'রেছি, সে এ কাজ কর্‌বে। সে মাগীকে আমার জব্দ কর্‌বার মন আছে। এ কাজ হ'য়ে গেলেই পুলিস সাজিয়ে নিয়ে যেও। দাড়িগোঁপ প'রে শুভঙ্কর জমাদার সাজ্‌বে, ঘেঁচী ইনস্পেক্‌টার সাজ্‌বে, আর বটকৃষ্ণ, সর্ব্বেশ্বর পাহারাওয়ালা সেজে গিয়ে, যা লিখে নিতে চাইবে, লিখে দিতে পথ পাবে না।

ঘেঁচী। Bravo পিসী—Bravo ! খুব মতলব বার করেছ। (প্রকাশের প্রতি) সাফাইনামা পেয়ে সত্যি পুলিসে ধরিয়ে দেবে। তা হ'লে তোমারও শত্রু ঘুচ্‌বে, প্রসন্নবেটাও জব্দ হবে। তুমি শত্রু দাঁড়ালে সাফাইনামা যে সাজস্‌, তা প্রমাণ হবে না। কেমন পিসী ?

চিত্তে। তাই তো বাবা—তাই তো।

ঘেঁচী। আর আমিও প্রসন্নবেটার নামে নালিস কচ্চি, যে আমার মাগকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। প্রকাশ বাবু, তুমিও প্রসন্নর বাড়ীতে যাও—এসো, তোমায়ও সাক্ষী দিতে হবে যে লাস পাচার করেছে—দেখেছ। আর চিতি পিসী ওদের বাড়ীর এক ঝিকে জোগাড় করেছে, সে সাক্ষী দেবে যে প্রসন্ন তার স্ত্রীকে বলেছে—"মেয়েকে বিষ দাও"।

চিত্তে। বউটো যদি আসে, কোথায় আন্‌বো ?

সর্ব্বে। কেন ? বেণীবাবু, বাগানের পেছনে যে বাড়ী আস্তাবল ক'র্‌তে নিয়েছিলেন, বেমেরামৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে—সেইখানে। কি বলিস্‌—ঘেঁচী ?

ঘেঁচী। বহুৎ আচ্ছা বাবা, তুমি বাড়ীখানা সাফ সুৎরো কর'গে : আমি মিঃ বাসুর বাড়ী থেকে furniture পাঠিয়ে দিচ্চি। ভাব্‌ছেন কি, দশ হাজার টাকা হাতে হাতে মার্‌বেন, চিঠিখানা নিয়ে আসুন। চলো পিসী, আমরা সব কাজে যাই, ব'সে থাক্‌লে হবে না।

[প্রকাশ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রকাশ। কি ছিলুম—কি হলুম ! অতি হীন কাজ, না ক'র্‌লেও তো উপায় নাই। দু'দিন পরেই ব্যাটারা ফৌজ্‌দারির ওয়ারেন্ট বার কর্‌বে, উপায় তো নাই। একজন মেয়েমানুষকে মজিয়েছি,

আবার একজনকে মজাতে হবে। এখন আর ভেবে কি ক'র্‌বো, অন্য পথ তো নাই!

(পাগলের প্রবেশ)

পাগল। কি ভাব্‌ছ? জাল দিয়ে তো জাল ঢাকা যায় না, ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। সদাশিব-চায়েনরূপের তো চোখ ঢাকা যাবে না যাদু! তারা তো বিধবা নয়—যে তোমার ভিরকুটীতে ভুল্‌বে! এখনো আঁতের ময়লা ওগ্‌রাতে পার্‌লে বেঁচে যাও। তা তো পার্‌বে না—সোজা পথ দেখ্‌তে পেলে না! তা যাও, বাঁকা পথে গিয়ে দঁকে পড়ো।

প্রকাশ। তুই এখানে কি ক'র্‌তে এসেছিস্—বেরো।

পাগল। গোয়েন্দা হ'য়ে খবর নিতে এসেছি, খবর পেয়েছি—চল্লুম।

[পাগলের প্রস্থান।

প্রকাশ। বেটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা, নইলে জাল হাণ্ডনোটের কথা জান্‌লে কি ক'রে? ব্যাটা শাসিয়ে গেল, বোধ হয় কালই ওয়ারেণ্ট বেরুবে। যে মজে মজুক, আমি আপনি বাঁচ্‌বার তো চেষ্টা পাই।

(ভুবনমোহিনীর প্রবেশ)

একি, তুমি এখানে কি ক'র্‌তে এসেছ? লোকে কি ব'ল্‌বে?

ভুবন। আর লোকে কি বল্‌বে? লোকে বলাবলির আর কি বাকী আছে? আমায় দেখে চাকর দাসী শুদ্ধ কানাকানি কচ্চে।

প্রকাশ। সে তোমার আপনার দোষে। চিতি তো তোমায় গোড়ায় ব'লেছিলো, তুমি পেটের কাঁটা খসিয়ে ফেলো। তুমি কারো' কথা শুন্‌লে না, তা আমি কি কর্‌বো?

ভুবন। তোমার কি আর মনুষ্যত্ব নাই? একে তো এই মহাপাপ করেছি, তার উপর জীবহত্যা ক'র্‌বো—ভ্রূণহত্যা ক'র্‌বো?

প্রকাশ। কেন দোষ কি? এমন একছার তো হচ্চে। তুমি কথা না শুন্‌লে, তোমার কাছে আমি যেতে পার্‌বো না।

ভুবন। প্রকাশ, তুমি কি আর সত্যি সত্যি সে মানুষ নও? তোমার কি সব গিয়েছে? তুমি আমার এই সর্ব্বনাশ ক'রে আর দেখা দাও না। আমি অবলা, নিরাশ্রয়, তোমার জন্য বাপ ত্যাগ ক'রেছি, মা ত্যাগ ক'রেছি, আশ্রয়হীনা ভগ্নীকে বাড়ীতে জায়গা দিই নাই, ভাইকে আস্‌তে দিই নাই। তুমি আমার এই দশা ক'রে বল্‌ছ কি না—ভ্রূণহত্যা না ক'র্‌লে আমার কাছে আস্‌বে না।

প্রকাশ। তুমিই তো আমায় কুপথগামী ক'র্‌লে। আমার দেবতার মত চরিত্র ছিল, আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চাই নি, তুমি বারণ শোনো নাই, আমি লোকনিন্দার ভয়ে আস্‌তে চাইতুম না, তুমি লোকনিন্দা উপেক্ষা ক'র্‌তে বলেছ।

ভুবন। হ্যাঁ সত্যই বলেছি, আমি সহস্রবার দোষী, কিন্তু কে আমায় বিধবার আচারে থাক্‌তে নিষেধ করেছিল? আমি সধবার আচারে যেরূপ ছিলুম, তা অপেক্ষা শতগুণে বিলাসী কে ক'রে-ছিল? কে আমায় ফুল প'র্‌তে ব'লে দর্পণে মুখ দেখ্‌তে ব'ল্‌তো? কে আমায় সকলের উপদেশ উপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লে, সুস্বাদু উদ্দীপক আহারের প্রবৃত্তি দিয়েছিল? যদি আমিই অপরাধী হই, অপরাধের কি মার্জ্জনা নাই? সম্পূর্ণ শাস্তি কি এখনো হয় নি? তোমার বন্ধুকে স্মরণ ক'রেও কি মার্জ্জনা ক'র্‌তে পারো না? অবলা আশ্রিতা ব'লেও কি মার্জ্জনা ক'র্‌তে পারো না? আমায় রক্ষা করো, আমায় আত্মঘাতিনী ক'রো না।

প্রকাশ। আমি তোমায় গর্ভশুদ্ধ বিবাহ ক'র্‌তে পার্‌বো না। তুমি ছেলে কোলে ক'রে বেড়াবে,ছেলের মা হবে—সখ হ'য়েছে। তুমি দোষ মনে ক'চ্চ, তোমাদের বউকে জিজ্ঞাসা করো দেখি, সে কেমন দোষ বলে! সে যদি দোষ না বলে, তাহ'লে তো রাজী আছ? ভুবন, এ কেন দোষ মনে কচ্চ, এ সকল ঘরেই আছে, তবে তোমার মতন কেউ ঢলাঢলি ক'র্‌তে চায় না। আমি যা বল্‌চি—করো, তারপর তোমার কথা আমি রাখ্‌বো।

ভুবন। আমাদের বউ আমার আর মুখ দর্শনও ক'র্‌বে না।

প্রকাশ। কেন কর্‌বে না, তুমি মিনতি ক'রে চিঠি লিখে দেখ' দেখি? সে মুখদর্শন ক'র্‌তে চায় না সাধে? চিতিকে ব'লেছে, গর্ভবতী বিধবার কাছে যাব কেমন ক'রে? আমার যে নিন্দা হবে।

ভুবন। সে দেবী, সে কখনো আমায় পাপে মতি দেবে না।

প্রকাশ। না দেবে না! সে কি আমার মত তোমায় স্পষ্ট ক'রে বলবে? তোমায় আর ব'লে গিয়েছিল কি? বলেছিল না—কাশীতে গিয়ে থাকো, তার মানে কি? তুমি তারে ডেকে স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করো, স্পষ্ট কথা সে বল্‌বে।

ভুবন। না—না, আর তুমি আমার লাঞ্ছনা ক'রো না; সে কখন' ব'লবে না।

প্রকাশ। সে বলবে—নিশ্চয় বল্‌বে। এই তারই কথায় তো চিতি তোমায় বলেছিল। শোনো, কথা কাটাকাটি ক'রো না, পত্র লিখে পাঠাও। সে বল্লে তো রাজী আছ? আমি যা বল্‌ছি তা করো, তারপর তোমায় বে কর্‌বো।

ভুবন। কি লিখ্‌বো?

প্রকাশ। জন্মের শোধ একবার দেখা ক'রে যাও। এই চিতি আস্‌চে, চিতিকে দে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ভুবন। আচ্ছা আমি লিখ্‌ছি। সে যদি না বলে ?

প্রকাশ। সে না বলে, আমি তোমায় বিবাহ কর্‌বো। নাও কাগজ-কলম নাও, চিঠি লেখো। লেখো—"দিদি, জন্মের শোধ আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাও"।

(চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

কেমন চিত্তেশ্বরী, তোমায় বলে নাই যে ঠাকুরঝিকে পেটের কাঁটা সরাতে ব'লো ?

চিত্তে। ওমা—বলে নাই, মাথার দিব্বি দিয়ে বল্লে। বলে, ওষুধপত্র না খেতে চায়, গলায় পা দিয়ে খাইও।

ভুবন। (পত্র লিখিয়া) এই লিখ্‌লুম—হবে ?

প্রকাশ। হবে—হবে—দাও। (পত্র গ্রহণ করিয়া) তুমি যাও, এখনই সব লোক আস্‌বে। আমার একই কথা, আমি যা বল্‌ছি—তা করো, আমায় সাফাই লিখে দিও যে তোমার কাছে আমার আর দায়িত্ব নাই, তোমার দেনায় আমি বাঁধা দিয়েছি। আমায় অবিশ্বাস করো, আমি বে কর্‌বো আর কাগজখানি তুমি আমায় দেবে। ঐ বুঝি কে আস্‌ছে, আমি অন্য ঘরে বসাই, তুমি শীগ্‌গির চ'লে যেও।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

ভুবন। (পদধারণ করিয়া) প্রকাশ, আমায় এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করো। আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়েছ, তাতে আমি দুঃখিত নই। তুমি সাফাই লিখে নিতে চাও, আমি রাজী আছি,—আমার কলঙ্ক

থেকে মুক্তি দাও—তুমি আমায় বিবাহ করো। আমি তোমার গলগ্রহ হবো না, আমি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে থাক্‌বো, ভিক্ষা ক'রে খাব। কিন্তু লোকে বেশ্যা ব'লে ঘৃণা কর্‌বে, ভিক্ষা কর্‌তেও বাড়ী ঢুক্‌তে দেবে না। বাপ ভাই কাছে আস্‌বে না—আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো।

প্রকাশ। যাও যাও, আর ঢলাঢলি ক'রো না, যা বল্লুম—করো।

[প্রস্থান।

চিন্তে। বাছা আমি যা বল্‌ছি শোনো, ও সব ন'টো লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রো না। বে করে তখন কর্‌বে, তুমি তো এখন ঝাড়াঝাপ্‌টা হও। ও সব বাড়ীতেই হচ্চে। খুব সোজা, আমি একটা মাগী ঠিক ক'রেছি, সে রাত্রে এসে তোমায় খালাস ক'রে যাবে। কাকে-কোকিলে টের পাবে না, ভোরে উঠে দেখ্‌বে, তুমি যেমন ছিলে—তেম্‌নি, আর কারু কাছে তোমার মুখ নীচু হবে না। আর তোমাদের বউকে ডাকাডাকি কিসের? সে তো আমায় ব'লেই দিয়েছিল,—এখন কি জীব হ'য়েছে যে জীবহত্যা হবে? আহা বাছা কেঁদো না, ন'টো মানুষের দমে প'ড়ে বাছার এই দশা! তুমি এসো, আমি সেই মাগীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে তোমার কাছে যাচ্চি। (স্বগত) ছুঁড়ি অংখারে দেখ্‌তে পেতো না, আমি স্বস্ত্যেন কর্‌তে ব'লেছিলুম, আমায় দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল, একবার পেলে হয়।

[প্রস্থান।

ভুবন। কি বল্লে,—মাকে খবর দেবে? মার সঙ্গে একবার দেখা

হ'লে হতো। ঝিকে দিয়ে প্রবোধকে ডাক্‌তে পাঠাই। কি হবে—কি কর্‌বো? মার কাছে যাবো? কি হলো—কোথায় যাবো!

[প্রস্থান।

— - —

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

পার্ব্বতী ও নির্ম্মলা।

পার্ব্বতী। আমি হেথায় থাক্‌বো না—থাক্‌বো না! ও, মেয়েকে বিষ খাইয়েছে, গলায় পা তুলে দে মেরেছে। আমায় গলা টিপে মার্‌বে, তোর গলা টিপে মার্‌বে, পালাই চল—পালাই চল, পরের বাছা কেন অপঘাতে মর্‌বি!

নির্ম্মলা। মা, তুমি অমন হ'লে কেন? আমি তোমায় বল্‌ছি, ঠাকুরঝি বেঁচে আছে, আজই দেখ্‌তে পাবে।

পার্ব্বতী। দেখ্‌তে পাব কি—দেখেছি, অপঘাতে ম'রে পেত্নী হ'য়েছে। সে এসেছিল—আমায় বলেছে—'দেখ মা, আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেছে'।

নির্ম্মলা। মা, আমি তো তোমার সঙ্গে কখনো মিথ্যা কথা বলি না, তুমি কেন অবিশ্বাস কচ্চ? হরমণি ঠাকুরঝিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌চে। সত্যি, তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি—সত্যি।

(প্রমদা, হরমণি ও প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

প্রসন্ন। এই নাও, তোমার মেয়ে নাও, আর আমার কলঙ্ক ক'রো না। আর আমায় আত্মগ্লানিতে পুড়িয়ে মেরো না। আমি নিষ্ঠুর বাপ্, তাই ব'লেছিলুম—গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল্‌বো, তাই ব'লেছিলুম—বিষ দাও।

পার্ব্বতী। দেখো—দেখো—পেত্নী হ'য়েছে দেখো, আমার কথা সত্যি কি না দেখো!

প্রমদা। মা—মা—দেখো না মা—আমি বেঁচে আছি।

পার্ব্বতী। বউ মা—বউ মা, পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো, পেত্নী ছুঁলে পেত্নী হ'তে হবে।

(পার্ব্বতীর প্রস্থান ও প্রমদার পশ্চাৎ গমনোদ্যোগ।)

হরমণি। যেও না, ওঁর এখন চৈতন্য নাই। যে দিন থেকে তুমি নিরুদ্দেশ, সেই দিন থেকে ওঁর এই দশা হ'য়েছে।

প্রসন্ন। হরমণি—হরমণি, এর আগে খবর পেলে বুঝি এ সর্ব্বনাশ হ'তো না।

হর। বাবু, ডাক্তার মানা ক'রেছিল, বলেছিল—এই কাহিল অবস্থায় হঠাৎ আপনার জনকে দেখ্‌লে মারা যাবে। তাই বাবু খবর দিই নাই। একটু সাম্‌লাতেই খবর দিয়েছি। আর বাঁচ্‌বার আশা ছিল না, সেজন্যও খবর দিতে কুণ্ঠিত হ'য়েছিলুম।

প্রসন্ন। মা, মা, আমার উপর অভিমান ক'রে গিয়েছিলে মা! আমি বড় জ্বালাতন হ'য়ে নিষ্ঠুর কথা মুখে এনেছিলুম, তুমি তাই কি আমার বাড়ী ফিরে এসো নাই?

প্রমদা। বাবা, আমি ভালই করেছি। ভগবান আমায় পথ দিয়েছেন ; আমি নিরাশ্রয় হ'য়েছিলুম, আমি এই দেবীর কৃপায় নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হ'য়েছি, আমার জীবন বিফল নয় বুঝেছি।

প্রসন্ন। মা, তুমি কেন নিষ্ঠুর হ'য়েছ, আমার কাছে কেন থাক্‌বে না ? আমার সর্ব্বস্ব যাক্—লোকে ঘৃণা করুক্,—আমার অন্তরের নিধি, আর তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! তোমার গর্ভধারিণীর দশা চক্ষে দেখ্‌লে, ওকে কে দেখ্‌বে ? বউ মা একা, একা তো বাছা সেবা ক'র্‌তে পার্‌বে না, তুমি থাক মা, আমার কথা ঠেলো না।

প্রমদা। বাবা, আমি আস্‌বো, সেবা কর্‌বো, কিন্তু হেতা থাক্‌বো না। আমার জন্যে অনেক স'য়েছ,আর যন্ত্রণা দেবো না। যেমন আমাকে নিয়ে তোমার কলঙ্ক হ'য়েছে, আমি ভগবানের কার্য্যে দেহ দিয়েছি, তোমার সে কলঙ্ক দূর হবে, তোমার মেয়ের গৌরব অনাথা কর্‌বে, নিরাশ্রয় বালক কর্‌বে। বাবা, আমি এত দিনে আমার জীবনের সঙ্গী পেয়েছি, এত দিনে আমি ভগবানের ঘরে আশ্রয় পেয়েছি, ভগবানের সংসারে ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। সে শান্তিময় সংসার, সে সংসার থেকে আমায় এনো না, আমার জন্যে অনেক ভেবেছ, অনেক স'য়েছ—নিশ্চিন্ত হও

(নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ)

নির্ম্মলা। বাবা—বাবা, মা কেমন নিঃঝুম :হ'য়ে পড়েছেন, মাথা দিয়ে আগুন বেরুচ্চে,ছোট্ ঠাকুরঝির নাম কচ্চে—বল্‌ছেন,—"কই রে আমার প্রমদা কইরে" !

প্রসন্ন। এঁ্যা—এঁ্যা—

নির্ম্মলা। বাবা, ব্যস্ত হ'য়ো না, আমি ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠিয়েছি।

ঠাকুরঝি, তুমি যাও, তুমি মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াও গে, হয় তো তোমায় চিন্‌তে পারবেন। আমি হরমণিকে একটা কথা ব'লে যাচ্চি।

[হরমণি ও নির্ম্মলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হর। কি মা কি ?

নির্ম্মলা। মা, আমি যোগে গঙ্গাস্নান ক'র্‌তে গিয়েছিলুম, কে আমার পাল্কীতে কতকগুলো ফুল, একটা তোড়া, একটা হাতীর দাঁতের বাক্স, তার উপর লাল ফিতে দে বাঁধা এক খানা চিঠি দিলে। দরোয়ানেরা ভিড়ে ঠাওর পেলে না—কে। চিঠীতে লেখা, বাক্সোতে কুড়ি টাকা ক'রে দশ হাজার টাকার নোট আছে, আরও দশ হাজার টাকা দেবে, য়দি আমি তার বাগানে যেতে রাজী হই। ছোট্ ঠাকুরজামায়ের বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে লিখেছে যে এই ঠিকানায় পত্র দিলেই আমি পাবো। এ কে তো বুঝ্‌তে পাচ্চি নে, বাক্স ফিরিয়ে দেব কি ক'রে ?

হর। সে ছোঁড়া আর কেউ নয়, বোস সাহেব না কি বলে। তার বাপ নাকি ম'রে গিয়েছে, কতকগুলো টাকা হাতে প'ড়েছে, তাই এই কীর্ত্তিগুলো ক'চ্চে। তুমি মা এ কথা গোপন ক'রো না। অনেক বিধবা লোকনিন্দার ভয়ে এই সব কথা গোপন করে, তাতে বদ্‌মাইস লোক প্রশ্রয় পায়, বিধবাকেও লোকে সন্দেহ করে। লোকনিন্দা আর বিনা অপরাধে বাড়ীর তাড়নায় সে মনে ক'রে, অপবাদ তো হয়েইছে, একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলে।

নির্ম্মলা। না মা, আমি এ কথা গোপন করবো ? আমার শ্বশুর এক রকম হ'য়ে আছেন, তাই বাবাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি।

হর। বেশ ক'রেছ মা, তোমার বাবা যা হয় ক'র্‌বেন্‌। আমি আস্‌ছি, তোমরা ছেলে মানুষ, তোমার শ্বাশুড়ীর কাছে রাত্রে থাক্‌বো।

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। বাবা এখনও আস্‌ছেন না কেন ? তিনি কি খবর পান নি ? ডাক্তারও তো এলো না।

(চিত্তেশ্বরীর প্রবেশ)

কেন গা, তুমি কি ক'র্‌তে এসেছ ?

চিত্তে। এই চিঠিখানা দিতে এসেছি, তোমার বড় ননদ দিয়েছে।

(পত্র প্রদান ও, নির্ম্মলার পাঠ)

আমার উপর রাগ ক'রো না মা, আমরা শান্তি-স্বস্ত্যেন ক'রে খাই, ওই আমাদের রোজগার।

নির্ম্মলা। (পত্র পাঠ করিয়া) তার কি হ'য়েছে ?

চিত্তে। মা, কুকাজ ক'রে ফেলেছে, ঘর-দোর সব ভেসে গিয়েছে ; নাড়ী নাই, মর্‌বার সময় তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে কি বল্‌বে। দুর্ব্বুদ্ধি দেখো মা, কর্‌লি—কর্‌লি, নিজের বাড়ীতে কর্—তা নয়, আস্তাবল বাড়ীতে গে উঠেছে।

নির্ম্মলা। সে না ভূতের বাড়ী বলে ?

চিত্তে। প'ড়েঝ'ড়ে যাচ্চে, তাই বলে। ঠিক বাগানের পেছনে। আজ যদি যাও দেখা হবে ; নইলে যে অবস্থায় দেখে এসেছি, আড়াই প্রহর পেরোয় কি না।

নির্ম্মলা। আচ্ছা তুমি যাও, এখানে বড় বিপদ ; দেখি কি হয়—তারপর যাবো।

চিত্তে। তা আমি বলিগে, তুমি আস্‌চো, শুনে একটু ঠাণ্ডা হবে। আমার সঙ্গে এলেই হ'তো, ওই গাড়ীতেই রেখে যেতুম। আমার গাড়ী ক'রে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে কি না।

(নেপথ্যে শ্যামাদাসের গলাখাঁকাড়ি দেওন)

(স্বগত) কোন্ মড়া আবার গলা খাঁকাড়ি দিয়ে আস্‌চে, ছুটো ভুজং দিতে পার্‌লুম না। (প্রকাশ্যে) তবে যেও মা,—লজ্জার কথা, থানাপুলিসের কথা, পাঁচজনকে ব'লো না। আমি বলিগে, তুমি আস্‌ছ।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে পুনরায় গলাখাঁকাড়ি দেওন)

নির্ম্মলা। কেও বাবা? এসো না—

(শ্যামাদাসের প্রবেশ)

বাবা অনেক কথা, আমার ঘরে এসো, মা কেমন হ'য়ে প'ড়েছেন, ছোট ঠাকুরঝিকে দেখে পেত্নী মনে ক'রেছেন। তুমি এই চিঠি দেখো।

শ্যামা। বারণ কর্‌লুম শুন্‌লে না, নিজের দোষে সংসারটা ছারেখারে দিলে। (পত্র গ্রহণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মদের দোকানের সম্মুখস্থ বাজারের পথ।

(সর্ব্বেশ্বর ও ঘেঁচীর প্রবেশ)

সর্ব্বে। আমি বাড়ী সাজাচ্চি,—দেখি হেবো ব্যাটা এদিক ওদিক ঘুরচে। বোধ হয় মিঃ বাসু চিতিকে যা বল্‌ছিলো—সব শুনেছে। আমাকে দেখে ছুটে পালিয়ে এলো। ব্যাটা তো খবর দেবে না ?

ঘেঁচী। শুনে থাকে শুনেছে, আমি আটক ক'রে রাখ্‌বো এখন। তোমরা সব জমাদার, পাহারাওয়ালা সেজে, প্রকাশকে নিয়ে ভুবনের বাড়ীতে গিয়ে ওঠো; চিতি খবর পেয়েছে, কাজ রফা হ'য়েছে। কিন্তু প্রকাশের ঠেঙে আগে লিখিয়ে নিয়ো যে, সে দেখেছে, প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে আমার স্ত্রীর লাস চালান দিয়েছে। একটা এফিডেভিট ক'রে নিলেই হ'তো ভাল, তা থাক, আমাদের হাত ছাড়িয়ে যাবে কোথায় ? ওই যে হেবো আস্‌ছে, দাও দাও—আমার ইনস্পেক্‌টার সাজ্‌বার দাড়ি-গোঁপটা দাও, তুমি স'রে পড়ো।

[ঘেঁচীকে দাড়িগোঁপ দিয়া সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান।

(হেবোর প্রবেশ)

হেবো। বেটারা সব কি বলাবলি ক'র্‌লে। হরমণি বুঝে নেবে এখন। হ্যাঁ—চিতি প্রসন্নবাবুর বউকে নিয়ে আস্‌বে।

ঘেঁচী। ভাই হাবু, আমি গোঁপ-দাড়ি রেখেছি ব'লে চিন্‌তে পাচ্চ না ?

হেবো। তুই ঘেঁচী! তোকে মার্‌বো, আমি তোরে খুঁজ্‌চি।

ঘেঁচী। মারো ভাই, আমি আর ঘেঁচী নই, আমি দাড়ী রেখেছি আর নাম রেখেছি—পরোপকারী।

হেবো। সত্যি?

ঘেঁচী। আর আমি মিথ্যা কথা বলি নি।

হেবো। তুই এখানে কি কচ্চিস্?

ঘেঁচী। যেমন বেণীবাবু রাস্তায় প'ড়ে পা ভেঙেছিলেন, মুখে মদ দিয়ে পাগল বাঁচিয়েছিল,—টাকা আন্‌তে ভুলে গিয়েছি, কি ক'রে মদ কিন্‌বো ভাব্‌চি,—মদ না নিয়ে গেলে তো সে বাঁচ্‌বে না; তবে তুই যদি ভাই একটা কাজ করিস, তবে মানুষটা বাঁচে।

হেবো। কি বল্—কি বল্—আমি কর্‌বো।

ঘেঁচী। আচ্ছা—তুই এই মদের দোকানে ব'স, আমি মদ নিয়ে যাই, টাকা এনে তোকে নিয়ে যাবো। তুই ঘোড়া চ'ড়্‌তে চেয়েছিলি, ঘোড়া এনে তোকে চড়িয়ে নিয়ে যাব। তুই বস্‌বি তো?

হেবো। তা পার্‌বো।

ঘেঁচী। দাঁড়া, আমি ডাক্‌লে আসিস্। (শুঁড়ীর দোকানের সম্মুখে গিয়া) "এই, দু' বোটল ভালা হইস্কি ডেও। হামারা আড্‌মি হিঁয়া রহেগা, হাম কুছ চিজ খরিড করকে জল্‌দি আতা। হাবু!—(হেবোর নিকটে আগমন)—বস। (শুঁড়ীর প্রতি) হামি জল্‌ডি আতা।

[মদ লইয়া প্রস্থান।

শুঁড়ী। তুমি সাহেবের কি কাজ করো?

হেবো। কোন সাহেব?

শুঁড়ী। কোন সাহেব কি ? ওই যে তোমায় ব'সিয়ে রেখে চ'লে গেল ?

হেবো। ও পরোপকারী, টাকা আন্‌তে গেল, আমায় ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাবে।

শুঁড়ী। পরোপকারী কি ? ওর নাম কি ?

হেবো। ও ঘেঁটী সাহেব ছিল, এখন দাড়ি-গোঁপ রেখে পরোপকারী হ'য়েছে।

শুঁড়ী। অ্যাঁ—ঘেঁটী ! সে তো জোচ্চর—তুমিও জোচ্চর !—টাকা দাও।

হেবো। আমি টাকা কোথা পাবো ?

শুঁড়ী। পাবে কোথা কি !—পুলিসে ধরিয়ে দেবো। তুমি ওর সঙ্গে বেড়াও আমি দেখেছি।

হেবো। না—না, আমি ওর সঙ্গে বেড়াই নি।

শুঁড়ী। এই এক সঙ্গে ছিলে, আর বল্‌ছ বেড়াও নি।

(হরমণির প্রবেশ)

হেবো। ও হরমণি—হরমণি—

হর। কি রে হেবো !

হেবো। হ্যাঁ, আমি তোর কাছে যাচ্ছিলুম। ঘেঁটী আমায় বসিয়ে মদ নিয়ে গেছে। এরা টাকার জন্যে পুলিসে দেবে বল্‌চে।

হর। দাও বাবা ছেড়ে দাও, কত টাকা ?

শুঁড়ী। না মা, ওরে ছেড়ে দিচ্চি, তোমার টাকা চাই নে। আমি শালার ঠেঙে টাকা আদায় করবো, দাড়ি-গোঁপ প'রে আমায় ঠকিয়ে নে গেল !

হর। তুই আমার কাছে কেন যাচ্ছিলি ?

হেবো। আমি ব'লতে যাচ্ছিলুম, ওরা ভূতের বাড়ী কি পরামর্শ করলে। চিতি প্রসন্নবাবুর বউকে নিয়ে যাবে। বাসু সাহেব টাকা দেবে।

শুঁড়ী। কি বলচে মা—কি বলচে! ওই বাসু সাহেব বল্লে না? দু'তিন বেটা জড়িয়ে মদ নিতে এসেছিল। বলাবলি কচ্ছিল বটে। চিত্তেশ্বরী বেটী কার বউ বার ক'র্বে। তা বলতো মা, ব্যাটাদের খুব জব্দ ক'রে দিই। এ বাজারে আরো সব লোক আছে, তাদের সব টাকা পাওনা, ওদের উপর খুব রাগ। ব্যাটারা রাস্তায় মেয়ে-ছেলে চ'ল্লে বেইজ্জত করে। সেদিন যে ব্যাটারা পালালো। হাবু বাবু, প্রসন্নবাবুব বউ না—কি বল্লে?

হর। হাঁ বাছা—সে সতীলক্ষ্মী, তারে বেইজ্জত কর্‌বার চেষ্টা পাচ্চে।

শুঁড়ী। মা, তুমি কিছু ব'লো না, আমরা ব্যাটাদের ঢিট ক'রে দিচ্চি। বাড়ীটে দেখিয়ে দিয়ো তো হাবু বাবু!

হর। না বাছা মারামারি ক'রো না, আমি প্রসন্নবাবুর বাড়ী গিয়ে সাবধান ক'চ্চি।

[হরমণির প্রস্থান।

হেবো। শুঁড়ী ভাই, তুমি জব্দ ক'রে দাও। কারু কথা শুনো না।

শুঁড়ী। বেসো যা তো, আকড়ায় খবর দে তো। হাঁরে—সেই মুখোস টুখোসগুলো আছে না?

বেসো। হাঁ।

শুঁড়ী। এসো তো হাবু বাবু।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

বেণীমাধবের ভগ্ন আস্তাবল বাড়ীর উপরিস্থ হলঘর।
(ঘেঁচী, মিঃ বাসু, মিঃ বড়াল, মিঃ মল্লিক ও চিত্তেশ্বরী।)

বাসু। কই—এখনো যে আস্‌ছে না ? আমার কিছু ভাল লাগ্‌চে না। আমি তাকে সর্ব্বস্ব দিতে রাজী আছি, তাকে বে ক'র্‌তে রাজী আছি। আমি প্রকাশকে দশহাজার টাকা দিয়েছি, তার পাল্‌কীর ভেতর দশহাজার টাকা দিয়েছি। (চিত্তেশ্বরীর প্রতি) চিতি, যদি না আসে, তাহ'লে আর আমি তোর মুখ দেখ্‌বো না।

চিত্তে। কেন ব্যস্ত হচ্চ ? আমার কাঁচা কাজ নয়, এই এলো বলে, তোমরা মদটদ খাও। আমি চাকরের কাছে খবর নিয়েছি, খাল পারের গাড়ী ডাকৃতে ব'লেছে। আমি মিছে টাকা খাই নি, আমায় বেধর্ম্মে পাবে না। কাল তোমার বাড়ী গিয়ে বখ্‌সিস্ নেবো।

বাসু। তুমি যা বখ্‌সিস্ চাও দেবো। আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হোক, তোমারও প্রাণ ঠাণ্ডা ক'র্‌বো।

চিত্তে। আচ্ছা—দাঁড়াও, আমি এগিয়ে দেখ্‌ছি। আমি যে দম্ লাগিয়েছি, এসে প'ড়্‌লো বলে। ঘেঁচী, বাবা তুমি ইনস্পেক্‌টার সেজে থেকো। দাই মাগী আমায় খবর দিয়েছে যে সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। আমি প্রকাশ-টুকাশকে নিয়ে আসিগে।

বাসু। না, তুমি আগে দে'খ।

চিত্তে। কেন ভাব্‌ছ, আমি তো তাই যাচ্ছি।

[চিত্তেশ্বরীর প্রস্থান।

বাসু। আঃ কতক্ষণে আস্‌বে, আমি তারে ভুলিয়ে আমার কর্‌বো! টাকা দিয়ে হোক, পায়ে ধ'রে হোক, সে যদি আমার হয়, আমি কিছু চাই না।

ঘেঁচী। এসে প'ড়্‌লে আর যাবে কোথা।

বাসু। ঘেঁচী, দেখ'—দেখ'—এগিয়ে দেখো। একখানা গাড়ীর শব্দ পাচ্চি।

ঘেঁচী। হ্যাঁ হ্যাঁ—বটে বটে। তুমি মেয়ে কাপড়খানা মুড়ি দিয়ে থাকো, আমরা সব স'রে যাচ্চি।

[মিঃ বাসু ব্যতীত সকলের প্রস্থান এবং বাসুর কাপড়ের আবরণ দিয়া উপবেশন।

(হেবো, শুঁড়ী ও বেসোর নীরবে প্রবেশ এবং বাসুকে বন্ধন করণ)

বাসু। ও বাপ্‌রে—কেরে! ঘেঁচী—ঘেঁচী—আমায় বাঁধ্‌চে!

(ঘেঁচী, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়ালের পুনঃ প্রবেশ)

ঘেঁচী, মল্লিক ও বড়াল। কি হে—কি হে?

(দোকানদারগণের নীরবে প্রবেশ এবং সকলে মিলিয়া ঘেঁচী, মিঃ মল্লিক ও মিঃ বড়ালকে বন্ধন)

হেবো। শালা ঘেঁচী, আমার বাঁধা দিয়ে মদ খাবে? শালাকে ঘোড়ার মুখোসটা পরিয়ে দাও। আমি টগাবগ্‌ হাঁকাবো।

ঘেঁচী। ওরে ছাড়—ছাড—

হেবো। (মুখে লাগাম দিয়া) এই ডাইনে চলো—বাঁয়ে রাখ্‌খো—

ঘেঁচী। ওরে ছাড়্‌—ছাড়্‌—

হেবো। ছাড়্‌বো কেন! শুঁড়ী ভাই, ঘোড়ার মুখোসটা এই ব্যাটার মুখে দাও। ডাক শালা চিঁহিঁহিঁ কর্। (প্রহার)

বাস্থ। বাবা, আমার মুখে দিয়ো না, আমি হাঁপিয়ে ম'রে যাবো।

শুঁড়ী। সাহেব, দাড়ি কামালে কখন?

ঘেঁচী। দোহাই বাবা, আমায় ছাড়িয়ে দাও বাবা, আমি তোমায় টাকা দিচ্চি।

হেবো। শুঁড়ী ভাই, তুমি আগে টাকা নিয়ো না, মুখোসটা পরিয়ে দাও, আমি আগে খানিক ঘোড়া হাঁকাই।

১ম দোকানী। দাও তো—দাও তো, ভাল্লুকের আর বাঁদরের মুখোস দু'টো দাও তো, আমি এই দু'শালাকে নাচিয়ে টাকা আদায় করি। আর এই ব্যাটাকে গাধার মুখোস দাও, ব্যাটা গাধা, এই ব্যাটাদের পরামর্শে বাপের বিষয় ওড়াচ্চে।

বাস্থ। না বাবা, আর মুখোস দিতে হবে না, আমার আক্কেল হ'য়েছে। যার যার পাওনা, আমি সব দিচ্চি, আমায় ছেড়ে দাও।

১ম দোকানী। না সাহেব, একটু নাচো—তাহ'লে মনে থাক্‌বে।

(ঘেঁচী, মিঃ মল্লিক, মিঃ বড়াল ও মিঃ বাস্থকে যথাক্রমে ঘোড়া, ভাল্লুক, বাঁদর ও গাধার মুখোস পরাইয়া দিয়া সকলের গীত)

গীত।

এরা বাছা বাছা সাঁচ্চা জানোয়ার।
দিশী কি বিলিতী ছাঁচে আঁচে বুঝে ওঠা ভার॥
এ ঘোড়া নিজেই জোড়া, নিখুঁত গড়ন আগাগোড়া,
খায় বিলিতী কচুর গোড়া, দৌড়টা খুব চটকদার॥
মুলুকজাদা ভালুকটা খেড়ে, বেড়িয়ে এলো জাহাজ চড়ে,
কে জানে কে শেখালে, খেল্ খেলে খুব চমৎকার॥

ইটী ঠিক বাঁদর খাঁটী, ভিরকুটীতে পরিপাটী,
এক ধরণের জন্তু ক'টী, এরও নাচের বেশ বাহার॥
গাধা কিন্তু ছিল হেতায়, ধাত পেয়েছে গা ঘ'সে গায়,
এখন আর ওরে কে পায়, গাধার হ'য়েছে সরদার॥
আধ্ বিলিতী আধ্ দিশী ঢং, দো অাস্‌লা নাচন কোঁদন,
ভাবি তাই ল্যাজ কেন নাই, এইটী তো ভুল বিধাতার॥

(শ্যামাদাসের প্রবেশ)

শ্যামা। এ সব কি কচ্চ? ছেড়ে দাও—

শুঁড়ী। বাবু, সাহেবদের সব একটু আক্কেল দিচ্চি।

শ্যামা। দাও—দাও—খুলে দাও—

(শুঁড়ী ও দোকানদারগণ কর্ত্তৃক সাহেবদের বন্ধন ও মুখোস মোচন)

মিঃ বাসু, তোমাব টাকা নাও। তুমি একজন মান্যগণ্য লোকের ছেলে, একেবাবে অধঃপাতে গিয়েছ? এই অসৎ কার্য্যে যে সব টাকা খবচ ক'চ্চ,এতে সহস্র সহস্র লোকের জীবন রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌তে। কিন্তু তোমার অপরাধ কি দেবো--দেশেব দুর্দ্দশা—বডমানুষের ছেলের এ সৎপ্রবৃত্তি হ'লে অনাথা বিধবা খেতে পায়, দবিদ্র বালক স্কুলে প'ড়্‌তে পায়, দেশে বাণিজ্য বিস্তাবে অনেক বেকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়। কিন্তু কি বিড়ম্বনা, এ সৎপ্রবৃত্তি বিরল! সৎপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে তোমার মত অনেকেরই পশুবৃত্তি প্রবল হয়।

বাসু। না ম'শায়, দেখ্‌বেন আমি শোধ্‌রাবো, আমি আর এদের সঙ্গে বেড়াবো না। ম'শায় আমার বাপ নাই, আপনি আমার বাপ, আমায় মাপ ক'র্‌বেন। ভাই, তোমাদের সকলের টাকা চুকিয়ে দিচ্চি।

হেবো। আমি ঘেঁচী ব্যাটাকে আর গোটা দুই কিল ঝাড়্‌বো।

শ্যামা। না বাবা—যেতে দাও।

ঘেঁচী। আচ্ছা বাবা, এ দাঁও ফস্‌কালো, আমি দেখে নিচ্চি।

[ঘেঁচীর প্রস্থান।

শুঁড়ী। ম'শায় শুন্‌লেন ? হাবু বাবু যা ব'লেছিলেন, তাই ঠিক হ'তো।

শ্যামা। যাক্ গে—চলো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষ।

ভুবনমোহিনী ও দাই।

দাই। মা, আমি চিত্তেশ্বরীকে ব'লেছি, তুমি এ কাজ ক'রেছ, নইলে সে আবার তোমায় ভুজং দিতে আস্‌তো। সে কি মতলবে ফির্‌চে, আমার উপরও হারামজাদীর রাগ আছে। বোধ করি, তোমাকে আমাকে জব্দ কর্‌বার জন্যে এই সব কুবুদ্ধি দিয়েছে। তুমি ভেবো না, আমি তোমায় খালাস ক'রে দিয়ে যাবো, আর ছেলে হোক, মেয়ে হোক্, আমি নিয়ে যাব। এমন আমরা করি, হরমণি আমার ঠেঁয়ে কত ছেলে নিয়েছে। এমন কুকাজ আগে ক'রেছি, ফ্যাঁসাদে প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে র'য়ে গেছি। হরমণি আমায়

বাঁচিয়েছে, আমি তার কথাতে শুধ্‌রেছি। আমি চল্লুম মা, কারো পরামর্শ শুনো না—বিপদে প'ড়্‌বে, হয় তো মারাও যেতে পারো, অনেকে মারা গিয়েছে, আমি আসি।

ভুবন। আচ্ছা মা এসো।

[দাইয়ের প্রস্থান।

প্রবোধ এখনো ফির্‌লো না কেন? ছেলেমানুষ, কারুকে কি ব'লে দিলে।

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্রবোধ। দিদি, আমায় যে বড় তাড়িয়ে দিয়েছিলি? তুই না ডাক্‌লে আমি আর আস্‌তুম না। রাগ ক'রে গিয়েছিলুম, তোর কে কাজ ক'র্‌তো দেখ্‌তুম। এই আফিং এনেছি নে। আমি কেমন সেয়ানা, এত আফিং কি দেয়, চার দোকান থেকে কিনেছি।

ভুবন। দেখ্‌, আমি যদি কোথাও যাই, তুই বাবার পায়ে ধ'রে বলিস, আমায় যেন মাপ করেন। বউকে বলিস, আমি বড় হত-ভাগিনী, আমার বাক্‌সোতে খান দুই চার গয়না আছে, তুই নিস্‌। বউয়ের কথা শুনিস্‌, তোর ভাল হবে। আর অমন ক'রে ছোঁড়াদের সঙ্গে বেড়াস নি, প্রকাশের কাছে যাস নি। ওরা আমায় ব'লেছে, তোকে মেরে ফেল্‌বে।

প্রবোধ। তুই কোথায় যাবি?

ভুবন। সে তোকে বল্‌বো, এই বিল্বপত্রটা নিয়ে যা, মার পায়ে ঠেকিয়ে নিয়ে আয়, আমি তোরে পাঁচ্‌টা টাকা দেব।

প্রবোধ। তুই কবে আস্‌বি?

ভুবন। সে সবাই জান্‌বে—কবে আস্‌বো।

প্রবোধ। তুই কাঁদ্‌ছিস কেন ?

ভুবন। আমার চোখে বালি প'ড়েছে। যা, এই বিল্বপত্রটা নিয়ে যা।

[প্রবোধের প্রস্থান।

প্রভু, এ অসতীকে কি মাপ ক'রবে ! বড় হতভাগিনী ব'লে যদি মাপ করো ! যে আমার জঠরে এসেছ, তুমিও আমায় মাপ করো ! আমিও তোমার সঙ্গে মর্‌চি, তুমি অভাগা, তাই অভাগিনীর জঠরে এসেছ ! আমি যখন সধবা, তখন কেন এসো নি—তাহ'লে কি আদর, তা দেখ্‌তে ! অন্তর্য্যামি, তুমি অন্তর জানো, তুমি আমার মনের ব্যথা বোঝো। আর কি—আর আমার বাকী কি ! আর কেন প্রাণের মমতা করি, আফিং গুলে খেয়ে ফেলি. জ্বালাটা তো গিল্‌তে পার্‌বো না।

(হরমণির প্রবেশ)

হর। এ কি ! কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে বসেছ ?

ভুবন। কেন মা, আর সর্ব্বনাশ কি।

হর। আত্মহত্যা ক'র্‌বে ? কেন—কার জন্যে ? পাপ ক'রে থাক, পাপকার্য্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা দুই মহাপাতক ক'রো না ! যা ক'রেছ, ভগবান কৃপাসিন্ধু, তাঁর কাছে মাপ চাও। মানুষ দুর্ব্বল,তিনি জানেন, তিনি মাপ ক'র্‌বেন। তুমি আজীবন তাঁর কার্য্য করো। সন্তান হয়, ক্ষতি কি ? আমি নিয়ে লালন-পালন ক'র্‌বো। তুমি কিছু ভেবো না, তুমি সৎ-কার্য্য ক'রে কুকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করো। এখনো দেহ আছে, অনেক কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে। আপনার অবস্থায় অন্য অভাগিনীর অবস্থা বুঝ্‌বে। তাদের তুমি আশ্রয় হবে, তুমি ভয় ক'রো না,

ভগবানের কৃপায় তোমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হবে। আমি মা, তোমায় মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছি নে। যে নিরাশ্রয়, তাঁরে তিনি আশ্রয় দেন; যে তাপিত, তার তিনি তাপ হরণ করেন।

ভুবন। কেন মা আমায় বারণ কচ্চ? আমার দাঁড়াবার স্থান কোথায়? রাজরাণী ছিলুম, সর্ব্বস্ব খুইয়ে ভিখারিণী হ'য়েছি। শুনেছি, যাদের কাছে এ বাগান বন্ধক আছে, তারা বাগান দখল ক'রে আমায় তাড়িয়ে দেবে। বাপ আমাব মুখ দেখেন না, মা আমার নাম ক'র্‌তে সাহস করেন না। এই পেটের কণ্টক র'য়েছে, কলঙ্কিনী ব'লে কেউ স্থান দেবে না।

হর। মা, ভগবানেব রাজ্যে তাঁর জীবের স্থান নাই, এ কথা তুমি মনে করো? কায়মনোবাক্যে যে ভগবানের আশ্রিত, তার জায়গা নাই? তারে লোকে ঘৃণা ক'র্‌বে? এই তো মা আমায় লোকে ঘৃণা ক'র্‌তো, আর তো এখন ঘৃণা করে না। ভগবানের কৃপায় আমার তো স্থান আছে, আমি তাঁর নিমিত্ত হ'য়ে অনেককে তো স্থান দিতে পেরেছি। কলঙ্কিনী হ'য়েছ, কলঙ্ক-ভঞ্জনকে ডাকো। তাঁর শরণাপন্ন হ'লে সকল কলঙ্ক দূর হবে। এই গানটী শোনো,—

গীত।

যদি শরণ নিতে পারি রাঙ্গা পায়।
নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায় পলায়॥
নাম কলঙ্কভঞ্জন, ডাকলে নিরঞ্জন, থাকে কি অঞ্জন,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেসে যায় তাঁর করুণায়॥

যে করুণা যাচে, আসেন তার কাছে,
অভয় চরণ তার তরে আছে ;
ডাক পতিত, পতিতপাবন, তরবে নামের মহিমায়॥

ভুবন। মা, সত্যই কি তিনি কলঙ্কভঞ্জন ?

হর। হ্যাঁ সত্য—সত্য—সত্য ; সাধুর মুখে শুনেছি সত্য, জীবনে দেখেছি সত্য, এখনো দেখ্‌ছি সত্য ! তোমার কোথাও স্থান না থাকে, আমি তোমায় স্থান দেবো। জেনো, তাঁর কৃপা হ'লে পৃথিবীতে কারো অকৃপা থাকে না, তুমি তাঁরে ডাকো।

ভুবন। আচ্ছা মা, আমি তাঁরে ডাক্‌বো।

হর। বল,—'কলঙ্কভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন করো'।

ভুবন। কলঙ্কভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন করো।

হর। আমি চল্লুম, তুমি এ বাড়ীতেই থাক্‌তে পাবে, তার উপায় হ'য়েছে।

ভুবন। মা, এক একবার দেখা দিয়ো, তা'হলে আমার ভরসা হবে।

হর। আমি দু'বেলা আস্‌বো, তুমি কিছু ভেবো না।

[প্রস্থান।

ভুবন। দয়াময়, প্রভু তুমি কোথায় ? পতিতপাবন, পতিতকে পায়ে রাখো। আমি অজ্ঞান, তোমায় ডাক্‌তে জানি না। আমি কলঙ্কিনী, তোমার কাছে যেতে সাহস পাই না। আমি জগতে ঘৃণ্য, আমি নারীকুলে কলঙ্ক, পবিত্র পিতৃমাতৃকুলে কলঙ্ক, দেবতুল্য স্বামীর কলঙ্ক,—আমার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি দাও, আমায় মহাপাপ হ'তে উদ্ধার করো ! তুমি কলঙ্কভঞ্জন, তোমার নামের সার্থকতা করো ! (নেপথ্যে কলরব শুনিয়া) এ কি, এ কারা আস্‌ছে !

(চিত্তেশ্বরী, প্রকাশ ও পুলিসের বেশে সর্ব্বেশ্বর,

—শুভঙ্কর এবং প্রকাশের দরোয়ানের প্রবেশ)

ভুবন। প্রকাশ বাবু, এ সব কি ?

প্রকাশ। শোনো ভুবন, ভাল চাও, এই কাগজখানায় সই ক'রে দাও, আমায় জেল থেকে বাঁচাও। নইলে গর্ভনষ্ট ক'রেছ, তুমিও জেল খাটো, আমিও জেল খাটি।

ভুবন। প্রকাশ বাবু, তোমাদের কুমন্ত্রণা সিদ্ধ হয় নাই, আমি মহাপাপ করি নাই। তুমি এখনও মানুষের সমাজে বেড়াও, আপনাকে মানুষ ব'লে পরিচয় দাও ? আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ক্ষান্ত হও নাই, কুমতলব দিয়ে আমায় জেল খাটাবার চেষ্টা করেছ! চিত্তেশ্বরী, তোমার মতলব আমি শুনি নাই, তুমি যে দাই পাঠিয়েছিলে, সে তোমায় মিথ্যা খবর দিয়েছে।

শুভ। আচ্ছা—আচ্ছা, যাবে কোথা ? এই বাটীতে আফিং গুলেছ, পাতায় আফিং লেগে র'য়েছে, আমাদের সাড়া পেয়ে আফিং ফেলে দিয়েছ। এই আমি কুড়িয়ে এনেছি, তোমার ভাই যখন আফিং কেনে, আমি রোঁদে বেড়িয়ে আফিংএর দোকানের কাছে ছিলুম—দেখেছি। আমি তাকে শুদ্ধ বেঁধে নিয়ে যাবো।

প্রকাশ। বা—বা—বাঃ জমাদার সাহেব! আস্‌বার সময় তুমি কি কুড়ুচ্চ, আমি বুঝ্‌তে পারি নি ; এখন আর যাবে কোথা। (ভুবনের প্রতি) তোমায় থানায় যেতে হবে, তোমার ভাইকে ধ'রে নিয়ে যাবে, তোমার বাপের গালে আরও চুণকালি প'ড়বে।

ভুবন। এঁ্যা—এঁ্যা! দাও, কি কাগজ দেবে—আমি সই কচ্চি।

প্রকাশ। এই নাও সই করো। (কাগজ প্রদান)

ভুবন। (পাঠ করিয়া) কি ! আমি সব উপপতি আন্‌তুম, তাদের জন্যে ধার ক'রে বিষয় বাঁধা পড়েছে লিখেছ ; আমি সই কর্‌বো, তুমি আদালতে দেখাবে। এক কলঙ্কে আমার বাপের মাথা হেঁট হ'য়েছে, আরও সহস্র কলঙ্ক দেবে ! যাও, আমি সই ক'র্‌বো না।।

চিত্তে। তবে জমাদার সাহেব, বাঁধো—হাতে হাতকড়ি দাও।

সর্ব্বেশ্বর। জমাদার সাহেব, হাতকড়ি লাগায়কে চালান দিজিয়ে।

(হাতকড়ি দিবার উদ্যোগ)

ভুবন। অনাথনাথ কোথায় তুমি ! নিরাশ্রয় অবলাকে আশ্রয় দাও দয়াময়, বিপদভঞ্জন, লজ্জা-নিবারণ,—কুলবালার লজ্জা রাখো দয়াময়—দয়াময়, আমার কেউ নাই ! তুমি অনাথনাথ, অনাথে আশ্রয় ; প্রভু, শরণাগতকে পায়ে স্থান দাও !

[মূর্চ্ছা।

(পুলিস-ইন্‌স্পেক্‌টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণ সহ পাগলের প্রবেশ)

পাগল। এই যে মা—অনাথনাথ তাঁর ভৃত্যকে পাঠিয়েছেন। (প্রকাশের প্রতি) প্রকাশ বাবু, এবার ম'রে সদাশিব-চায়েনরূপের কর্ম্মচারী হ'য়েছি। জাল হাণ্ডনোটের জন্যে ওয়ারিণ ধ'র্‌তে এসেছি।

প্রকাশ। কিসের জাল ?

পাগল। কেন ভুলে যাচ্ছেন প্রকাশ বাবু ? অনেকবার তো স্মরণ ক'রে দিয়েছি, আপনি রমণীমোহন বাবুর নামে জাল হাণ্ডনোট সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে বাটা বাদ দিয়ে টাকা এনেছেন, আমি এখন সদাশিব-চায়েনরূপের কর্ম্মচারী কি না, সেই জাল হাণ্ডনোটের দরুণ আজ পুলিস থেকে ওয়ারেণ্ট বার ক'রে ধ'র্‌তে এসেছি,—বুঝ্‌লেন ?

প্রকাশ। দশ হাজার টাকা বইতো নয়, আমি সে টাকা ফেলে দিচ্চি।

ইন্। বাবু, ফোর্জারি চার্জ্জ, টাকা দিলে তো কাট্‌বে না, তবে আদালতে টাকাটা জমা দেবেন, কিছু সাজা কম হ'তে পারে।

[শুভঙ্কর, সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতির পলায়নের উদ্যোগ।

ইন্। তোমরা যেও না—তোমরা যেও না, যাবার তো যো নাই, জাল পুলিস সেজেছ। (চিত্তেশ্বরীর প্রতি) ঠাক্‌রুণ, তোমাকেও যে যেতে হচ্চে, জেলের কয়েদীরা তোমায় দর্শন কর্‌বে।

চিত্তে। কেন—কেন—আমি কি ক'রেছি?

ইন্। এই ভদ্রলোকের মেয়েকে মজাবার জন্যে সব পুলিস সাজিয়ে এনেছ। (শুভঙ্করের প্রতি) শুভঙ্কর ঠাকুর, চলো, জেলে হোম ক'র্‌তে হবে।

ছদ্ম পাহারাওয়ালা। হামলোক প্রকাশবাবুকা দরোয়ান, বাবু উর্দ্দি দেকে হামলোক্‌কো লে আয়া।

ইন্। এন লোক্‌কো জানে দেও। যাও, ইসি কাম মাৎ করো।

ছদ্ম-পাহা। নেহি খোদাবন্দ! নাক ডল্‌তা, কান ডল্‌তা। (প্রকাশের প্রতি) শালা, হামলোক্‌কো ফ্যাঁসাদ মে গিরানে লেয়া।

[প্রস্থান।

হেবো। পাগলা, বেটী ওঠে না! এখনো দাঁতকপাটী মেরে র'য়েছে।

পাগলা (মুখে জল দিয়া) ওঠো মা ওঠো, ভয় কি?

ভুবন। ভগবান কোথায় তুমি!

পাগল। দেখ্‌ছ না মা, তিনি তাঁর ভৃত্যদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সর্ব্বে। আচ্ছা, এই মেয়েমানুষকেও নিয়ে চলো। আমি চার্জ্জ দিচ্চি, এই আফিং গুলে আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিলো।

শুভ। এই আফিংএর ড্যালা। আমাদের সাড়া পেয়ে এই বাটীতে গুল্‌তে গুল্‌তে ফেলে দিয়েছে,শালপাতে এখনো আফিংয়ের দাগ র'য়েছে। ওর ভাই আফিং কিনে এনেছে।

সর্ব্বে। নিয়ে চলো, নইলে তুমি ঘুস খেয়েছ, তোমার উপরওয়ালাকে ব'ল্‌বো।

ইন্‌। আপনাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে ভদ্রলোকের মেয়ের অপমান ক'রতে পারিনি। উনি চণ্ডুখোর, আফিং নিয়ে এসে গুলেছেন। আমি যখন উপরওয়ালার হুকুম পাবো,তখন ধ'র্‌বো। আমি জাল-জোচ্চরের কথায় কোন কাজ ক'র্‌তে বাধ্য নই। যা ব'লতে হয়, থানায় গিয়ে ব'ল্‌বেন।

প্রকাশ। আমি charge দিচ্চি attempt at suicide.

ইন্‌। আপনি চোর-ডাকাতের অধম। আফিং গুল্‌লে কিছু হয় না, খাওয়া চাই, তবে attempt at suicide হবে। (পাহারা-ওয়ালাগণের প্রতি) চল, ই সব লোক্‌কো থানামে লে চলো।

(বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

বট। পাগল, কেমন তোমায় সন্ধান ব'লে দিয়েছি ? বাধো, প্রকাশে ব্যাটাকে বাঁধো। বেটার বৈঠকখানায় দশ টাকার নোট প'ড়েছিল,তাই নিয়েছিলুম ব'লে ব্যাটা পুলিসে দিতে চায় ,—আর ব্যাটার সাফাইএর সাক্ষী হও, পুলিস সাজো ,—পাজী ব্যাটা !

পাগল। আহা ! তোমায় নিরপরাধে বাঁধিয়ে দিচ্ছিল হে ? তুমি আর অমন সঙ্গে মিশো না।

বট। আবার! হেবো আমায় সাবধান ক'রে দিয়েছে। (পুলিস-ইন্‌স্পেকটারের প্রতি) হাতকড়ি দে লে যাও, কেমন ব্যাটা, আমায় বাঁধিয়ে দেবে?

[অপরাধীগণকে লইয়া পুলিসের ও তৎপশ্চাৎ বটকৃষ্ণের প্রস্থান।

ভুবন। বাবা তুমি কে মহাপুরুষ! এ ঘোর সঙ্কটে আমায় উদ্ধার ক'র্‌লে? আমি অজ্ঞান, আমি তোমায় অনেক কুকথা ব'লেছি। বাবা, কে তুমি আমায় পরিচয় দাও!

পাগল। মা, আমি ভগবানের দাস, তুমি ভয় ক'রো না, ভগবান তোমায় দয়া ক'রেছেন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ নির্ম্মলার কক্ষ।

শ্যামাদাস ও নির্ম্মলা।

নির্ম্মলা। বাবা, ডাক্তার কি ব'লে গেল?

শ্যামা। আর ব'লবে কি—আমার মাথা আর মুণ্ডু!

নির্ম্মলা। কিন্তু বাবা, আজ সকাল থেকে তো একটু একটু জ্ঞান দেখ্‌তে পাচ্চি।

শ্যামা। ও কিছু নয়, শোকের উপর শোক পেয়ে শরীর জীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছিল,—ওই প্রমদাকে দেখে যেদিন কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চ'লে এলো, তুমি বিছানায় শুইয়ে দিলে, সেই দিনই ডাক্তার দেখে ব'লেছিল যে বাঁচ্‌বার উপায় নাই। আমরা টের পাইনি, বিকারের খেয়ালে উঠে হেঁটে বেড়াতো। আমরা মনে ক'রেছিলুম বাই, বাই নয়—ঘোর বিকার।

নির্ম্মলা। বাবা, আমি একটী কাজ ক'রে ফেলেছি, উনি বট্‌-ঠাকুরঝির নাম ক'চ্চেন, আমি তাকে আনিয়েছি।

শ্যামা। তা বেশ ক'রেছিস।

নির্ম্মলা। আমার শ্বশুর যদি কিছু বলেন?

শ্যামা। সে না দেখ্‌তে পেলেই হ'লো। তুই এখনো স্নান-টান করিস নি?

নির্ম্মলা। কেমন ক'রে কর্‌বো,—ঠাকুরুণ ঘুমুচ্ছেন, ঘুম থেকে উঠে যদি শৌচ-টৌচ যান।

শ্যামা। অমনি ক'রে তুমিও যাবে আর কি! না খাওয়া না দাওয়া, সমস্ত রাত জাগরণ! তিনজন লোক রাখিয়ে দিয়েছি, তাতেও তোমার হয় না।

নির্ম্মলা। বাবা, তারা কি ঠিক যত্ন ক'রে ধ'র্‌তে পারে। আর উনি মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন, একজন আপনার লোক কাছে না থাক্‌লে হঠাৎ যদি কিছু হ'য়ে পড়ে।

শ্যামা। তোর ছোট্‌ ঠাকুরঝি কোথায়?

নির্ম্মলা। সেও তো সবে এই যমে-মানুষে টানাটানি ক'রে বেঁচে উঠেছে, সেও তো অষ্ট প্রহর র'য়েছে। আমি মাঝে মাঝে জোর ক'রে খেতে পাঠিয়ে দিই, একটু শুতে পাঠিয়ে দিই।

শ্যামা। আর তুই যে আপ্‌নার শরীর দেখ্‌ছিস নে, তুই যদি পড়িস, তা'হলে কি হবে?

নির্ম্মলা। না বাবা—একি আমার পড়্‌বার সময়? আমি প'ড়লে এখন চল্‌বে কেন?

শ্যামা। হ্যাঁ—অসুখ তোমার সময় বুঝে আস্‌বে কি না? পাগ্‌লামো করিস্‌ নে, ওরই ভেতর শরীর বাঁচিয়ে চল্‌। যা নাইগে, একটু গড়িয়েও নিস্‌। তোমার বিপদ হ'য়েছে, শরীর তো তা মান্‌বে না।

নির্ম্মলা। বাবা, তোমার আশীর্ব্বাদে কেন মান্‌বে না, নইলে লোকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'র্‌বে কি করে! বাবা, তুমি কি বিশ্বাস করো না

যে রাম সীতা যখন বনে, লক্ষণ পাহারা দেবার জন্তে চোদ্দ বৎসর ঘুমোন নি ?—আমি খুব বিশ্বাস করি। শরীর তো মনের দাস, আমি আমার শ্বাশুড়ীর সেবা না ক'রে অসুখে পড়্‌বো—কখন না।

শ্যামা। তা না পড়ো বেশ তো, ঘুমুচ্ছে বল্‌ছ—এখন তৃতীয় প্রহর হ'তে চল্লো, মাথায় একটু জল দাওগে না।

নির্ম্মলা। ছোট্‌ ঠাকুরঝিকে খেতে পাঠিয়েছি, সে এলেই যাবো। তুমি কিছু ভেবো না, আমি ঠিক শরীর বাঁচিয়ে চলি।

শ্যামা। দেখ্‌, খেয়ে দেয়ে নে, ডাক্তার বড় ভয় দেখিয়ে গিয়েছে। ও ঘুম নয়, মাঝে মাঝে অঘোর হ'য়ে থাক্‌চে। কেমন হ'য়ে আছে জানিস ?—যেন ঘড়ীর দম নাই, হঠাৎ কখন বন্ধ হ'য়ে যাবে।

নির্ম্মলা। তবে আমার শ্বশুর কেমন হ'য়ে রয়েছেন, তুমি একটু সতর্ক থেকো।

শ্যামা। নে নে—তোর অত ভাব্‌তে হবে না, তুই দু'টী খেয়ে নিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রসন্নকুমারের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

শয্যাশায়িতা পার্ব্বতী, পার্শ্বে নির্ম্মলা ও হরমণি।

নির্ম্মলা। এই আবার কথা কইতে কইতে অঘোর হ'য়ে পড়্‌লেন, কিন্তু যখন উঠ্‌ছেন, তখন তো বেশ জ্ঞান দেখ্‌ছি।

হর। মা, মৃত্যুর আগে অমন হয়, যেমন প্রদীপ নেব্‌বার আগে সল্‌তেটা

একবার জ্ব'লে ওঠে। আমরা বৃথা আশা কচ্চি, অমন হয়—আমি অনেক দেখেছি।

নির্ম্মলা। ওই আবার চেতন হ'য়েছে।

পার্ব্বতী। মা হরমণি, ভুবন আমাকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে বলেছে; তুমি তাবে ব'লো, সে আমার কাছে অপরাধী নয়; আমি কঠিন মা, আমিই তার কাছে অপবাধী; ব'লো—আমি পাগল, আমার জ্ঞান ছিলো না। আমার অঞ্চলেব নিধি প্রমদাকে চিন্‌তে পারি নাই, পেত্নী ব'লেছি, তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি মা নই, মা হ'লে এ তো পার্‌তুম না, মা হ'লে আমার বাছাকে চিনতুম। ভুবন গায়ে ধূলো মেখেছে ব'লে তাকে তফাতে রাখ্‌তুম না। মা হ'লে সন্তানকে ভুলে থাক্‌তুম না। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার চবমকাল উপস্থিত। ব'লো মা—ব'লো, আমি তারে আশীর্ব্বাদ ক'রে মরেছি। সে যেন আমার উপর অভিমান করে না, সে যেন মা ব'লে আমায় এক একবার মনে করে।

হর। তবে মা—তোমার ভুবন পা'র ধূলো নিতে এসেছে, পা'র ধূলো দাও।

পার্ব্বতী। কই মা কই—আমার ভুবন কই?

(ভুবনমোহিনীর প্রবেশ)

ভুবন। এই যে মা!—মা, আমি বৃথা জন্ম জন্মেছিলুম, তোমাদের কলঙ্কের জন্য জন্মেছিলুম; মার কাছে সন্তানের অপরাধ নাই, এই ভরসায় এসেছি। সতীলক্ষ্মী বউদিদির কৃপায় তোমার দর্শন পেয়েছি।—পা'র ধূলো দাও মা,—আমি কলঙ্কিনী, তোমার পা ছুঁতে আমার সাহস হয় না।

পার্ব্বতী। এসো মা,—মার কাছে তোমার অপরাধ কি ? আমি তোমায় দেখি নাই, তাই তো মা তুমি গায়ে কালি মাখ্‌তে পেরেছ। আমি তোমায় জোর ক'রে এনে কেন কাছে রাখি নি!—তুমি নিরাশ্রয় হ'য়ে পথ ভুলেছ, ধর্ম্মে তোমার মতি হোক্।

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি, বাবার গলা পাচ্চি, তিনি কেমন হ'য়ে আছেন, তুমি স'রে এসো।

ভুবন। মা!

পার্ব্বতী। এসো মা,—তোমায় যত দেখ্‌বো, আমার দেখ্‌বার সাধ তো ফুরোবে না! কিন্তু আর আমার দেখ্‌বার সময় নাই, এই মা আমার শেষ দেখা।

[পদধূলি লইয়া ভুবনের প্রস্থান।

হরমণি, তুমি আমার কে ছিলে মা! দুখিনীর দুঃখে তাপিত হ'য়ে কোন স্বর্গ থেকে দেবী এসেছ!

হর। আমি যে তোমার দাসী।

(প্রমদার প্রবেশ)

পার্ব্বতী। আহা বাছা, আমি তোমায় পেত্নী ব'লেছিলুম! তুমি ছোঁবে, এই ভয়ে পালিয়ে এসেছি! আমার মুখে গঙ্গাজল দাও, তুমি গঙ্গাজল মুখে দিলে মা জাহ্নবী আমায় কোল দেবেন। (প্রমদার তথা করণ) আর মা আমি কর্ত্তার কাছে যতক্ষণ না বিদায় ল'য়ে যাই, তুমি যেও না।

প্রমদা। আমি কোথায় যাব মা ?

পার্ব্বতী। তুমি নিরাশ্রয় হ'য়ে এসেছিলে, তোমায় যত্ন করি নাই, তাই

তুমি অভিমান ক'রে আমার কাছে থাকৃতে চাও না। তোমায় বিদায় দিয়েছিলুম ব'লে থাকো না। দুখিনী মা মনে ক'রে আর অভিমান ক'রো না।

প্রমদা। মা মা—ভগবতী, স্নেহময়ী জননী!—তুমি কেন মা এ কথা বল্ছ? তোমার স্নেহের কণামাত্র অন্যকে দেওয়ায় আমায় লোকে স্নেহময়ী বলে। করুণাময়ী, তোমার অপার করুণা কি তোমার সন্তান জন্ম-জন্মান্তরে ভুল্‌বে!

(প্রসন্নকুমার ও পাগলের প্রবেশ)

প্রসন্ন। পাগ্‌লা আয়, না এলে আমি তোরে মার্‌বো,—আমি তোর চেয়েও পাগল, তা জানিস্? দেখ্ বড় দুখিনী, জন্মদুখিনী, আমি জ্বালার উপর জ্বালা দিয়েছি। আয় আয়, তোকে দেখে যদি অভাগিনী জুড়োয়!

পার্ব্বতী। (পাগলের প্রতি) বাবা এসেছ? তোমায় আমি ডেকেছি। তুমি আমার মৃত্যুর সময় সাম্‌নে দাঁড়াবে। তোমার কৃপা হ'লে ভগবান আমায় কৃপা ক'র্‌বেন।

পাগল। আরে মাগী কি বকে! আমি ওর ছেলে, তা ভুলে গিয়েছে।

পার্ব্বতী। তবে বাবা—এসো, তোমার হাতে আমার পাগল স্বামীকে সঁপে দিই। ও বড় জ্বল্‌ছে, ওকে দেখ্‌বার আর কেউ নাই।

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্রবোধ। বাবা—বাবা, আমি তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমি বাড়ী থেকে বেরুবো না, যা বল্‌বে– শুন্‌বো। তুমি রাগ ক'রো না, মাকে ভাল ক'রে দাও। সবাই বল্‌চে, মা ম'রে যাবে, তুমি ভাল ক'রে দাও!

প্রসন্ন। পাগ্‌লা,—শুন্‌ছিস্—চুপ ক'রে র'য়েছিস্ যে? এ সময় কি ব'ল্‌তে এসেছে শোন্। আমি কত সইবো— কত সয়!

পাগল। বাবু তুমি কি বল্‌ছ? এ সংসারে তো সয়াসয়ির কথা নয়, কাজ কর্‌বার কথা, কাজ করো। কাপুরুষে পরের জ্বালা ভুলে আপনার জ্বালা নিয়ে বিব্রত হয়।

পার্ব্বতী। এসো এসো—আমার মাথায় পা দিয়ে বিদায় দাও, আমায় এখনি যেতে হবে। বেণী এসেছে—সুশীল এসেছে, দাও—দাও আমার মাথায় পা দাও! আমি তোমায় অনেক কুকথা ব'লেছি, আমি অজ্ঞান—অজ্ঞানের অপরাধ নিয়ো না!

পাগল। বাবু মাথায় পা দাও।

নির্ম্মলা। ঠাকুরপো—গঙ্গাজল মুখে দাও।

[প্রবোধের তদ্রূপ করণ।

পার্ব্বতী। দীনবন্ধু! (মৃত্যু)

প্রবোধ। ওমা—মা!—

প্রসন্ন। পাগল, ফুকলো—আর হেথায় কি কর্‌বো!

[প্রস্থান।

নির্ম্মলা। (হরমণির প্রতি) মা, যা কর্‌বার তুমিই করো, আমার বাবাকে খবর পাঠাও।

হর। কিছু ভেব'না মা, তিনি লোকজন নিয়ে বাইরে আছেন।

প্রবোধ। বউদিদি—বউদিদি, মা কি ম'রে গেল? আর কি আস্‌বে না! মা মা—

নির্ম্মলা। মা—মা, কাঁদ্‌তে রেখে গেলে, কাঁদ্‌বো, কিন্তু এখন নয়। তোমার ছেলে অবোধ, আমার উপর ভার, (পাদস্পর্শ করিয়া) মা আশীর্ব্বাদ করো, সে ভার বইতে আমি কাতর না হই।

প্রমদা। বউদিদি, আমি মাকে ছোঁব না, আমার জাত নাই। আমরা মার সন্তান নই, তুমিই মার সন্তান। তুমি দেবী, তোমায় তো বল্‌বার কিছু নাই যে ব'ল্‌বো।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

নিৰ্ম্মলা। ঠাকুরপো ওঠো, কেঁদো না, এতদিন খেলিয়ে বেড়িয়েছ, এখন তোমার কাজ। মার কাজ করো,—মা স্বর্গে যাচ্ছেন, তুমি পথে ফুল ছড়িয়ে দেবে।

প্রবোধ। (নিৰ্ম্মলার গলা ধরিয়া) কি ক'র্‌বো বউদিদি?

(লোকজন লইয়া শ্যামাদাসের প্রবেশ)

শ্যাম। চল' আমরা নিয়ে যাই। নির্ম্মলা, প্রবোধকে সরকার মশাই নিয়ে যাবে এখন, তোমার কাছে এখন থাক্। (লোকজনের প্রতি) চলো চলো, বিছানা শুদ্ধ নিয়ে যাই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রকাশের বহির্ব্বাটী-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান।

সর্ব্বেশ্বর, ঘেঁচী, শুভঙ্কর ও চিত্তেশ্বরী।

চিত্তে। এই আর বুঝ্‌তে পারো না? আমার বোধ হয় ও একটা মাড়োয়ারী, হরমণি ওর আগেকার মেয়েমানুষ, এখন বিধবা

জুটিয়ে দেয়। প্রসন্নর বউটোর উপর ওর টাঁক আছে, তাইতে ওদের দিকে এত হ'য়েছে।

ঘেঁচী। ঠিক, ও এক চাল বটে ; ও পরোপকার ব'লে সব ঢাকা যায়।

সর্ব্বে। তা আমাদের ছেড়ে দিলে কেন ?

ঘেঁচী। বাবা, তুমি আমার বাবার যোগ্য এক দম্ নও। তোমাদের নামে পুলিস কেস চালালে পেট শুদ্ধ ভুবনকে গিয়ে সাক্ষী দিতে হতো না ? তা নইলে বুঝি তোমাদের উপর দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছে ! প্রকাশকে ডাকালে ?

সর্ব্বে। বেয়ারাকে খবর দিতে পাঠিয়েছি।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা। বাবুকা অসুখ হয়েছে, বাবু শুইযেছে।

ঘেঁচী। শুলে হবে না ,—বল্ ঘেঁচী সাহেব এসে ব'সে আছে।

[বেহারার প্রস্থান।

চিত্তে। ওর মতলব বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। ও হ্যাণ্ডনোট জাল ক'রেছে কি না, তাই পাগ্‌লা বেটাকে ভয় ক'চ্চে। ওকে আমার বিশ্বাস হয় না। আর ওকে এত দরকারই বা কি ? আমি প্রসন্ন-বাবুর ঝিকে আর বেয়ারাকে হাত ক'রেছি ; তারা বল্‌বে, তারা শুনেছে, প্রসন্ন তার স্ত্রীকে ব'লেছে যে বিষ দাও।

ঘেঁচী। আর প্রকাশকে দিয়ে বলাতে হবে, সে লাস চালান দিতে দেখেছে।

চিত্তে। কেন—শুভঙ্কর বল্‌বে এখন, যে ঘাটে পোড়াতে গিয়েছিল—দেখেছে। বটকৃষ্ণটা যে বেহাত হ'লো, ওরা দু'জনে বল্‌লে পাকা হ'তো।

শুভ। দিদি, আমায় জড়াস নে, আমার বড় ভয় করে। ঐ পাগ্‌লা বেটা কমেন দিয়ে ফ্যাসাদে ফেলে দেবে। এ বয়সে ঘানি টান্‌লে বাঁচ্‌বো না।

চিত্তে। দেখ্‌ অমন কর্‌বি তো বেনেদের বাড়ী থেকে হোম ক'র্‌তে গিয়ে সোণার বাটী চুরী ক'রে এনেছিস্‌, ধরিয়ে দেবো। ব্যাটাছেলে, কাছা দেয় না—ভয়েই ম'লো!

ঘেঁচী। ভয় কি গণ'কার, গুণে দেখো না,—কেতুকে কাম্‌ড়েছে রাহু, আর মঙ্গলটা আমাদের শত্রুর বুকে বাঁশ দিয়েছে। (সর্ব্বেশ্বরের প্রতি) বাবা তুমি আজই ওয়ারেণ্ট বার করো,—'বোমসেলে'র মতন একেবারে ব্যাটাদের ঘাড়ে পড়া যাক্‌। পিসী, তুমি বটকৃষ্ণকে হাত ক'র্‌বার চেষ্টা পাও। শুভঙ্কর আর ও তো কুঁচলে খায়? ওকে দিয়ে বলাতে হবে যে ওর কাছ থেকে প্রসন্ন কুচলে নিয়ে গেছে। দেখ' না, দশ বিশ টাকা ছাড়্‌লে হবে না?

সর্ব্বে। না, ওর প্রকাশ বাবুর উপর বড় রাগ।

ঘেঁচী। হাতে টাকা পেলে, টাকার গর্ম্মিতে রাগের গর্ম্মি কেটে যাবে।

সর্ব্বে। আমার বড় পাগলা বেটাকে ভয় হ'চ্চে।

ঘেঁচী। ছ্যা, ঘেন্না ধরিয়ে দিলে! আমার বাপ ব'লে আর পরিচয় দিও না। তোমায় দিয়ে কোন কাজ হবে না, আমি নিজেই ওয়ারেণ্ট বার ক'রবো।

চিত্তে। তাই যাও বাবা—তাই যাও; আর দেরী ক'রো না।

ঘেঁচী। দাঁড়াও না, প্রকাশকে যদি ভুজংভাজাং দিয়ে হাত ক'র্‌তে পারি—দেখি। ওকে দিয়ে একটা এফিডেবিট ক'রে নিতে চাই যে, ও লাস চালান দিতে দেখেছে। বলা যাক্‌ না, বাপ্‌কে

বাঁচাতে ভুবন সাফাইনামা লিখে দেবে। বাবা দেখ, বেয়ারা বেটা প্রকাশকে ডাকলে কি না।

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। হাঁ ডেকেছে। যাও,তোমরা আমার বাড়ী থেকে বেরোও। (সর্ব্বেশ্বরের প্রতি) সর্ব্বেশ্বর, আর তো আমার কিছু নাই যে লুঠবে, তবে আর হেথায় কেন ? যাও,আর আমার বাড়ীমুখো হ'য়ো না।

ঘেঁচী। প্রকাশবাবু, তুমি এমন আগাম্মুখ কেন ? প্রসন্নকে ফাঁসাদে ফেল্‌লে তোমার সব দায় কেটে যাবে।

প্রকাশ। মাপ করো, তোমাদের ঠেঙে মাপ চাচ্চি—বেরোও ! আর কথা নয়, কার সঙ্গে কথা ক'চ্চ জানো না ! অনেক পাপ করেছি, আর নরহত্যা করিও না। এখনি না বেরুলে আমি একটা একটা ক'রে খুন ক'র্‌বো।

শুভ। ও দিদি, চল্ চল্ চল্ !

সর্ব্বে। যাচ্চি বাবু—যাচ্চি বাবু !

ঘেঁচী। প্রকাশ বাবু !

প্রকাশ। Brute ! (ধাক্কা প্রদান)

[প্রকাশ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে চিত্তেশ্বরী। আমি তো বলেছি, ওকে দিয়ে কাজ হবে না।

প্রকাশ। আমি কি সেই !—আমারই কি হাতে হাতে বেণী তার স্ত্রীকে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল ? আমিই কি তার মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, আমার জীবন থাক্‌তে ভুবনের অনিষ্ট হবে না ?—আর সেই ভুবনকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার জন্যে যত্ন ক'রেছি ! অবলার সর্ব্বনাশ ক'রে নানাপ্রকার উৎপীড়ন ক'রে ক্ষান্ত হই নাই ! এ কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লুম—না সত্য ঘটনা হ'য়ে

গিয়েছে! আমায় কেন পাগল দয়া ক'র্‌লে! জেল না খাট্‌লে আমার কিসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে! আমার মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? বিশ্বাসঘাতক, বিধবার সম্পত্তি অপহারক, সতীর ধর্ম্মনষ্টকারী, বন্ধুদ্রোহী।—শুনেছি না তুষানল ক'রে পুড়ে ম'রে! দেখি, সে জ্বালায় যদি এ যন্ত্রণার উপশম হয়!

(পাগলের প্রবেশ)

পাগল। প্রকাশবাবু, এই দশহাজার টাকা তুমি নাও, যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিয়ো।

প্রকাশ। হ্যাঁ হ্যাঁ—দাও দাও,—আমায় মাপ ক'রো না, মেয়াদ দিয়ে দাও, সদাশিব চায়েনরূপ টাকা নিলে আমার সাজা কম হবে। যাতে সাজা বৃদ্ধি হয়—করো, আমি ভুবনকে গর্ভপাত ক'র্‌তে পরামর্শ দিয়েছি—সে কথা আদালতে ব'লো। আমি আশ্রিতা অনাথা বিধবাকে মজিয়ে তার নামে অপবাদ দিয়ে পীড়ন ক'রে সাফাই লিখিয়ে নিতে গেছি—সব ব'লো। তোমার সাক্ষীর দরকার হবে না, আমি সব স্বীকার ক'র্‌বো। দেখি যদি জেল খেটে আমার অশান্ত হৃদয় কিছু শান্ত হয়। বলো, বলো—কি উপায় আছে বলো? আমি দাবানলে জ্বল্‌চি, মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে বলো? তুমি যে প্রায়শ্চিত্ত আছে বল্‌বে, সেই প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো।

পাগল। তুমি স্থির হও।

প্রকাশ। আমায় অবিশ্বাস কচ্চ? আর অবিশ্বাস ক'রো না, বড় প্রাণের জ্বালা—বড় প্রাণের জ্বালা! তুমি মহাপুরুষ, মহাপাপের কি যন্ত্রণা—জানো না! আমি ভুবনকে পীড়ন ক'রে লিখিয়ে নিতে গিয়েছিলুম!—তার চক্ষের জল আমার মনে

প'ড়্‌ছে, বেণীর মৃত্যুশয্যা মনে পড়্‌ছে, বেণীর অকপট বিশ্বাস মনে প'ড়্‌ছে! আমি অশান্ত, আমার এ জগতে শান্তি নাই,— তুমি আমার বুকে পা দাও, যদি শান্ত হ'তে পারি।

পাগল। তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে তাঁর দাস হও, তোমার অশান্তি দূর হবে।

প্রকাশ। তুমি সত্য তো পাগল নও, কি পাগলের মত কথা কচ্চ! কি ক'রে প্রার্থনা কর্‌বো, আমাব পাপ জিহ্বায সে পবিত্র নাম আস্‌বে কেন, আমায় তিনি কৃপা ক'র্‌বেন কেন, আমি কি ব'লে কৃপা প্রার্থনা ক'র্‌বো? আমি প্রার্থনা কর্‌বাব চেষ্টা করেছি, কই প্রার্থনা তো ক'র্‌তে পারি নাই, আমার ভয় হয! বিশ্বাসঘাতককে তিনি দয়া ক'র্‌বেন কেন? আমি নিরাশ্রয় অবলাকে কলঙ্ক-সাগরে ডুবিয়েছি, সংসার ছারেখারে দিযেছি, পিতৃতুল্য প্রসন্নবাবুর মাথা হেঁট ক'রেছি। কোথায় যাবো—কি কর্‌বো—কি হ'লো! জ্বালা—জ্বালা—দারুণ জ্বালা! পাগল, আমায় পায়ে রাখো! (পদদ্বয় ধারণের উদ্যোগ)

পাগল। (নিবারণ কবিযা) কি ক'রো! ভয় নাই, ভগবানকে ডাকো, তিনি করুণাময় জানো না? আমি সামান্য মানুষ, আমার কেন পায়ে ধ'র্‌চ।

প্রকাশ। না না, তোমার চরণস্পর্শ ক'র্‌বো না, আমার স্পর্শে তুমি অপবিত্র হবে। কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা!

[প্রস্থান।

(হেবো ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

হেবো। পাগলা! বাবা তুই যা বল্‌বি শুন্‌বে, ও আর ঘেঁচোদের সঙ্গে যায় না। তুই যে কাজ দিবি, কর্‌বে। কেমন বাবা?

বট। ম'শায়. আপনাকে আমি চিন্‌তে পারি নাই। আমি ভাব্‌তুম, আপনি কি মতলবে পরোপকার করেন। আপনার অসীম দয়া, আমি মুদীর হাতচিঠি ছিঁড়ে ছিলুম, আমার নিশ্চয়ই জেল হতো, এ বয়সে জেল খাট্‌লে বাঁচতুম না, আপনার কৃপায় রক্ষা পেয়েছি। আপনি আমার ছেলেকে দয়া করেন, আমাকেও পায়ে রাখুন।

পাগল। হেবো, তোর বাপকে কি কাজ দিবি?

হেবো। বাবা বড় পেটাত্তে, নেসা করে কি না? কাঙ্গালীদের খাবার চাক্‌তে দে, তা হ'লে আর চুবী ক'র্‌বে না।

পাগল। হাঁ হাঁ বেশ ব'লেছিস্। (বটকৃষ্ণের প্রতি) তুমি কাল থেকে কাঙ্গালীভোজনের কিরূপ সামগ্রী প্রস্তুত হয় পরীক্ষা ক'রো, আর দাঁড়িয়ে থেকে কাঙ্গালীদের খাওয়ার তদারক ক'রো।

হেবো। কেমন বাবা, বেশ কাজ পেলে তো? যাও।

বট। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আর দুস্মতি না হয়।

[বটকৃষ্ণের প্রস্থান।

(হরমণির প্রবেশ)

হর। বাবা হাবু, তুমি দেখগে—যে অনাথা বিধবাকে তুমি গঙ্গাতীর হ'তে এনেছিলে, সে ঘোষ বাবুদের সাবানের বাক্স কেমন সুন্দর তোয়ের ক'র্‌তে শিখেছে।

হেবো। না—আমি যাবো না। আমি হেবো, নেকা বেটী আমায় বল্‌ছে, হাবু—হাবু!—হাবু তো বোকা।

হর। না না, হেবো—হেবো—হেবো! (সাদরে পৃষ্ঠে আঘাত করণ)

হাবু। হিঃ হিঃ হিঃ!

[প্রস্থান।

হর। পাগল দাঁড়াও, কি ব'ল্‌বে ব'লেছিলে বল ?

পাগল। আর কি ব'ল্‌বো, মাঝে মাঝে মরি আর জন্মাই, তা তো শুনেছ।

হর। তুমি প্রথম কি ক'রে মলে ?

পাগল। সে হাঁসপাতালে।

হর। বলো—বলো—হাঁসপাতালে কেন গিয়েছিলে ?

পাগল। এক গলা জলে দাঁড়িয়েছিলুম, সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবে গেলুম।

হর। একগলা জলে দাঁড়িযেছিলে কেন ?

পাগল। দাঁড়াবো না, বে ক'র্‌লুম যে ?

হর। বে ক'র্‌লে কি ?

পাগল। কি আর, বে কর্‌লুম।'

হর। একগলা জল কি ?

পাগল। আজকাল যে দিন প'ড়েছে, বে ক'র্‌লেই একগলা জলে দাঁড়াতে হয়।

হর। তোমার স্ত্রী আছে ?

পাগল। সে বিধবা হ'য়েছে।

হর। সে কি ? বলো, বলো।

পাগল। আমি একগলা জলে দাঁড়িয়েছিলুম, ভেবেছিলুম মাঝখানে গিয়ে ডুব দিয়ে তার জন্যে মাণিক তুল্‌বো। মাণিক তুল্‌লুম, তাকে দেবার জন্যে আন্‌ছিলুম, এমন সময় দেখি—হাঁস-পাতালে মরেছি ; ম'রে পাগল হ'য়ে জন্মালুম।

হর। (পদদ্বয় ধরিয়া) বলো—বলো—তুমি কে ?

পাগল। হরমণি,—আর বলায় তো ফল নাই, এখন আর অন্য পথ

তো নাই,—আমাদের পথ তো চিনে নিয়েছি, তবে আর কেন জিজ্ঞাসা ক'চ্চ?

হর। প্রভু, ইষ্টদেবতা!

(মূর্চ্ছা)

পাগল। হরমণি, হরমণি—কেন আত্মহারা হচ্চ? আমরা যে পথে চ'লেছি, যদি ঠিক যেতে পারি, স্বর্গের উপরে যেথায় স্বার্থশূন্য মহাপুরুষগণের স্থান, সেথায় তাঁদের পদসেবা করবার জন্য ভগবান আমাদের নিযুক্ত ক'র্‌বেন। স্থির হও, হেতায় কাজ শেষ করো।

হর। পায়ের ধূলো দাও, আমি পবিত্র হই।

পাগল। তুমি পবিত্রা, তোমায় পবিত্রা জেনেই গঙ্গার ঘাট থেকে তোমায় এনেছিলুম। তোমার অপকলঙ্ক শরতের মেঘের ন্যায় ভেসে গিয়েছে, তোমার নির্ম্মল জ্যোতিতে আমার হৃদয় উজ্জ্বল! যাও কাজ করো, কর্ম্মভূমে অবকাশ তো নাই যে কথাবার্ত্তা কবো।

[পাগলের প্রস্থান।

হর। ভগবান—ভগবান, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু! আমার প্রার্থনা পূর্ণ হ'য়েছে, আমার স্বামীর দর্শন পেয়েছি।

[প্রস্থান।

(প্রকাশের পুনঃ প্রবেশ)

প্রকাশ। হরমণি—হরমণি, আমি তোমায় খুঁজ্‌তে গিয়েছিলুম, তুমি আমায় ভুবনের কাছে নিয়ে যাও; তার পায়ে ধ'রে মাপ চাইবো। না—না, সেথায় যাবো কেমন ক'রে? সে আমার মুখ দর্শন

ক'র্‌বে কেন! আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয় না—সর্পদংশন করে না!—কি হলো, কোথায় যাবো!

[প্রস্থান।

হর। অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্চে। ভগবান—পতিতপাবন! তুমি তো অনুতপ্তকে মার্জ্জনা করো!

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(রকে বসিয়া ধূমপানরত বৃদ্ধগণ এবং পথে ক্রীড়ারত বালকগণ।)

১ম বৃদ্ধ। ছেলেটা আছে শুন্‌তে পাই।

২য় বৃদ্ধ। যেমন দেমাকে চোখে দেখ্‌তে পেতো না, তেম্‌নি বেটা অন্ধ হ'য়েছে। ভগবান আছেন কি না, অত দম্ভ সইবেন কেন?

১ম বৃদ্ধ। বেটার বউটাও নাকি একটা বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে আস্‌নাই করেছিলো, empty houseএ পাল্কী ক'রে যেতো আস্‌তো।

২য় বৃদ্ধ। ওরে—ওরে ছোঁড়ারা, ওই প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে আস্‌ছে—ওই প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যে আস্‌ছে!

বালকগণ। হাঁ তো রে!

(প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

ও খৃষ্টান প্রসন্ন—ও খৃষ্টান প্রসন্ন, নাতি হয়েছে, সন্দেশ খাওয়ালে না? আমরা আটকৌড়ে বাজাতে যাবো। আমরা ছড়া শিখেছি,—

আট কৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভালো।
কুলো বাজিযে মুড়ো জেলেছে ভুবন-প্রকাশ আলো॥
খবর দিলুম মাতামহ, ছেলে হয়েছে বেশ।
তে রাত্তিরে পিণ্ডি দেবে খাওয়াও না সন্দেশ॥

বৃদ্ধগণ। এই ছোঁড়ারা কি করিস্—কি করিস্? (সঙ্কেতে উৎসাহ দান)

১ম বৃদ্ধ। প্রসন্ন বাবু ভাল আছেন তো? বড় যে কাহিল দেখ্ছি?

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান ও পশ্চাতে বালকগণের ছড়া বলিতে বলিতে অনুসরণ।

২য় বৃদ্ধ। এসো না—এসো না, রগড় দেখা যাক্!

১ম বৃদ্ধ। আরে নাও চল্লুম,—খুব জব্দ হ'য়েছে।

২য় বৃদ্ধ। এখনো দেমাক কমে নি, কারো সঙ্গে কথা নাই, ঘাড় গুঁজেই চ'লেছে।

[সকলের প্রস্থান।

(হরমণি ও পাগলের প্রবেশ)

হর। সে কালীঘাটে একটী বিধবাকে খালাস কর্তে গেছে। আমি তারে সেখানে রেখে আস্‌চি।

পাগল। তুমি শীগ্‌গির যাও, এই গলির মোড়ে আমার জুড়ী তৈরি আছে; তাকে ব'লো, আর তার গোপন থাকা হবে না। সক-

লকে জানাতে হবে সে বেঁচে আছে ; নইলে তার বাপের মহা বিপদ হবে। একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নিয়ে এসো।

হর। কি হ'য়েছে ?

পাগল। যাও যাও—শীগ্‌গির যাও, কথার সময় নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রসন্নকুমারের বহির্ব্বাটীর কক্ষ।

প্রসন্নকুমার।

প্রসন্ন। কেন আর প্রাণের মমতা করি! কিসের পাপ? শাস্ত্রের শাসন! আত্মহত্যা পাপ কেন? নির্দ্দয় শাস্ত্র! শাসন-বাক্য লিখেছে,—যেন দুঃখের না অবসান হয়, ম'রে না জুড়ুতে পারে। আর আমার কিসের শাস্ত্র? হেয় জীবনভার কেন বইবো!—সন্তান-হত্যা ক'র্‌বো না, পাপিনী অনুতাপে দগ্ধ হোক্, দুঃস্বপ্নে দিবারাত্র আচ্ছন্ন থাকুক। কন্যাহত্যায় ফল নাই, আমি ম'লেই ফুরুবে। এ হেয় দেহভার কেন আর বইবো? শুনেছি 'হাইড্রোস্যানিক এসিড' অতি তীব্র বিষ, মৃত্যুযন্ত্রণা হয় না। কই—শিশিটে কিনে এনে কোথায় রাখ্‌লুম? বোধ হয় আল্‌মারীর ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। (নেপথ্যে কোলাহল শুনিয়া) কারা আসছে!

(ঘেঁচী, সর্ব্বেশ্বর, মিঃ বড়াল, মিঃ মল্লিক, পাহারাওয়ালা, জমাদার, ইন্‌স্পেক্টার প্রভৃতির প্রবেশ)

ঘেঁচী। ধরো, খুনে !

প্রসন্ন। (ইনস্পেক্টারের প্রতি) কি আমায় ধর্‌বে ? ধরো, নিয়ে চলো,—আমার সম্পূর্ণ হোক। এত চৌকীদার সঙ্গে ক'রে এনেছ কেন ? আমি মৃত, তবে যে টুকু দুঃখভোগ কর্‌বার জন্য জীবিত থাকৃতে হয়, সেইটুকু জীবিত আছি।

ইন। ম'শায় আমার অপরাধ নাই, এই ওয়ারেণ্ট দেখুন, আপনার নামে খুনি ওয়ারেণ্ট জারি হ'য়েছে। আপনার জামাই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত ক'রেছেন যে, আপনি আপনার কন্যাকে বিষ দিয়ে মেরেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এঁদের জবানবন্দী নিয়ে ওয়ারেণ্ট দিয়েছেন,— আপনাকে যেতে হবে। আপনি মানী লোক, আপনাকে ধ'র্‌তে আসায় আমি দুঃখিত।

(নির্ম্মলাকে টানিয়া চিত্তেশ্বরী ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

চিত্তে। ইনস্পেক্টার সাহেব, এই নির্ম্মলা।

প্রসন্ন। হ্যাঁ ইনস্পেক্টার. আমি খুনেই বটে।

(চিত্তেশ্বরীর গলা টিপিয়া ধরণ এবং পুলিস কর্ত্তৃক চিত্তেশ্বরীর মুক্তি)

ঘেঁচী। খুনে দেখ্‌ছ না ? দাও দাও হাতকড়ি হাতে দাও।

(প্রসন্নকুমারের হস্তে পুলিসের হাতকড়ি দেওন)

বড়াল। বিধুমুখী, এইবার চলো—তোমার জন্য সেদিন বড় মার খেয়েছি ! ব'ল্‌তে হয় দশ হাজার মনে ধরে নি, আরও দশ হাজার মিঃ বাসু দিতেন। এখন যে যেতে হচ্চে।

নির্ম্মলা। ইনস্পেক্টার বাবু, আপনি যে জন্যেই আসুন, আমি জানি

নি,—এঁরা কি ষড়যন্ত্র ক'রেছেন,—কিন্তু কুলবধূর অপমান কেন শুন্‌ছেন ? আমার মিনতি রাখুন, আমার শ্বশুরের হাতে হাতকড়ি দেবেন না, কোথায় নিয়ে যেতে হবে বলুন, আমি কচি ছেলের মতন নিয়ে যাচ্চি।

ইন। মা, কি ক'র্‌বো ? তোমার নামে ওয়ারেণ্ট র'য়েছে। এঁরা ব'লেছেন যে তুমিও বিষ দেওয়াতে সাহায্য ক'রেছ।

নির্ম্মলা। আচ্ছা, আমাকেও নিয়ে চলুন, হাতকড়ি খুলে দেন।

চিত্তে। না, খুনের হাতে হাতকড়ি দেবেন না! না ধ'র্‌লে আমায় খুন ক'র্‌তো। ইনস্পেক্টার বাবু তো চোখের উপর দেখ্‌লে ?

নির্ম্মলা। ইনস্পেক্টার বাবু, হাতকড়ি খুলে দেন। আমার অপমান দেখে আমার শ্বশুর রেগেছিলেন। আমায় বিনা কারণে এই চণ্ডালদের সাম্‌নে টেনে এনেছিলো, তাই আমার শ্বশুরের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'য়েছিল। রাখুন—রাখুন, অবলার মিনতি রাখুন, হাতকড়ি খুলে দিন।

ন। না মা, তা পার্‌বো না,—এখনো তোমার শ্বশুরের চক্ষু দেখ'—দন্তবর্ষণ দেখো,—ছেড়ে দিলে এখনি খুন হ'য়ে যাবে।

নির্ম্মলা। এদের সব সরিয়ে দিন, তা হ'লে তো খুন ক'র্‌তে পার্‌বেন না। তার পর হাতকড়ি খুলে দে নিয়ে যান। দিন—দিন, হাতকড়ি খুলে দেন, আপনার পায়ে ধ'র্‌চি।

চিত্তে। খুনের হাতে হাতকড়ি দেবে না তো কি ? শ্বশুরের জন্তে রস হ'চ্ছে ! এও তো খুনে, একেও হাতকড়ি দাও।

সর্ব্বেশ্বর। (জনান্তিকে ইনস্পেক্টারের প্রতি) ইনস্পেক্টার বাবু, একে থানায় নিয়ে যাবেন না, মিঃ বাসুর বাগানে নিয়ে চলুন, আপনি যা চান—তাই পাবেন।

ইন। এঁরা খুনে কি না, তা হাকিম বিচার ক'র্‌বেন, কিন্তু প্রকৃত যদি কেউ খুনে থাকে, তা আপনারা।

(শ্যামাদাসের প্রবেশ)

নির্ম্মলা। বাবা, আমার শ্বশুরের হাতকড়ি খুলিয়ে দাও।

শ্যামা। চুপ কর্‌,—তুই হেতায় কেন ?

ইন। আজ্ঞে, ওঁর নামেও abetment of murder এর charge আছে, এই warrant দেখুন।

শ্যামা। তোমরা এত লোকে এই ভদ্রলোককে নিয়ে যেতে পার্‌তে না ? হাতকড়ি দিয়েছ কেন ?

ইন। উনি এই স্ত্রীলোকের গলা টিপে ধ'রেছিলেন, উনি উন্মত্তের মতন হ'য়েছেন, কাজেই হাতকড়ি দিতে হ'য়েছে, আমার কর্ত্তব্য ক'রেছি, রাগ ক'র্‌বেন না।

(সদাগরের পরিচ্ছদে পাগলের প্রবেশ)

পাগল। ইনস্পেক্টার ছেড়ে দাও, এরা খুনে নয়, ষড়যন্ত্র ক'রে মিথ্যা খুনের দাবী দিয়েছে।

ঘেঁচী। মিথ্যাকথা! ব্যাটা ভোল ফিরিয়েছে, এখানে পাগ্‌লামো চ'ল্‌বে না। আমার স্ত্রীকে খুন ক'রেছে।

(হরমণি ও প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। তোমার মিথ্যা কথা, এই আমি জীবিত। তোমায় পরপুরুষ জ্ঞানে বিবাহসভায় মূর্চ্ছা গিয়েছিলুম, আমার অদৃষ্টের দোষে তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়। তুমি যে নিষ্ঠুরতা ক'রে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সে ভগবানের কৃপা। তাঁর কৃপায় আমার প্রকৃত স্বামীর চরণ ধ্যান ক'র্‌তে এখন আমি আর কুণ্ঠিত নই।

শ্যামা। ইনস্পেক্টার এই শুনলে, হাতকড়ি খুলে দাও, তুমি চ'লে যাও।

ঘেঁচী। না, এ আমার স্ত্রী নয়, হরমণি একটা ছুক্‌ড়ি সাজিয়ে এনেছে।

ইন। ম'শায মাপ করুন। আমার উপর ওয়ারেণ্ট জারি কর্‌বার হুকুম, ইনি এর কন্যা কি না, সে বিচাব আমি এখানে ক'র্‌তে পাবি না, আমি এদের চালান দিতে বাধ্য।

পাগল। আমি বল্‌চি, তোমার কোন আশঙ্কা নাই, সমস্ত দাযিত্ব আমি নিচ্চি, তুমি ছেড়ে দাও। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটেব কোর্ট থেকে wa11ant কাটিয়েছি।

ইন। ম'শায, দেখ ছি আপনি সজ্জন—পরোপকারী ; কিন্তু আপনি কে তা আমি জানি নি, আপনাব দায়িত্বের উপর নির্ভব ক'বে খুনী আসামী ছেড়ে যেতে পাবি না।

পাগল। আমি সদাশিব-চাযেনরূপেব প্রধান অংশাদার। আমাব নাম সদাশিব, আমি এর কন্যাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নিযে গিয়ে ওয়াবেণ্ট cancel করিয়েছি।

ইন। অ্যাঁ আপনি! ম'শায ম্যাজিষ্ট্রেটেব o1der আনুন, আমি অপেক্ষা ক'চ্চি।

বড়াল। (ঘেঁচীর প্রতি জনান্তিকে) দম দিচ্চে, orde1 cancel কি পাগ্‌লা ব্যাটার কথায় হয়।

ঘেঁচী। অপেক্ষা কি? খুনে আসামী নিয়ে চলো; নইলে তুমি neglect of dutyর chargeএ প'ড়্‌বে।

সর্ব্বে। তুমি কোথাকার আহাম্মুখ, পুলিসে কাজ করো, এই পাগলা ব্যাটার দমে ভুল্‌ছ?

ইন। খুব মতলব এ'টেছেন, শেষটা টিক্‌লে হয়। একি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে!

(ম্যাজিষ্ট্রেট, শুভঙ্কর ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

ম্যাজি। (ঘেঁচী, মল্লিক ও বড়ালের প্রতি) তোম লোক হ্যায়, এই তিন আড্‌মিকো handcuff চড়াও।

(পুলিসকর্ত্তৃক ঘেঁচী, মল্লিক ও বড়ালের হস্তে হাতকড়ি প্রদান)

(প্রসন্নকুমারের প্রতি) Inspector, take off the handcuff.

[পুলিস কর্ত্তৃক প্রসন্নকুমারের হাতকড়ি মোচন।

(সদাশিবের প্রতি) Well সদাশিব,—

বড়াল ও মল্লিক। Do not arrest us unlawfully.

ম্যাজি। No—not at all, you are in the conspiracy. (প্রমদার প্রতি) Lady, হামি দুঃখিত, আপনাকে আমার আদালতে যাইতে হইয়াছে। (সদাশিবের প্রতি) Mr. সদাশিব, I came to apologize to প্রসন্নবাবু and his daughter-in-law for having issued warrant against them. I came myself with the order; it is with your man 'suppose, (বটকৃষ্ণের প্রতি) আপনার নিকট order আছে ?

বট। হ্যাঁ হুজুর। [অর্ডার-পত্র প্রদান।

ম্যাজি। (প্রমদার প্রতি) Once more lady, আপনি ক্লেশ করিয়া আমার আদালতে গিয়াছিলেন, আমি ক্ষমা চাহিতেছি। সদাশিব, your testimony alone was sufficient; you could have spared the lady. আমি সকলের নিকট pardon চাহিতেছি।

শ্যামা। সাহেব—সাহেব, আপনার বদান্যতায় আমরা চিরবাধিত। আপনি ভদ্রলোকের আর কুলবধূর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছেন।

ম্যাজি। Oh—this is the daughter-in-law? Innocence herself! Oh you hell-hounds! (নির্ম্মলার প্রতি) মায়ি, মার্জ্জনা করিবেন, আমি না বুঝিয়া আপনার বিপক্ষে warrant দিয়াছিলাম।

(নির্ম্মলার করযোড় করিয়া অভিবাদন)

(মিঃ বাসুর প্রবেশ)

বাসু। বাঁধো ব্যাটাদের—বাধো ব্যাটাদের! (ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) কে ইনস্পেক্‌টার সাহেব, তুমি ইনস্পেক্‌টার সাহেব? এই চিঠি দেখ, এই ঘেঁচী ব্যাটা আমায় লিখেছিল যে, ভদ্রলোকের মেয়ের নামে খুনি charge দিয়ে আমার বাগানে নিয়ে যাবে, আমি ওকে বিশহাজার টাকা দেবো।

ম্যাজি। Thank you gentleman.

শুভ। আর এই চিঠি দেখুন, বড়াল সাহেব লিখেছিলেন, মল্লিক সাহেবকে; মল্লিক সাহেব সেই চিঠির পিঠেই জবাব দিয়েছিলেন প'ড়ে দেখুন। লেখা আছে, কুলবধূকে অপমান কর্‌বার সুযোগ হ'য়েছে।

সর্ব্বে। (স্বগত) ইস্‌! পেকে উঠ্‌লো। (গমনোদ্যত)

বাসু। (হস্ত ধরিয়া) তুই ব্যাটা গোড়ার ছে, তুই যাবি কোথায়?

সর্ব্বে। দোহাই সাহেব—দোহাই সাহেব, আমি প্রকাশ বাবুর কর্ম্মচারী।

বাসু। না, তুই ঘেঁচীর বাবা।

ম্যাজি। Oh yes, take him for aiding and abetting.

সর্ব্বে। (জনান্তিকে) চিত্তেশ্বরী, বেটা ঘানি টানালে।

ম্যাজি। Oh! Is that চিত্তেশ্বরী? Arrest her also.

[পুলিস কর্ত্তৃক সর্ব্বেশ্বরের হাতে হাতকড়ি দেওন।

সর্ব্বে। (ঘেঁটীর প্রতি) ও নচ্ছার বেটা, আমার হাতেও হাতকড়ি দেওয়ালি!

ঘেঁটী। বাবা চুপ করো, ম্যাজিষ্ট্রেট জুলুম ক'চ্চে।

ম্যাজি। Oh—I see father and son!

(পুলিস কর্ত্তৃক চিত্তেশ্বরীকে ধৃত করণ)

চিত্তে। আমায় কেন ধ'র্‌চ—আমায় কেন ধ'র্‌চ, আমি কি ক'রেছি?

শুভ। কেন, তুইই তো সব পরামর্শ দিয়েছিস্।

বট। আমাকে পঞ্চাশটে টাকা দিতে গিয়েছিলে, আমি সাক্ষী দেবো, প্রসন্নবাবু মেয়েকে খাওয়াবার জন্যে আমার কাছে কুঁচলে আর আফিং নিয়ে গিয়েছিলেন।

চিত্তে। তুই তো ব'লেছিলি। (শুভঙ্করকে দেখাইয়া) আর এ চোর, একেও বাঁধো, বেনেদের বাড়ী হোম ক'রতে গিয়ে সোনার বাটী চুরী ক'রেছে। আমি চোরাই মাল ধরিয়ে দিচ্চি।

পাগল। না সুন্দরী, আমি সে দাম দিয়ে কিনে নিয়ে শুভঙ্করকে দিয়েছি।

ম্যাজি। Take them to the lock-up. সদাশিব, I must go now. I repeat, I am very sorry gentlemen. What is done can not be undone. The worthies have also put me in a mess. I aught to write a report I suppose. Good day to you all.

শ্যামাদাস ও পাগল। Good day—Good day.

[ঘেঁটী প্রভৃতি অপরাধীগণকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের প্রস্থান।

শুভ। বাবা, ভাগ্যিস্ হেবোর কথা শুনে, তোমার কাছে গিয়ে প'ড়েছিলুম। নইলে তো বেশ হাত-সাজন গয়না প'র্‌তে হ'তো! এই নাক মোচ্‌ড়া—কান মোচ্‌ড়া, তোমার কাঙ্গালীদের পাত কুড়িয়ে খাব, তবু আর আচার্য্যিগিরিতে এগুচ্চি নি।

পাগল। আচ্ছা যাও। [শুভঙ্করের প্রস্থান।

বাসু। শ্যামাদাস বাবু,আপনি আমার বাপের স্বরূপ,আপনার শিক্ষাতে আমার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, আর আমি মিঃ বাসু নই, মন্মথ বসু ব'লে পরিচয় দিই। (নির্ম্মলার প্রতি) সতী লক্ষ্মী, আমি অজ্ঞান, আমার অপরাধ নিয়ো না, আমি তোমায় মাতৃজ্ঞান করি।

শ্যামা। বাবা, তুমি চিরজীবী হও, বংশের গৌরব রক্ষা করো।

[নির্ম্মলা ও প্রমদার প্রস্থান।

পাগল। (গমনোদ্যতা হরমণির প্রতি) হরমণি, যেও না। (সকলের প্রতি) আপনারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, পরিচয় পেয়েছেন ; আরও পরিচয় শুনুন, হরমণি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। (প্রসন্নকুমারের প্রতি) বাবু, দুঃখে কাতর হবেন না, এ পরীক্ষার স্থান, নিরপরাধেও দুঃখভোগ ক'র্‌তে হয়। তার দৃষ্টান্ত এই সাধ্বী হরমণি। আমি ডাক্তার হ'য়ে জাহাজে যাই, জাহাজডুবি হ'য়ে পীড়িত অবস্থায় হাঁসপাতালে থাকি। শুনে থাক্‌বেন, একজন জমীদারের ছেলে—আমার মৃত্যু রটনা ক'রেছিল ; তারই তাড়নায় হরমণি দ্বিচারিণী-অপবাদে সমাজচ্যুতা হয়। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, তিনদিন অনাহারে থেকে আত্মহত্যা ক'র্‌তে চেয়েছিল। এখন তো ঈশ্বরকৃপায় হরমণির হৃদয় শান্তিপূর্ণ।

[সকলকে প্রণাম করিয়া হরমণির প্রস্থানোদ্যোগ।

শ্যামা। মা, তুমি নমস্কার ক'রো না, তোমার স্বামীর ন্যায় তুমি সকলের প্রণম্য।

হর। বাবু, অমন কথা ব'ল্‌বেন না, আমার অপরাধ হবে। আমি ভিখারিণী, আপনাদের দাসী।

[হরমণির প্রস্থান।

পাগল। শ্যামাদাসবাবু, আপনি প্রসন্নবাবুকে বাড়ী নিয়ে যান।

প্রসন্ন। কি, তুমি এখনো আমার দরদ ক'চ্চ, কেন ক'চ্চ? তাতে কি ফল হবে? আমার চরম হ'য়েছে, যে টুকু বাকী ছিল, তাও হ'য়েছে, খুনে অপবাদে হাতে হাতকড়ি প'ড়েছে।

পাগল। ম'শায়, সংসারে এসে সুখদুঃখ তো সকলেরই হয়।

প্রসন্ন। এতো হয়? ছেলে মরে, জামাই মরে, এক মেয়ে কলঙ্কিনী, এক মেয়ে ভিখারীর আবাসে ভিখারিণী—ফৌজদারী আদালতে সাক্ষী হয়ে' দাঁড়ায়, হৃদিভঙ্গ হ'য়ে স্ত্রীর মৃত্যু, রাস্তায় হাততালি দিয়ে ছেলেরা গায়ে ধূলো দেয়, যারা পদলেহন ক'রেছে, তারা পশু অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করে, সহানুভূতির ছলে ক্ষত হৃদয়ে পুনঃপুনঃ আঘাত করে, তাপিতের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রে আপনাদের ধার্ম্মিক ব'লে পরিচয় দেয়,—হাতে হাতকড়ি, বিমল পুত্রবধূকে বর্ব্বরে টেনে আনে, খুনে অপবাদ দেয়, এক জীবনে কি এতো হয়?

পাগল। সত্য, আপনার দুঃখের ভার অতিশয় অধিক। কিন্তু আমিও অনেক সহ্য ক'রেছি নিরপরাধে সেই জমীদারের তাড়নায় জেল খেটেছি। পাগলের মতন পথে পথে ঘুরেছি। অবশ্য আপনার মত অত দুঃখ পাইনি, কিন্তু বোধহয়, চেষ্টা ক'র্‌লে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়। আমার হ'য়েছে, হরমণির হ'য়েছে,

আপনারও হবে। আমি নিরাশ্রয় পথে বেড়াতুম, ক্রমে পুষ্করিণী থেকে শাক তুলে বিক্রয় ক'রে ঈশ্বর-কৃপায় আমার এই উন্নতি। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আমার গদী আছে। তাঁর কৃপায় এখন তাঁর দাস, শান্তিময়চিত্তে তাঁর কার্য্যে নিযুক্ত। আপনি তাঁর দাস হোন্, তিনি শান্তিদাতা, শান্তি দেবেন।

শ্যামা। মহাশয়!

পাগল। 'মহাশয়' ব'ল্‌বেন না, আমি পাগল হ'য়ে বেড়াতুম, পাগল নাম আমাব বড় মিষ্টি।

শ্যামা। আচ্ছা পাগল, তুমি সামান্য দীনবেশে বেড়াও কেন?

পাগল। বাবু, দীনবেশে আমিও যে একদিন দীন ছিলুম, তা আমার সর্ব্বদা মনে প'ড়বে। আর দীন ব্যতীত দীনের দুঃখ কে বুঝবে? দীন কাকে বিশ্বাস ক'রে তার মনোবেদনা জানাবে। ম'শায়, আমার অপর কার্য্য র'য়েছে। প্রসন্নবাবু, ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করুন, তিনি শান্তিদাতা, অবশ্যই শান্তি দেবেন।

প্রসন্ন। আচ্ছা, যাও যাও!

পাগল। ম'শায়, ওঁর ভাব বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, আপনি সতর্ক থাক্‌বেন।

[পাগলের প্রস্থান।

প্রসন্ন। বেয়াই, তুমি আমায় চেনো?

শ্যামা। (স্বগত) এঃ! মস্তিষ্ক বিকল হ'লো না কি?

প্রসন্ন। কি ভাব্‌ছ? আমি পাগল হই নি! সত্যই চেনো না, আমি খুনে চেনো কি?

শ্যামা। বেয়াই, ও সব আর ভেবো না। এসো, আমরা পাগলের আদর্শ নিই; যতদিন বাঁচি, পরের উপকার করি, চলো আমার বাড়ীতে যাবে।

প্রসন্ন। আচ্ছা আস্‌চি, বউমাকে চাবিটে দিয়ে যাই।

শ্যামা। শীগ্‌গির এসো, আমি ব'সে রইলুম।

[প্রসন্নকুমারের প্রস্থান।

হা ভগবান! মানুষটা অস্থির হ'য়েছে! এ কি! এখানে কিসের শিশি? (তুলিয়া লইয়া) এ যে, 'হাইড্রোস্যানিক এসিড' লেখা। ও— আত্মহত্যা ক'র্‌তে এনেছিল!

(নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ)

নির্ম্মলা। বাবা, আমার শ্বশুর এক ঘটী গঙ্গাজল নিয়ে খিড়কি দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

শ্যামা। কোথায় গেল? (স্বগত) এঃ— উন্মাদ হ'লো!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বেণীমাধবের উদ্যানবাটীস্থ কক্ষান্তর।

ভুবনমোহিনী ও হরমণি।

হর। মা, তোমার বিষয়-আশয় পাগল দেখ্‌ছে, বন্ধক খালাস ক'রে নিজে রেখেছে। তার আয় থেকে সব মাসোহারা দিয়ে পাঁচ বছরে দেনা শোধ হবে। তোমার বিষয় তুমি পাবে।

ভুবন। না মা, আর আমার বিষয় কাজ নাই, তুমি আমায় একটু স্থান দিয়ো। আমার বোনের সঙ্গে থেকে আমিও তোমার কাজ ক'র্‌বো। আমার বিষয়ের উপস্বত্ব, যতদিন বেঁচে থাকি, তোমাদের কাজে দিয়ো।

হর। মা, আমাদের কাজ নয়,—ভগবানের কাজ।

ভুবন। মা, আমার ছেলেব মুখ দেখে মনে হয়,—আত্মহত্যা ক'রে কি মহাপাতকই ক'র্‌তে ব'সেছিলুম। দিনের বেলায় তুমি নিয়ে যাও, আমি কতক্ষণে রাত হবে, কতক্ষণে বাছাকে আবার দেখ্‌বো, ব'সে ব'সে ভাবি।

হর। মা, লোকের মুখে চাপা দেবার জন্যে দিনের বেলা নিয়ে যাই। কেউ দেখে পাঁচ কথা কবে, তোমাব বাপ বেঁচে র'য়েছেন।

ভুবন। কি চূণকালিই বাবার 'গালে দিলুম! আজও প্রকাশের সাজা হ'লো না, পাগলা বাবা তারে ছেড়ে দিলেন, সাজা দেওয়ালেন না ? সে জেল খাট্‌লে না ?

হর। মা সাজা দেবার কর্ত্তা ভগবান, তুমি আমি নই। হিংসা-দ্বেষ মন থেকে ছেড়ে দাও। পরের অনিষ্ট করা নয় মা—আপনার অনিষ্ট করা। ভগবানের এমন নিয়ম নয় মা,—যে পরের হিংসা করে, অপরে তার হিংসা করে। যে মন থেকে পর-হিংসা ছাড়ে,—জগতে তার শত্রু থাকে না, হিংস্রক জন্তুও তারে হিংসা করে না, ক্রুর সর্প তাকে দংশন করে না। তুমি মন থেকে হিংসা-দ্বেষ ছেড়ে দিয়ে ভগবানের মঙ্গলময় রাজ্যে কায়-মনোবাক্যে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করো, তাতে মা আপনার মঙ্গল হবে, ভগবানের কৃপায় মহাপাপ নষ্ট হ'য়ে দেহমন নির্ম্মল হবে, তাঁর নির্ম্মল চরণ দর্শন পাবে। গান শোনো মা,—

গীত

প্রাণময় প্রাণনাথ আমার।
ব্যথা কারো দিলে প্রাণে বাজে ব্যথা তাঁর॥
ব্যথা পেয়েছ প্রাণে, প্রাণে ব'সে প্রাণনাথ জানে,
চাও রে ব্যথিত তাঁর বদন পানে;
প্রেম বিনা কি নেভে জ্বালা, জ্বালিয়ে জ্বালা জুড়ায় কার॥
নিরমল হৃদয়-কমল, ঢাল্‌লে তায় গরল,
কোমল কমল শুকিয়ে যাবে, তায় পূজা হবে না আর॥

হর। আমি চল্লুম মা।

[প্রস্থান।

ভুবন। ভগবান, আমায় কৃপা করো! আমি কোন রকমে জ্বালা ভুল্‌তে পাচ্ছি নে। আমাব অন্তরের আগুন থেকে থেকে দাবানলের মতন জলে ওঠে! তারে আমি ভাইয়ের অধিক জান্‌তুম। তারে আমার স্বামী হাতে হাতে স'পে দিয়ে গেল, সে আমার সর্ব্বস্ব নিলে, কলঙ্কিনী ক'র্‌লে! আমি আমার বাপের কাছে যেতে পারি না, মায়ের মৃত্যুর সময় চ'লে আস্‌তে হ'লো! যে আমার এ দশা ক'রেছে, তাকে ভুল্‌বো কি ক'রে? না না, আমারও তো দোষ;—সে আস্‌তে চায় নি, আমি তারে জোর ক'রে আস্‌তে ব'লেছি। না, সে তার ভাণ, সে তার কপটতা। সে আমার অনুরাগ বাড়াবার জন্যে আস্‌তে চাইতো না। সে অনায়াসে আমায় কলঙ্ক থেকে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌তো, সে আমায় বিবাহ ক'র্‌লে সমাজে আমার মাথা হেঁট হ'তো না। লোকের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌তুম, আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কেউ উপহাস ক'র্‌তে পার্‌তো

না, আমার গর্ভের সন্তানকে পরের কাছে মানুষ ক'র্‌তে দিতে হ'তো না, আমার সন্তানের স্তন-দুগ্ধ গেলে ফেলে দিতে হ'তো না। আমি তার পায়ে ধ'রে সাধলুম, সে আমায় তাড়িয়ে দিলে। কই প্রভু, কই ভুল্‌তে পাচ্চি ? তার যে মুখ মনে হ'লে আমার তাকে তুষানলে পোড়াতে ইচ্ছা হয়।

(গঙ্গাজলের ঘটী হস্তে প্রসন্নকুমারের প্রবেশ)

প্রসন্ন। এই যে ভুবন ! কোলে ছেলে নেই, আদর ক'চ্চ না ?

ভুবন। বাবা !

প্রসন্ন। চিন্‌তে পেরেছ—আমায় চেনা যাচ্চে ? এখনো আমায় চেনা যায ? এখনো আমায় দেখে সেই মানুষ ব'লে বোধ হয় ! এখনো আমার মুখ কালিতে ঢেকে যায় নাই ! তবে আর কি হ'লো !

ভুবন। বাবা—বাবা !

প্রসন্ন। ডাকো ! আর কি মমতা আছে, যে বাবা ব'ল্লে মমতা হবে ! আর কি মমতার স্থান আছে যে মমতা থাকবে ! দাবানলে শুকোবে না, তবে আর কিসের তাপ !

ভুবন। বাবা—বাবা, তোমায় দেখে আমার ভয় হ'চ্চে !

প্রসন্ন। ভয় তো হবেই,—তোমার যম যে আমি !

ভুবন। বাবা—বাবা,—আমায় মেরো না !

প্রসন্ন। কলঙ্কিনী, এখনো তোর বাঁচ্‌বার সাধ ! এখনো বেঁচে থেকে পৃথিবী কলঙ্কিত করবি ? এখনো বেঁচে থাকতে চাস্ ? তোর মনে অনুতাপ হয় না ? মনে ক'রে দেখ্, তোর আচরণ দেখে গিয়েই প্রমদার বিয়ে দিয়েছি ! তোর আচরণেই প্রমদা

চণ্ডালের তাড়না স'য়েছে, চণ্ডালের চাবুক খেয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে,নিরাশ্রয় হ'য়ে রাস্তায় প'ড়েছিল !—তোর আচারেই তোর মাতৃহত্যা হ'য়েছে, তোর আচারেই তোর বাপের মাথায় কলঙ্কের বোঝা, কলঙ্ক-কালিতে সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে গিয়েছে, নীচ লোকে উপহাস করে, ছেলেরা গায়ে ধূলো দেয়, হাততালি দে নেচে নেচে ছড়া কাটায় ! তোর আচারেই আজ হাতকড়ি প'রেছি, তোর আচারেই আমার পবিত্র কুলবধূকে চণ্ডালে স্পর্শ ক'রেছে, পিশাচিনীতে টেনে এনেছে !—না, এ পৃথিবীতে তোরও থাকা উচিত নয়, আমারও থাকা উচিত নয়।

ভুবন। বাবা—বাবা,—মার্জ্জনা করো !

প্রসন্ন। হঁ্যা মার্জ্জনা ক'র্‌তেই এসেছি। দেখ্‌—তাই গঙ্গাজলের ঘটী হাতে ; তোর মৃত্যুর সময় তোর মুখে দেবো,—তোর গতি হবে। মৃত্যুই তোর মার্জ্জনা।

ভুবন। বাবা—বাবা,—যদি মেরে ফেল্‌বে, পায়ের ধূলো দাও, একবার ভুবন ব'লে ডাকো, মর্‌বার সময় জেনে যাই যে, তুমি আমায় মার্জ্জনা ক'রেছ। তুমি সত্যই ব'লেছ, আর আমার বাঁচ্‌বার সাধ হওয়া উচিত নয়। আমার ভুল হ'য়েছিল, আমার ছেলের মমতায় ম'র্‌তে ভয় হ'য়েছিল ;—সে পাপ মমতা ! সে আমার স্বামীর ছেলে নয়,—প্রকাশের ছেলে ! আর তার মমতা কি ! বাবা, মারো,—দাও পায় ধূলো দাও, আমি বুক পেতে দিচ্চি।

প্রসন্ন। নে—ভগবানকে ডাক ! এই ঘটী নে—গঙ্গাজল মুখে দে, মুখ ফিরিয়ে ব'স,—তোর মুখ দেখে আমার কঠোর হাতও কম্পিত হচ্চে !

ভুবন। ভগবান!

(প্রসন্নকুমারের ভুবনমোহিনীকে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত)

প্রসন্ন। গঙ্গাজল মুখে নে, যদি বেঁচে থাকিস্—শোন,—আমি তোরে মাপ ক'রেছি। শুনে যা—ভুবন ব'লে ডাক্‌চি শোন্,—ভুবন—ভুবন—আমার ভুবন, মা আমার!—না শুন্‌তে পেলি নি! চল্, তোর সঙ্গে যাই! তুই ছেলে মানুষ,—একলা যেতে পার্‌বি নি!

(নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাতের উদ্যম ও প্রকাশের আসিয়া ছুরিকা কাড়িয়া লওন)

প্রকাশ। একি, কি সর্ব্বনাশ ক'রেছেন! নিন—ছোরা নেন,—আমাব বুকে দেন।

প্রসন্ন। না, তুমি জীবিত থাকো, তোমার কার্য্যের ফল দেখো। মৃত্যুতে শান্তি হয়, কন্যাকে শাস্তি দেবাব জন্য হত্যা ক'বেছি। আত্মহত্যা কর্‌বাব চেষ্টা ক'রেছিলুম, তুমি ছোবা কেড়ে নিয়েছ, কিন্তু আর ছোরাব প্রযোজন নাই, আমি এই পাপ দেহ থেকে অনাযাসে বেরিযে যেতে পার্‌বো!

প্রকাশ। তবে আমাবও মৃত্যু দেখুন (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন)

প্রসন্ন। না না, তোব মৃত্যু দেখ্‌বো না! [পতন ও রক্তবমন।

(পাগল, হেবো, শ্যামাদাস, শুভঙ্কর ও বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

হেবো পাগল,—দেখ্ দেখ—এই তিনটেতে খুন হ'যেছে!

পাগল। হেবো, শীগ্‌গির ডাক্তার ডেকে আন বাবা।

[হেবোর প্রস্থান।

প্রসন্ন। বেয়াই এসেছ, পাগল এসেছ ? আমি মেয়েকে নিয়ে যাচ্চি! ভুবন, মা, চলো!—

(মৃত্যু)

প্রকাশ। ভুবন, যদি জীবিত থাকো, শোনো,—আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছিলুম; আমি স্বার্থের জন্য তোমায় কুপথগামী ক'রেছি। বাবা পাগল, তুমি আমায় সতর্ক ক'রেছিলে, আমি মনের দম্ভে বুঝি নাই। ভেবেছিলুম, আমার মনের বল আছে, কুপথগামী হবো না, বন্ধুর বিশ্বাসভঙ্গ ক'র্‌বো না। আমার ভ্রম, অবস্থাই বলবান, মানুষের বল নাই। আসন্ন মৃত্যু-তেও আমার অনুতাপানল নির্ব্বাণ হ'চ্চে না। তুমি সাধু, আমার মাথায় পা দাও।

পাগল। আমি কে!—দয়াময় জগদীশ্বরকে ডাকো।

প্রকাশ। দয়াময়!

(মৃত্যু)

(হরমণি, প্রবোধ, নির্ম্মলা ও প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। বাবা—বাবা—কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে।

নির্ম্মলা। ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি,—এখনো হাঁ কচ্চেন! ঠাকুরপো, মুখে গঙ্গাজল দাও, এই ঘটীতে আছে। (প্রসন্নকুমার, ভুবনমোহিনী ও প্রকাশের মৃতদেহে গঙ্গাজল প্রদান পূর্ব্বক নতজানু হইয়া করযোড়ে) দীনবন্ধু, আমার শ্বশুর বড় তাপিত, তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছেন, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আশ্রয় দিও। কলঙ্কিনীও তোমার শরণাগত, করুণা-নয়নে দেখো। পতিত-পাবন, পতিতের ভার তোমার!

পাগল। হরমণি, দু' একটা কাজে সফল হ'য়ে আমরা মনে ক'রেছিলুম, আমাদের পরোপকার কর্‌বার শক্তি আছে, হায় সে বৃথা দম্ভ! —আমরা কেবল কার্য্যের অধিকারী, ফলাফল তাঁর!

হর। হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ স্বামী,—তোমার চরণ-কৃপায় বুঝেছি—কার্য্যের ফলাফল তাঁর—আমরা নিমিত্ত মাত্র।

শ্যামা। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য !

পাগল। শ্যামাদাস বাবু, বিবেচনা করুন, বিধবা সম্বন্ধে ঋষিদের যেরূপ ব্যবস্থা, তা—শাস্তি কি শান্তি ?

যবনিকা।

নাট্যসম্রাট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

থিয়েটারে অভিনীত নূতন প্রকাশিত নাটক

১। পাণ্ডব-গৌরব।

শরণাগত দণ্ডীরাজকে শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধী হইয়া আশ্রয় প্রদানে জগতে কিরূপ অতুল গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই নাটকে অপূর্ব্ব রসে চিত্রিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

২। ম্যাকবেথ।

মহাকবি সেক্সপীয়র প্রণীত এই মহানাটকের অবিকল অথচ প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গিরিশবাবু সাহিত্য জগতে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সাধন করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত, দেশের খ্যাতনামা মহোদয়গণ তাঁহার অদ্ভুত অনুবাদ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অল্পশিক্ষিত অথচ মহাকবি সেক্সপীয়ারের অতুলনীয় কাব্য পাঠে উৎসুক, তাঁহাদের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। মূল্য ৸৹ বারো আনা।

৩। দেলদার।

বিশুদ্ধ প্রেমের জ্বলন্ত ছবি, এই সুমধুর গীতিনাট্যের প্রত্যেক ছত্রে দীপ্তিমান। "সাধারণকে আমোদিত করিবার জন্য যদিও এই পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষা তরল করা হইয়াছে, তথাপি ইহার বর্ণনাভঙ্গিটী সম্পূর্ণ কাম-গন্ধহীন।"—ইণ্ডিয়ান মিরার। মূল্য ।৵৹ ছয় আনা।

৪। নন্দদুলাল।

জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা ও কৃষ্ণকালী,—হিন্দু নর-নারীর চির আদরের, চির সাধের, এই তিনটী বিষয় লইয়া, এই গীতিনাট্যখানি চিত্রিত হইয়াছে। বাৎসল্য, প্রেম ও ভক্তি এই তিনটী মধুর রসের ত্রিধারায় গ্রন্থখানি যেরূপ মাধুর্য্যময় তদ্রূপ প্রাণোন্মাদকারী হইয়া উঠিয়াছে। পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইবেন। মূল্য ।৵৹ ছয় আনা।

৫। মনের মতন।

এই অপূর্ব্ব প্রেমপূর্ণ মিলনান্ত নাটক পাঠে, অপ্রেমিক প্রেমিকা হইবেন। "মনের মতন" প্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শন। হাস্যরসের প্রস্রবণ। যুবকের ডেস্কে ও যুবতীর বাক্সে ইহা যত্নে রাখিবার ধন!!! "মনের মতন"—বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা নূতন সামগ্রী। মূল্য ৸৹ বারো আনা।

৬। মণি-হরণ।

শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক মোচন বা জাম্ববতীর বিবাহ সংক্রান্ত প্রেম, ভক্তি ও কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য। 'মণিহরণ" ভক্তের কণ্ঠহার। রঙ্গ-রহস্যের আধার॥ ভাবুকের ভাবভাণ্ডার॥ মূল্য ।৹ চারি আনা।

৭। আয়না।

সামাজিক প্রহসন। বেশ সুন্দর তক্‌তকে ঝকঝকে আয়না। স্পষ্ট মুখ দেখা যায়, কিন্তু পারা একদম নাই। হো হো হাসি আছে, পাকা পাকা বুলি আছে, কিন্তু শিক্ষা হাড়ভাঙ্গা রকম শিক্ষা। চা-ওয়ালা ও চা-ওয়ালীর গান, বিয়ের বাজার, উকিল ও বেশ্যার তরজা প্রভৃতি পড়িয়া হাসিতে হাসিতে হাসির ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিবে। মূল্য ।৹ আনা।

৮। অভিশাপ।

রাম অবতারের কারণ কি? এই গীতিনাট্যে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যেরূপ ভক্তিরসের প্রস্রবণ, তদ্রূপ হাস্যরসের সমুদ্র-মন্থন। "অভিশাপ" কি শাক্ত কি শৈব, কি বৈষ্ণবের সমান প্রিয়। মূল্য ।৹ চারি আনা।

৯। ভ্রান্তি।

মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে "ভ্রান্তি" নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। "ভ্রান্তি" অভিনয় দর্শনে, বিস্ময়মুগ্ধ বিজ্ঞমণ্ডলী বঙ্গ-নাট্যালয়কে ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। "বঙ্গবাসী" বলেন,—"ভ্রান্তি" নাটকের অয়স্কান্ত মণি! কি অদ্ভুত আকর্ষণ! গিরিশবাবু! তুমি ধন্য! তুমি 'রঙ্গলাল' আঁকিয়াছ, পরোপকার মহাব্রতের যে ধ্যানকথা শুনাইয়াছ, তাহা অনেক দিন শুনি নাই, দেখি নাই।" বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ বিরল। মূল্য ১৲ এক টাকা।

১০। হর-গৌরী।

দক্ষ প্রজাপতির প্রজা-সৃষ্টির পর অজ্ঞ নর, কিরূপে শীকারবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষি-বৃত্তি অবলম্বন করিল, কিরূপে পশুচর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসন পরিধান করিতে শিখিল, কিরূপে বৃক্ষতল ছাড়িয়া আবাস নির্ম্মাণ করিল, কিরূপে শিল্পী হইল,—মানবজাতির এই ক্রমোন্নতি, এই গীতি-নাট্যে অতি কৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।০ চারি আনা।

১১। বলিদান।

[বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান !]

"বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বর-পণের মাত্রা কিরূপ অসম্ভব চড়িয়া উঠিয়াছে ও তাহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য সমাজের কিরূপ ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার স্বীয় অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। * * * গ্রন্থের রচনা এমনই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না এবং স্থানে স্থানে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। পুস্তকপাঠেই যখন হৃদয় এতদূর বিচলিত হয়, তখন ইহার অভিনয় দর্শনে মনের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। * * * ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাটক বাঙ্গালা-ভাষায় অদ্যাপি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।" সাহিত্য-সংহিতা (৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা)। মূল্য ১৲ এক টাকা।

১২। বাসর।

আর্য্যরাজ-মহিমাকীর্ত্তিত নাটক। "বাসর নাটকে গিরিশ বাবু রাজার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে যে উপদেশ গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যে কতদূর প্রীত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এমন সুন্দর নাটকের যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বলিব—আমাদের দুর্ভাগ্য।" বসুমতী। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

১৩। সিরাজদ্দৌলা।

গ্রন্থকারের পরম সুহৃৎ এবং "পলাশীর যুদ্ধ", "কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতি কাব্যপ্রণেতা মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, 'সিরাজদ্দৌলা'পাঠে গিরিশ বাবুকে রেঙ্গুন হইতে লিখিয়াছিলেন,—

"ভাই গিরিশ, ২০ বৎসর বয়সে "পলাশীর যুদ্ধ" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি "সিরাজদ্দৌলা" লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মুখ আরও উজ্জ্বল করুন! মূল্য ১৲ এক টাকা।

১৪। মীর কাসিম।

গ্রন্থকার তাঁহার পরিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতায় এই নাটকখানিকে তাঁহার স্বকীয় কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন। 'সিরাজদ্দৌলায়' যে সকল ঘটনা অঙ্কুরিত দেখিয়াছিলেন, 'মীরকাসিমে' তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইবেন। সাহিত্য. ইতিহাস ও নাট্য—এই তিনের এমন উৎকৃষ্ট সমবায় আর কোন নাটকে নাই। মূল্য ১৲ এক টাকা।

১৫। য্যায়সা কা-ত্যায়সা।

এই প্রহসন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের "L'Amour Medecin" অবলম্বনে সম্পূর্ণ বাঙ্গালা ছাঁচে গঠিত। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেরূপ কৌতূহলজনক সেইরূপ নূতনত্বপূর্ণ। এরূপ প্রহসন বঙ্গ-নাট্যশালায় এই প্রথম অভিনীত হইল। প্রহসনের মাল-মসলা যেমনটী চাহেন, তাহা তো পাইবেনই, আর যাহা চাহিতে জানেন না, তাহাও দেখিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

ছত্রপতি।

ছত্রপতি শিবাজী নাটকের বিশেষ পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। সুপ্রসিদ্ধ "বেঙ্গলী" পত্র বলেন,—

"Chhatrapati is one of the best and most powerful Dramas ever produced on the Indian Stage." অর্থাৎ ভারতবর্ষের রঙ্গালয় সমূহে এ পর্য্যন্ত যত নাটক অভিনীত হইয়াছে, তন্মধ্যে "ছত্রপতি" নাটক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বীতাপূর্ণ। মূল্য ১৲ এক টাকা।